সাপ্তাহিক বাংলা গেজেট

শেকড় থেকে শিখরে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে স্ক্যান কিউআর কোড

www.weeklybanglagazette.com ■ New York ■ Issue 43 ■ Friday, 19 JUNE 2026

'মেসিই সর্বকালের সেরা'

পৃষ্ঠা ● ৫

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে গুরুত্ব পাবে প্রতিরক্ষাসহ অনেক বিষয় পৃষ্ঠা ১৭

ডা. জাহেদ উর রহমানের দিল্লি সফরের ব্যবচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৯

সুইস ব্যাংকে বেড়েছে বাংলাদেশিদের অর্থ পৃষ্ঠা ২

দখলের দীর্ঘমেয়াদী দিন পৃষ্ঠা ১০

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে কার ক্ষতি কার লাভ

দীপক কুমার আচার্য

দীর্ঘদিনের উত্তেজনা, একশ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং সামরিক মুখোমুখি অবস্থানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য এই সমঝোতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্য নিয়ে মার্কিন প্রশাসন যে কূটনৈতিক উদ্যোগ সামনে এনেছে, তা বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। এই চুক্তির ফলে দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে আমেরিকা প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বমঞ্চে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত গ্রুপ অব সেভেন (জি-৭) শীর্ষ সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্ভাব্য এক সমঝোতা কাঠামোর কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার পরপরই ওয়াশিংটন, তেহরান, ব্রাসেলস এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন রাজধানীতে কূটনৈতিক তৎপরতা বহুগুণে বেড়ে যায়। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সময়োপযোগী পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গত কয়েক মাস ধরে সংঘাতের কারণে ইউরোপীয় দেশগুলো যে গভীর অর্থনৈতিক ও জ্বালানি সংকটের মুখে পড়েছিল, ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর [এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১]

যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রকাশিত অন্তর্বর্তী চুক্তিতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান স্বাক্ষর করেছেন। পশ্চিম এশিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়া যুদ্ধ শেষ [এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৫]

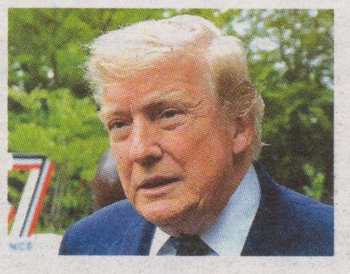

'আমিই বস'

জি-৭ নেতাদের ট্রাম্প

নিউজ ডেস্ক

ফ্রান্সে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি সেভেন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে 'বস' ঘোষণা করেছেন। জোটভুক্ত দেশগুলোর প্রধানদের উপস্থিতিতে ট্রাম্প বলেন, "আমিই বস।" ফ্রান্সের এভিয়ান-লে- বেঁ শহরে অনুষ্ঠিত ১৫-১৭ জুনের এই সম্মেলনে ট্রাম্প বুধবার এমন মন্তব্য করেন বিশ্ব অর্থনীতির নিরাপত্তা বিষয়ক এক অধিবেশনে [এরপর পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৫]

'দুবাইয়ে একসময়ের সহযোগীরাই' ধরিয়ে দেন

ঢাকা সংবাদদাতা

বাংলাদেশের সাবেক পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদকে দুবাইয়ে তাঁর একসময়ের সহযোগীরাই ধরিয়ে দিয়েছে বলে স্থানীয় একটি দায়িত্বশীল সূত্রের দাবি। সূত্রটি বলছে, বেনজীরের সঙ্গে তাঁর সহযোগীদের কারও কারও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল। দ্বন্দ্বের কারণ ব্যবসা ও লেনদেন। দুবাইয়ের ওই সূত্রটি আরও বলছে, একটি বিপণিবিতান বা শপিং [এরপর পৃষ্ঠা ৩৭ কলাম ১]

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার

নজরুল মিন্টু

রাতের আকাশে মানুষ সাধারণত তারা দেখে। কেউ দেখে সৌন্দর্য, কেউ দেখে রহস্য, কেউ দেখে দূরের আলো। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার এক কিশোর সেই আকাশে দেখেছিল সম্ভাবনা। তখনও সে জানত না, একদিন তার কল্পনা রকেট হয়ে আকাশে উঠবে, গাড়ি হয়ে রাস্তায় নামবে, স্যাটেলাইট হয়ে পৃথিবী ঘিরে ঘুরবে, আর প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে মানব সভ্যতাকে [এরপর পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ১]

লং আইল্যান্ডে রাজনৈতিক তৎপরতা

'জয় বাংলা' সংগঠনের আত্মপ্রকাশ

আহ্বায়ক নাসিম, সদস্য-সচিব গোপন দাশ

অজিৎ ভৌমিক

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিশ্রুতিতে আমেরিকার নিউইয়র্ক সংলগ্ন লং আইল্যান্ডে "জয় বাংলা" সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। গত ১৪ জুন ডিয়ারপার্কে এক মতবিনিময় সমাবেশে উপস্থিত সবাই জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও দেশ মাতৃকার জন্যে আত্মদানকারিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুক্ত আলোচনা [এরপর পৃষ্ঠা ৩৮ কলাম ১]

তারেক রহমানকে অভিনন্দন শক্তিশালী কমিটি গঠনের আহ্বান

আনিসুর রহমান

বিএনপির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুন দুপুরে লংআইল্যান্ডের আটলান্টিক এভিনিউ ডিয়ার পার্কে 'লং আইল্যান্ড বিএনপি সমর্থক গোষ্ঠী'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এমপিকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভমচ্ছা জানানো হয়। দীর্ঘ ২০ বছর পর যুগান্তকারী, গণমুখী ও মানবিকতায় পূর্ণ ঐতিহাসিক বাজেট ঘোষণা করার জন্য প্রবাসীদের এই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সমাবেশের শুভ সূচনা ঘটে লাল সবুজের বেলুন উড়িয়ে। উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির [এরপর পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ১]

নবান্ন রেস্টুরেন্টে চলছে বিশ্বকাপের ডিসকাউন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি

চলমান ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষ্যে নবান্ন রেস্টুরেন্টে সব ধরনের খাবারে ২৩ শতাংশ ডিসকাউন্ট চলছে। নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকার হিলসাইডে অবস্থিত এ রেস্টুরেন্টে অনলাইনে অর্ডারেও একই ছাড় পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় দক্ষিণ এশিয়ানদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসের 'বাংলাদেশ স্ট্রিট' সংলগ্ন [এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১]

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি শিল্পী জিহানের চিত্রকর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বিশ্বকাপ ফাইনাল এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামেও। নতুন চ্যাম্পিয়নের হাতে তুলে দেয়া হবে স্বপ্নের কাপ। আর [এরপর পৃষ্ঠা ৩৪ কলাম ৪]

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ কমিউনিটি, দেশ-বিদেশের নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিট করুন বাংলা গেজেটের ওয়েবসাইট www.weeklybanglagazette.com সেই সঙ্গে দেখুন আমাদের ই-পেপার।

স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার মজাই আলাদা

শিতাংশু গুহ

'খেলা শেষ, পয়সা উসুল'। বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬। ব্রাজিল-মরক্কো খেলা, শনিবার ১৩ জুন ২০২৬, নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। আমাদের আসন সেকশন ৩২৪, গেট ১/২, রো ৬, সিট ৯/১০। সাংবাদিক মোহাম্মদ কাশেম ও আমি। কাশেম গত বছরের নভেম্বরে টিকিট কিনেছে, আমি সঙ্গী। আমাদের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখা এই প্রথম, মেটলাইফ স্টেডিয়ামেও প্রথমবার খেলা দেখা। ব্রাজিল পাঁচবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন, সমর্থকে ঠাসা স্টেডিয়াম। পুরো মাঠ হলুদ, মাঝেমধ্যে লাল, হলুদ ব্রাজিল, মরক্কো লাল। মরক্কো গত [এরপর পৃষ্ঠা ৩৯ কলাম ১]

স্বাধীনতা দিবসের লেখা আহবান

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা আমেরিকায় ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। দিবসটি শুক্রবার হওয়ায় বাংলা গেজেটও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে। সেই সংখ্যার জন্যে প্রবন্ধ-নিবন্ধ- কবিতা-ছোট গল্প ইত্যাদি জমা নেয়ার শেষ দিন হচ্ছে ২৫ জুন। সকলকে বাংলা গেজেটে ই-মেইলে bgazetteny@gmail.com অথবা সম্পাদকের ইমেইল-lovlu.ansar@gmail.com পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এটর্নী মঈন চৌধুরী
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
• লেড পয়জনিং
• কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
Michael Taub, Esq.
Moin Choudhury, Esq.
IMMIGRATION (Consultation fee applies)
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State only and also admitted in Federal District Courts.

সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।
No Certificate Necessary!
CDPAP গ্রাহকদের জন্য সুখবর!!
Good News for CDPAP Clients!
আমরা CDPAP এর নুতন গ্রাহক এবং এজেন্সী ট্রান্সফার সাদরে গ্রহণ করছি।
We Welcome Agency Transfers and New CDPAP Clients.
আমাদের সাথে CDPAP সার্ভিস অপরিবর্তিত থাকবে
With us CDPAP Services will continue uninterrupted.
Marks Home Care
মার্কস হোম কেয়ার
E-mail: info@markshhc.com | www.markshhc.com
বিস্তারিত জানতে কল করুন - 718-647-5555, 646-591-6782
Contact : Engineer Mahfuzul Haque, MS in Telecom (Pace Univercity, NY) US Coast

Buy ● Sell ● Rent ● Invest
আমরা ফরক্লোজ থেকে আপনার বাড়ি রক্ষা করতে সহায়তা করি।
Mega Homes Realty
Moinul Islam
Mobile: 917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
REBNY
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও বাসা ভাড়া দেওয়া হয়
32-11 35 Ave. Astoria, NY 11106

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
(৭০% পর্যন্ত)
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়
37-15 55th St, Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী

ALL COUNTY HOME CARE
NYS Licensed Home Care Agency
হোম কেয়ার
সকল সার্ভিস একই অফিসে
646-444-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
Jamaica
Jackson Heights
Brooklyn
Bronx
Long Island

সুইস ব্যাংকে বেড়েছে বাংলাদেশিদের অর্থ

ঢাকা সংবাদদাতা

গত এক বছরের ব্যবধানে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৫ সালের হিসাব অনুসারে, ওই দেশের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি ৪১ লাখ সুইস ফ্রাঁ (সুইজারল্যান্ডের মুদ্রা)। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ৫৯ কোটি সুইস ফ্রাঁ। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে সুইস ফ্রাঁর খুব একটা প্রচলন নেই। বর্তমান বাজারদর অনুসারে এক সুইস ফ্রাঁতে ১৫২ থেকে ১৫৩ টাকা পাওয়া যায়। প্রতি সুইস ফ্রাঁ ১৫২ টাকা ধরলে সুইস ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে সুইস ব্যাংকে ২০২৫ সালের শেষে বাংলাদেশিদের অর্থ জমার পরিমাণ ১২ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা।

প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের পর গত বছরই (২০২৫ সাল) বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ জমা হয়েছে সুইস ব্যাংকগুলোতে। গত ১০ বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থ জমা ছিল ২০২৫ সালে।

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা হয়। বাংলাদেশের অনেক ব্যাংকও বৈধ পথে দেশটির ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে। আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরাও সুইস ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুইস ব্যাংকের শাখাগুলোতে সেসব দেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরাও অর্থ জমা রাখেন, সেগুলোও সুইস ব্যাংকে জমা অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন দেশ থেকে জমা হওয়া এসব অর্থ সে দেশের দায় হিসাবে আর্থিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে থাকে। এর মানে, সুইস ব্যাংকে রাখা সব অর্থ পাচার করা নয়।

অর্থ পাচার কমেনি : এসএনবির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ ও ২০২৩ সালে পরপর দুই বছর সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গিয়েছিল। ওই দুই বছর যথাক্রমে সাড়ে ৫ কোটি সুইস ফ্রাঁ ও পৌনে ২ কোটি সুইস ফ্রাঁ জমা ছিল।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক মইনুল ইসলাম বলেন, 'আশা করা হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশ থেকে অর্থ পাচার কমবে। কিন্তু সুইস ব্যাংকের এই হিসাব প্রমাণ করে অর্থ পাচার কমেনি। এটি অর্থনীতির জন্য মোটেও ভালো ফল বয়ে আনছে না। আমার মতে, সুইস ব্যাংক ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অর্থ পাচার হয়।' মইনুল ইসলামের মতে, এখন দেখার বিষয় বর্তমান সরকার অর্থ পাচার বন্ধের পাশাপাশি পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে কী উদ্যোগ নেয়। তা না হলে অর্থ পাচার থামবে না।

২০২৪ সালে ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক মন্ত্র, এমপি এবং আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা দেশ ছাড়েন। তাঁদের অনেকের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসব কারণে তাঁদের অনেকে বিশ্বের এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আবার বিগত সরকারের সময়ে বিপুল অর্থ দেশ থেকে পাচার হয়েছে-এমন তথ্য উঠে এসেছে সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থনীতি নিয়ে শ্বেতপত্রে। পাচার হওয়া অর্থও বিভিন্ন উপায়ে সুইস ব্যাংকে জমা হতে পারে।

একসময় সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো পাচার হওয়া অর্থ জমা রাখার জন্য অন্যতম পছন্দের গন্তব্য ছিল। কারণ তখন দেশটির ব্যাংকগুলো এসব তথ্য অন্য কোনো দেশের সঙ্গে আদানু-প্রদান করত না। অর্থ পাচারসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় ছিল না সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো; কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই দৃশ্যপট অনেকটাই পাল্টে গেছে।

আন্তর্জাতিক নানা চুক্তির কারণে এখন সুইজারল্যান্ড বিভিন্ন দেশের সরকারের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করে। তাই এখন অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের আড়ালে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করেন-এমন অভিযোগ আছে। খবর : প্রথম আলো

যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের পর নিখোঁজ

১ লাখ ৪৬ হাজার শিশুর সন্ধান পেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি

চোরাইপথে যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের পর নিখোঁজ সাড়ে চার লাখ শিশুর মধ্যে ১ লাখ ৪৬ হাজারের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী মার্কোয়াইন মুলিন। গত ১১ জুন ওয়াশিংটন ডিসিতে সংবাদ সম্মেলনে সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে অরক্ষিত সীমান্তপথে এসব শিশুকে বেআইনি পথে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ট্রাম্প প্রশাসনের এই মন্ত্রী। মার্কোয়াইন মুলিন আরো উল্লেখ করেন যে, এখনো ৩ লাখের মত শিশু নিখোঁজ রয়েছে এবং তাদের অভিভাবকেরা নীরবে অশ্রু ঝরাচ্ছেন।

বিচার বিভাগ মেক্সিকোর ৩ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চোরাইপথে যুক্তরাষ্ট্রে শিশু পাচারের অভিযোগ ওহাইয়োর ফেডারেল কোর্টে দায়েরের দিনই হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য ক্ষমতা গ্রহণের পরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জাতির কাছে অঙ্গিকার করেছিলেন নিখোঁজ শিশুদের খুঁজে বের করার। অভিযুক্ত শিশু পাচারকারিরা হলেন মারিটজা আজুসেনা কাহুয়েচ (৩৮) এবং তার ভাই কার্লোস অগোস্টিন কাহুয়েচ (৩৩)। দুই ভাই ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে এসব শিশুকে মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে এনেছিল। এরপর থেকে তাদের হদিস পাচ্ছিলেন না অভিভাবকেরা। পাচারকৃত শিশুর অধিকাংশকেই যৌনদাসী হতে হচ্ছে অথবা চাকর-চাকরানিতে পরিণত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু পাচারকারি এই চক্রের অপর অভিযুক্ত হলেন ২০ বছর বয়সী গ্ল্যাডিজ ম্যারিনা চাল চেন। চাল চেন নিজেও পাচারকৃত তরুণী ছিলেন একসময়। শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাবার পর নিজেও পাচারকারি নেটওয়ার্কের সদস্য হয়েছিলেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল তথা আইনমন্ত্রী টোড ব্ল্যাঙ্কে বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতারের ধারাবাহিকতায় পাচারের পর নিখোঁজ শিশুদের হদিস উদঘাটনের পথ সুগম হয়েছে। এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিউ জার্সি থেকে নির্বাচিত রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান ক্রিস স্মীথ এক বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত অরক্ষিত ছিল এবং জঘন্য অপরাধীরা অবাধে ঢুকে পড়েছে বেআইনিপথে। এ অরাজক পরিস্থিতির অবসানে ট্রাম্প প্রশাসন সাড়াশি অভিযান চালাচ্ছে-এটা তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এখন সীমান্ত সুরক্ষিত হওয়ায় কেউই বেআইনি পথে প্রবেশের সাহস দেখাচ্ছে না। সন্ধান পাওয়া শিশুরা অভিভাবকের সাথে মিলিত হওয়ার কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাবে কিনা তা অবশ্য খোলাসা করেননি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মন্ত্রী।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টাস (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ, আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আমেরিকায় যেকোনো নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমেহ Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম পাঁচ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি সহ সরাসরি গ্রীন কাড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানির মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যেকোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যেকোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়াতা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: 143-08 Hillside Avenue,Jamaica, NY 11435, Tel:(212)714-3599, Fax: (718)408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC, 1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd. Dream Apartments, Apt.C2,House 3G, Road 104, Gulshan Circle-2 Dhaka 1212, Tel : 880-2-88 33 711

22 Years of Professional Experience
MICHAEL TAX SERVICE
AUTHORIZED e-file PROVIDER
Quality Service at Reasonable Fee

- Individual Tax Return
- Business Tax Return
- Corporation Setup
- Payroll Tax
- Sales Tax Return
- Accounting Services
- IRS Audit and Queries

Others Services
- Immigration Service
- 6 Hours Defensive Driving Course
- Bankruptcy
- Divorce
- Legal Matters through Attorney

20% Discount on Tax Returns
tax refund
Free Consultation

Contact :
Mr Victor Liaquat Elahi
7124, Roosevelt Ave, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
Cell : 646 726 0212
Office : 914-365-8484
E-mail: michaeltaxs@yahoo.com

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
OFFECE : 718-205-5195, CELL : 347-393-8504
EMAIL: FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

All County Home Care

NYS Licensed Home Care Agency

📞 646-444-2266

আপনার পরিবার, আমাদের অঙ্গীকার

অল কাউন্টি হোম কেয়ার নিউইয়র্কে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও মানসম্মত সেবার একটি সুপরিচিত নাম। হোম কেয়ার, সোশ্যাল অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার, এইচএইচএ (HHA) প্রশিক্ষণ, মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সংক্রান্ত সহায়তাসহ আপনার প্রয়োজনীয় সকল সেবা আমরা এক ছাদের নিচে প্রদান করি।

ঘন্টায় সর্বোচ্চ
$২৪
পর্যন্ত

- ✓ কেয়ারগিভারদের জন্য সাপ্তাহিক বেতন
- ✓ **রোগীদের অধিক সেবা ঘন্টা পাওয়ার জন্য রি-অ্যাসেসমেন্টে সহায়তা**
- ✓ উন্নতমানের অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যসেবা ও বিনোদনের ব্যবস্থা
- ✓ নিউইয়র্কের অন্যতম বৃহৎ ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান

হোম কেয়ার | অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার | HHA প্রশিক্ষণ

মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নয়, সরাসরি একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও
বিশ্বস্ত এজেন্সি থেকে সেবা গ্রহণ করুন।

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং জেনে নিন এমন সব সুযোগ-সুবিধার কথা, যা হয়তো আপনি আগে কখনও জানতেন না।

চোখ খুলুন, সঠিক তথ্য জানুন এবং মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম সেবা নির্বাচন করুন। অল কাউন্টি হোম কেয়ারে আপনি শুধু একজন ক্লায়েন্ট নন-
আপনি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য।

রোগী, HHA ও PCA-দের জন্য বিশেষ সুবিধা

নবান্ন
সুপারমার্কেটে প্রতিদিন
২০% ছাড়

নবান্ন
NABANNO RESTAURANT
রেস্টুরেন্টে প্রতিদিন
১৫% ছাড়
(খাবার, পার্টি ও ক্যাটারিং সেবায়)

যোগাযোগ
📞 718-593-0932

ঠিকানা

জ্যাকসন হাইটস অফিস
72-28 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

জামাইকা অফিস
180-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

শুভেচ্ছান্তে,
মুহাম্মদ এ কাদের ভূঁইয়া (শিশির), সিআইপি.
সত্ত্বাধিকারী

- অল কাউন্টি হোম কেয়ার
- অল কাউন্টি অ্যাডাল্ট ডে কেয়ার
- অল কাউন্টি এইচএইচএ ট্রেনিং স্কুল
- উইকলি বাংলা গেজেট
- নবান্ন রেস্টুরেন্ট (জ্যাকসন হাইটস ও জামাইকা)
- নবান্ন সুপারমার্কেট

CDPAP / PCA / HHA / LHCSA (CDPAP Transition) সব সার্ভিস একই অফিসে

NYS-licensed LHCSA agency offering professional, compassionate care— let us help with your CDPAP transition!

Our expert team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help!

- HHA
- RN
- PCA
- LPN

ALL COUNTY

NYS লাইসেন্সপ্রাপ্ত LHCSA এজেন্সি, CDPAP পরিবর্তনের কারণে বিভ্রান্ত হতে হবে না-আমরা আছি আপনাদের পাশে। সঠিক তথ্য ও সহায়তার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

Ph: 718 593 0932

WE SERVE

• QUEENS • BROOKLYN • BRONX • MANHATTAN • STATEN ISLAND • NASSAU • SUFFOLK

NYS Licensed PCA / HHA Training School

(100% scholarship for job seeker)

- HHA Training
- PCA Training

164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY-11432
www.achcschool.com

All County Home Care Training School Social Adult Day Care

সমস্ত প্রতিষ্ঠান NYS এর সঠিক ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এবং সঠিক Compliance MAINTAINANCE এর জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত

- Home care PCA/PA দের weekly direct deposit এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেমেন্ট করা হয়
- Festival Bonus
- Paid sick leave
- 401k Insurance

631 935 8581

Corporate Office
150 47 Hillside ave,
Jamaica, NY-11432

Long Island Office
1010 Suffolk Ave,
Brentwood

All County Social Adult Day Care

(Department of AGE & OMIG approved adult day care center)

929 365 2594

88-11 179th pl,
Jamaica, NY-11432
www.allcountysadc.com

Our Facilities

নিজস্ব ডে কেয়ার থেকে বিরতিহীন সেবা পাওয়ার সুযোগ।

• Unlimited Food • Fun • Game • Social Activities

We approve by major insurance / MLTC.

নবান্ন রেস্টুরেন্টে চলছে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] এলাকায় অবস্থিত নবান্ন রেস্টুরেন্টের এই ডিসকাউন্টের ঘোষণায় প্রবাসীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আরো উল্লেখ্য, এই রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসায় গত কয়েক সপ্তাহ থেকেই খাবারের মান ও মেন্যুতে উন্নতি ঘটেছে। এমনকি ঝালমুড়ি, চটপটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

'মেসিই সর্বকালের সেরা'

স্পোর্টস ডেস্ক

র কোনো লুকোছাপা নয়, কানা-ঘুষা নয়, নয় কোনো তর্ক-বিতর্ক, লিওনেল মেসিই সর্বকালের সেরা! কথাটি আর কারো নয়, 'দ্য ফেনোমেনন' রোনালদো নাজারিওর। আর্জেন্টাইন জাদুকরের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন এই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি, বিশ্বকেও বললেন মেনে নিতে। উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে মেসির দুর্বার পারফরম্যান্সে আর্জেন্টিনা শুভসূচনা করেছে ৩-০ গোলে জিতে। ম্যাচটিতে হ্যাটট্রিকের আলো ছড়িয়ে, ইতিহাসের অনেক পাতায় ওলট-পালট করে দিয়েছেন মেসি।

৩৯ ছুঁইছুঁই মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে ২০০ ম্যাচ খেলার মাইলফলক ছুঁয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতার চূড়ায় আগে থেকে ছিলেন, এখন গোল ১২০টি। এই বিশ্বকাপ শেষে চূড়ার উচ্চতা আর কতখানি বাড়ে, কে জানে!

রেকর্ডের এত পাতায় আঁচড় ফেলে, আর্জেন্টিনাকে শিরোপা ধরে রাখার যাত্রায় শুভসূচনা এনে দিয়ে, প্রশংসার স্রোতে ভাসছেন মেসি। অথচ, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে দলে যোগ দিয়েছিলেন অস্বস্তি নিয়ে। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বদলি নেমে গোল করেছিলেন বটে, কিন্তু শুরুর ম্যাচে তার খেলা নিয়ে একটু হলেও ছিল অনিশ্চয়তা। তবে মেসি ঠিকই নামলেন, খেললেন এবং যেন এক ফুৎকারে প্রতিপক্ষকেও দিলেন উড়িয়ে!

বয়সকে স্রেফ সংখ্যা বানিয়ে অদম্য ছুটে চলা এই মেসিকে দেখে রোনালদোর মুগ্ধতা যেন ছাপিয়ে গেল সবকিছু। ২০০২ বিশ্বকাপ জয়ী এই স্ট্রাইকার মেসির সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটু-আধটু উস্কে ওঠা বিতর্কের ইতি টেনে দিলেন।

"রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য এবং যে মানুষ এটি ভাঙল, তা বিশ্বেও কোনো ফুটবল সমর্থককেই বিস্মিত করেনি। আর্জেন্টিনা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন, (এবারের আসরেও ফেভারিট)।" "যখনই মেসি মাঠে নামে, তখনই সবকিছু ঐতিহাসিক এবং দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। বিশ্বের এখন সব লুকোছাপা বন্ধ করে মেনে নেওয়া উচিত, সে-ই সর্বকালের সেরা।" আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে মেসির নিজেকে মেলে ধরা রাতটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, মনে করেন এই ব্রাজিলিয়ান গ্রেট। 'সে প্রতিটি মৌসুমে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে এবং বিশ্বকাপেও। তারপরও তাকে (তার শ্রেষ্ঠত্ব) নিয়ে সংশয় রয়ে যাবে। কিন্তু, সে যে রাতটি কাটাল, এটা ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় ও ঐতিহাসিক রাত হিসেবে রয়ে যাবে।"

বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার চূড়ায় ওঠার আগে দ্বিতীয় গোলটি করে মেসি পেছনে ফেলে দেন রোনালদোকে (১৫টি)। ম্যাচ শেষে এ নিয়ে মেসিকেও প্রশ্ন করা হয়। রোনালদোকে নিজের দেখা 'গ্রেট ফুটবলার'-এর মালা পরিয়ে দেন তিনিও। "রোনালদো, আমি যাদের খেলা দেখেছি, সেই গ্রেটদের মধ্যে তিনি একজন। (সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায়) তিনি শীর্ষে নন, তাই এঁা স্রেফ পরিসংখ্যানই।"

এদিকে মেসিদের বিপক্ষে ম্যাচে চেষ্টার কমতি ছিল না আলজেরিয়ার। তবুও ঠেকানো যায়নি, সুযোগই পেলেই জাল খুঁজে নিয়েছেন লিওনেল মেসি। কোটি ভক্তদের হৃদয় তো জিতে নিয়েছেন আগেই, প্রতিপক্ষের বন্দনাও শুনেছেন অনেক। সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন আইস্‌সা মান্দি। আলজেরিয়ার এই ডিফেন্ডার বলেছেন, মেসি সম্ভবত সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়।

বিশ্বকাপে ফেরার ম্যাচে মেসির জাদুকরী হ্যাটট্রিকে ৩-০ গোলে হেরেছে আলজেরিয়া।

তারা জানতেন এই ম্যাচে মূল হুমকি কে, সেভাবে প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও থামাতে পারেননি ফুটবল জাদুকরকে। ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় মান্দি মেনে নিলেন আর্জেন্টাইন মহানায়কের শ্রেষ্ঠত্ব।

"তিনি এমন একজন খেলোয়াড়, সম্ভবত সর্বকালের সেরা- তাই তার কার্যকারিতা তেমন এবং এটা ভয়ঙ্কর। আমরা এটা জানতাম, আমরা তাকে যতটা সম্ভব থামিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সেটা কাজে আসেনি।"

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস সিটিতে ম্যাচের সপ্তদশ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে দলকে এগিয়ে দেন মেসি। ৬০তম মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলকিপার লুকা জিদানের উপহার লুফে নিয়ে তিনি ব্যবধান বাড়ান। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক। এই চিত্র যা বলছে, সেটাই উঠে এসেছে মান্দির কথায়।

"ম্যাচে যেটা পার্থক্য গড়ে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে তাদের একজন খেলোয়াড় আছে যে ক্ষমা করে না। প্রায় প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেছে।" উল্লেখ্য আগামী সোমবার নিজেদের পরের ম্যাচে জর্ডানের বিপক্ষে খেলবে আলজেরিয়া।

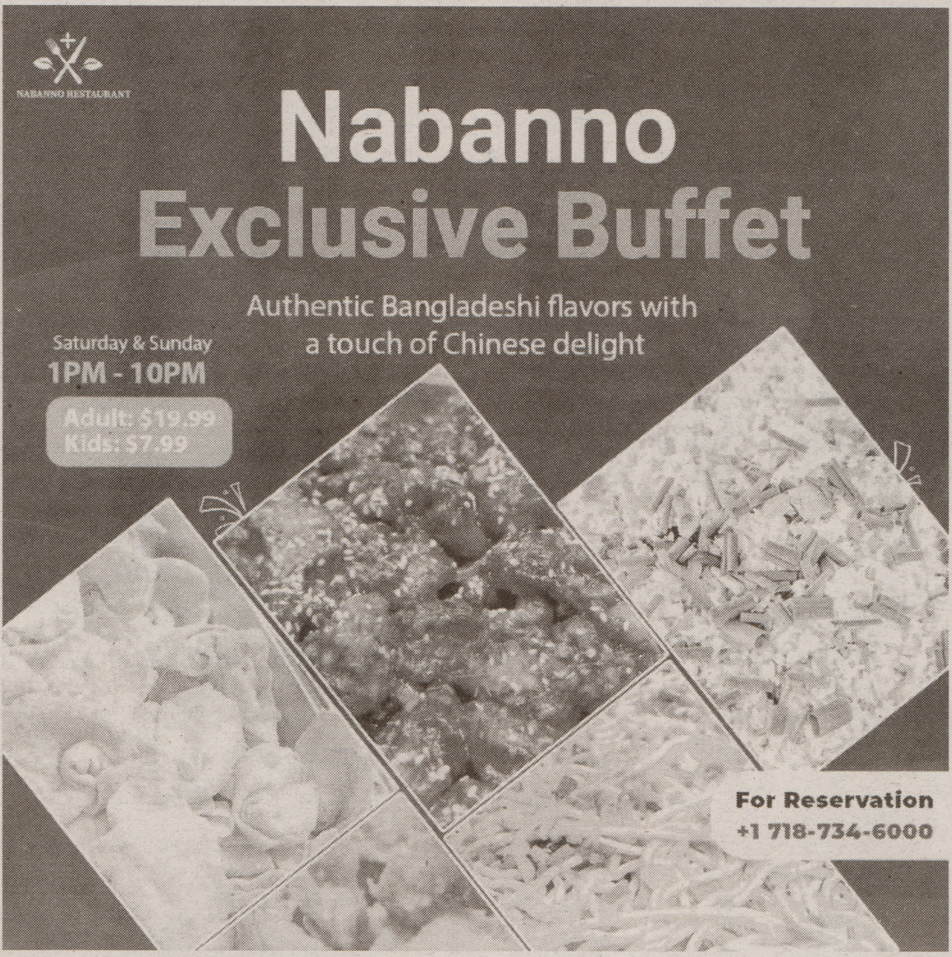

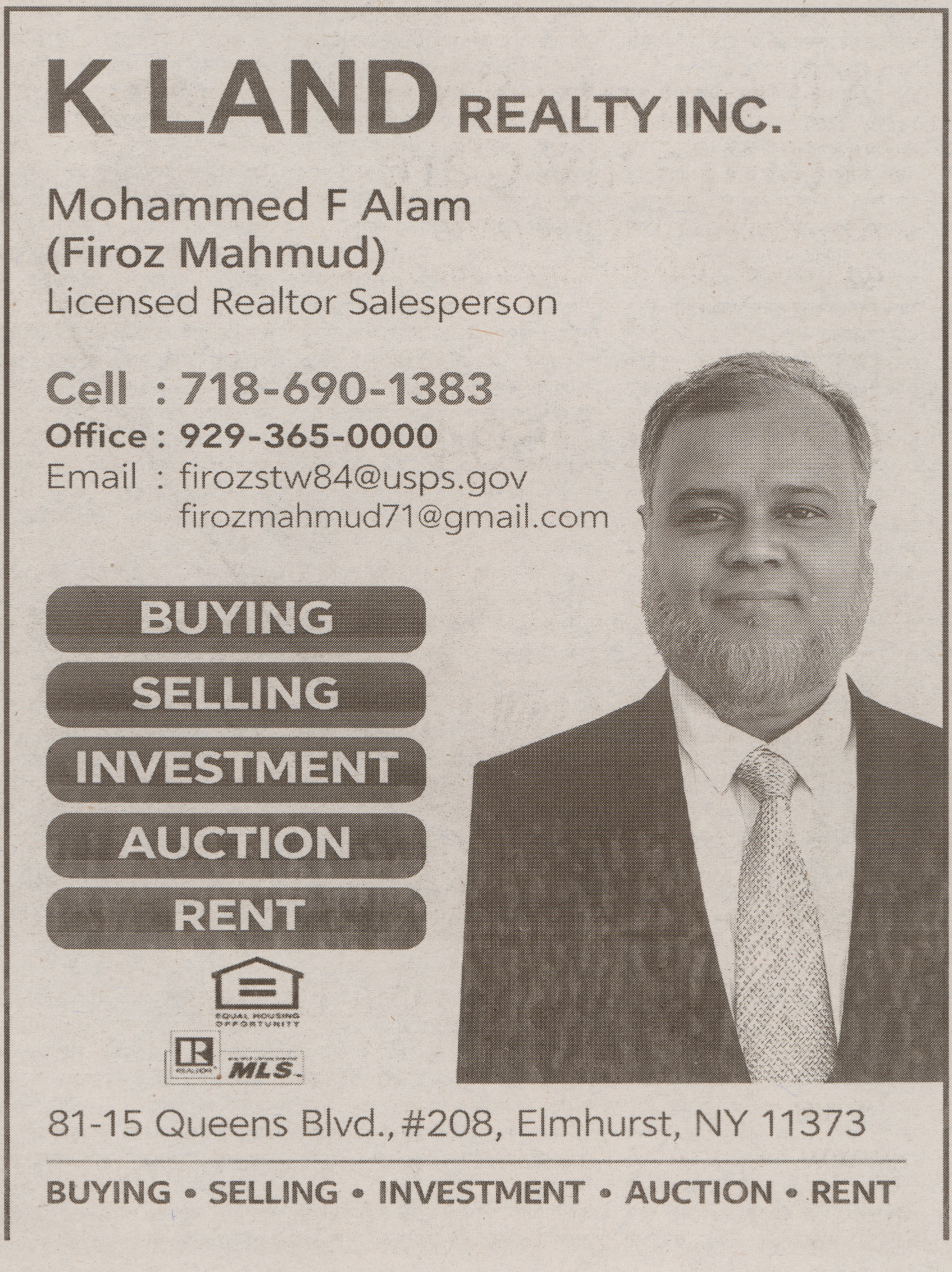

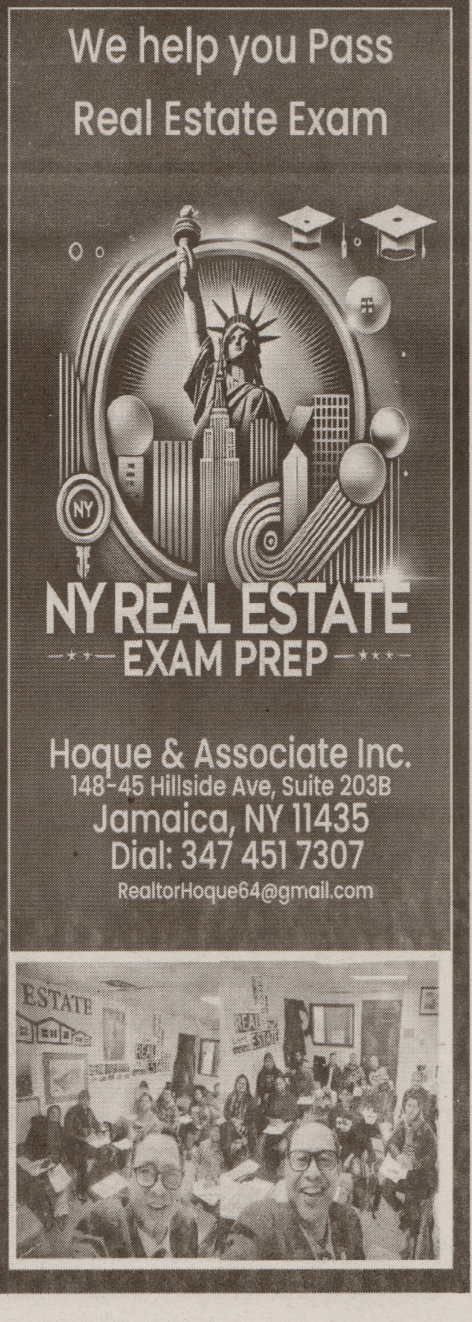

দুঃসংবাদ অভিবাসীদের জন্য

গুরুতর অপরাধী কাগজপত্রহীন অভিবাসী তাড়ানোর অঙ্গিকারে ভোট যুদ্ধে জয়ী হওয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের দিন অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে এ যাবৎ ৫ লাখের অধিক অভিবাসীকে আটক করেন। এর মধ্যে অভিবাসনের আইন লঙ্ঘন ছাড়া অন্য কোনো ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিলেন না ৭০% এর মত। এমনকি এসাইলামের আবেদন পেন্ডিং রয়েছে এমন অসংখ্য অভিবাসীদেরও গ্রেফতারের অভিযোগ রয়েছে আইসের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় কমিউনিটিতে সন্ত্রস্ত অবস্থা তৈরী হয়েছে। সেই পরিস্থিতিকে আরো ভয়ংকর রূপ দিতে সম্প্রতি কংগ্রেসে ৭০ বিলিয়ন ডলার মঞ্জুরের একটি বিল পাস হয়েছে। অর্থাৎ আইসের তৎপরতা আরো ব্যাপক করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিপ্রায় এখন আর অপূর্ণ থাকবে না। এর চেয়ে বড় ধরনের দুঃসংবাদ আর কিছুই নেই অভিবাসী কমিউনিটির জন্য। স্মরণ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ে ধর-পাকড়ের কারণে অনেকেই আত্মগোপনে গেছেন। কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার বেড়েছে উদ্বেগজনকভাবে। কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিক্রি একেবারেই কমেছে। রেস্টুরেন্টগুলোর অবস্থা নাজুক। টিকে থাকার লক্ষ্যে খাবারের মূল্য অবিশ্বাস্যরকমভাবে হ্রাস করেও কাস্টমার পাচ্ছেন না প্রত্যাশা অনুযায়ী। একইঅবস্থা গ্রোসারিগুলোতেও।

স্মরণ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ে ধর-পাকড়ের কারণে অনেকেই আত্মগোপনে গেছেন। কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার বেড়েছে উদ্বেগজনকভাবে। কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে বিক্রি একেবারেই কমেছে। রেস্টুরেন্টগুলোর অবস্থা নাজুক। টিকে থাকার লক্ষ্যে খাবারের মূল্য অবিশ্বাস্যরকমভাবে হ্রাস করেও কাস্টমার পাচ্ছেন না প্রত্যাশা অনুযায়ী। একইঅবস্থা গ্রোসারিগুলোতেও।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ রকম নির্বিচার ধর-পাকড়ের বিরুদ্ধে ডেমোক্র্যাটরা সরব থাকলেও সত্যিকারের কোনো ফল দেখা যাচ্ছে না। তাই ন্যাচরালাইজড সিটিজেনদের প্রতি আহবান উচ্চারিত হচ্ছে নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের ব্যাপক বিজয় প্রদানের জন্যে। হাউস এবং সিনেটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে ট্রাম্পের অ-আমেরিকান সকল পদক্ষেপ রুখে দেয়া সম্ভব হবে বলে যুক্তি দেখাচ্ছেন ডেমোক্র্যাটরা। অন্যথায় নির্বাচনি অঙ্গিকার অনুযায়ী বার্ষিক ১০ লাখ কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে গ্রেফতারের পর বহিষ্কারের টার্গেট পূরণের পথে ধাবিত হবে ট্রাম্প প্রশাসন।

Editorial Board Chairman : Muhammad Kader
Editor : Lovlu Ansar
Managing Editor : Manwar Hossain
Asst. Editor : Md Abul Kashem
Publisher : Sifa Amin
e-mail: bgazetteny@gmail.com
news@weeklybanglagazette.com
ad@weeklybanglagazette.com
Telephone : 917-834-0238/347-623-7137
/347-230-3578

আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২৩ জুন

ঐক্যবদ্ধ থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আওয়ামী লীগকে স্তব্ধ করে দিতে পারে

সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২৩ জুন মঙ্গলবার। অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরনো ঢাকার বিখ্যাত কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেন থেকে যে দলের যাত্রা শুরু হয়েছিল সই ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলটি ৭৬ পেরিয়ে ৭৭ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি চক্রান্তের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো একটি বৈরী পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করবে নিষিদ্ধ ঘোষিত দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও উপমহাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলটি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ২০২৫ সালের ১২ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ, সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতীম সব সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের পাতানো নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সেই বিতর্কিত অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। অর্থাৎ যে দলটি স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি সময় (৭ বার) রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল সেই দলটিকে এক প্রকার গায়ের জোরে প্রায় দুই বছর ধরে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের ইতিহাস, বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ও সংগ্রামের ইতিহাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ বাঙালি জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন, তার মূলে রয়েছে জনগণের এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব। জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস জনগণ, শক্তির উৎস সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেন থেকে যাত্রা শুরু :

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কেএম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে ছিলেন। তাঁকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ করা হলেও পরবর্তী সময়ে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের অধিকতর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এর নাম 'আওয়ামী লীগ' করা হয়।

সদ্য প্রয়াত আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কিংবদন্তি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২৩ সালের ২৪ জুন ডেইলি স্টার পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি লিখেন, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতারা দলের আত্মপ্রকাশের দিন হিসেবে ইতিহাস থেকে ২৩ জুন তারিখটি বেছে নিয়েছিলেন। কারণ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার লাল সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বঙ্গবন্ধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন, 'এই পাকিস্তান বাঙালিদের জন্য হয় নাই। একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালিদেরই হতে হবে।'

তোফায়েল আহমেদ লিখেন, ১৯৪৭ সালের শেষে বঙ্গবন্ধু সতীর্থ-সহযোদ্ধাদের নিয়ে ১৫০, মোগলটুলিতে 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' সংগঠিত করেন ও ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। একই বছরের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের উদ্যোগে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সফল ধর্মঘটের মাধ্যমে সূচিত হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম সংগঠিত করার কারণে ১৯ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে কারারুদ্ধ ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে শর্ত দেওয়া হয়, যদি তিনি মুচলেকা দিতে সম্মত থাকেন, তবে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বঙ্গবন্ধু অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করেননি। ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের জন্মকালে বঙ্গবন্ধু কারারুদ্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'সকলেই একমত হয়ে নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন; তার নাম দেওয়া হল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ।' মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, জনাব শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং আমাকে করা হল জয়েন্ট সেক্রেটারি। খবরের কাগজে দেখলাম, আমার নামের পাশে লেখা আছে 'নিরাপত্তা বন্দী'।' (পৃষ্ঠা: ১২০-১২১)।

'ছাত্রলীগ' ও 'আওয়ামী লীগ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহান ভাষা আন্দোলন ও

মহান মুক্তিযুদ্ধের বীজ রোপিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিক পথে সংগ্রাম করে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে 'আওয়ামী লীগ', 'বঙ্গবন্ধু', 'মুক্তিযুদ্ধ' ও 'বাংলাদেশ' গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে নামগুলো পরস্পর সমার্থক হয়েছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। আর 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দ দুটি বাদ পড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর থেকে প্রবাসী সরকারের সব কাগজপত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নাম ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৭০ সাল থেকে এই দলের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা। পরবর্তী সময়ে দেশের অন্যতম প্রাচীন এই সংগঠনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এদেশের গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের জন্যই আওয়ামী লীগকে '৭০-এর নির্বাচনে পূর্ব-বাংলার মানুষ তাদের মুক্তির ম্যান্ডেট দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ভূখন্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ, সব আন্দোলন সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশ গঠনে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেছে আওয়ামী লীগ।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশ বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে এসে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। দীর্ঘ আট দশকের অভিযাত্রায় আওয়ামী লীগের ওপর বারবার আঘাত এসেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত দুইবার দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা এবং পরবর্তীতে কারাগারের অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পর আওয়ামী লীগ বলতে গেলে এক প্রকার নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছিল।

স্বাধীনতা বিরোধী খুনীচক্র ভেবেছিল আওয়ামী লীগ আর কখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না এবং ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কিন্তু তাদের সেই ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে মাত্র পাঁচ বছরেই বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দল আবারও সুসংগঠিত হয়ে ঠিকই ঘুরে দাঁড়ায় এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটায়। দীর্ঘ ২১ বছরের সংগ্রাম ও লড়াইয়ের পর ১৯৯৬ সালে ১২ জুনের নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আবারও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলটি। তারপরের ইতিহাস তো দেশ ও বিশ্ববাসী দেখেছেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পর জনগনের সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা তিনটি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে দেশ পরিচালনা করে দেশকে পৃথিবীর বুকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু দেশি-বিদেশি যড়যন্ত্র অর্থাৎ মেটিকুলাস ডিজাইনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম এক বিতর্কিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করে। তারই ধারাবাহিকতায় তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সেই অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তরিত করে যাতে করে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় দলটি আর রাজনীতি করার সুযোগ না পায়।

বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবিচ্ছেদ্য ও একই সূত্রে গাঁথা এবং একে অপরের পরিপূরক। আওয়ামী লীগের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ শুধু একটা রাজনৈতিক দল নয়। হাজারও শহীদের রক্ত, জাতির পিতার রক্ত, জাতীয় চার নেতার রক্ত, হাজার হাজার নেতাকর্মীর আত্মত্যাগ সব মিলিয়েই আওয়ামী লীগ।

এই আওয়ামী লীগ শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, এটা অনুভূতি। এই হাজারও বন্ধুর রক্ত, চার নেতার রক্ত, ভাষা আন্দোলনের রক্ত-সেই অনুভূতি। এই অনুভূতিতে সৃষ্টি হয়েছে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, কিন্তু আওয়ামী লীগকে নিঃশেষ করতে পারেনি এবং কোনোদিনই পারবে না। কারণ আওয়ামী লীগ অজেয় রাজনৈতিক সংগঠন। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই; এই আওয়ামী লীগকে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

আওয়ামী লীগ কোনো ভূঁইফোড় রাজনৈতিক দল নয় এবং ক্যান্টনমেন্টেও এই দলের জন্ম হয়নি। এই দলের প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে সংগ্রামী ইতিহাস এবং এই সেই দল যারা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ হচ্ছে কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমেদের মতো নেতাদের হাতে গড়া দল এবং এই দলের শিকড় দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় বিস্তৃত রয়েছে।

যে দলটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করে এবং যে দলে রয়েছে কোটি কোটি ত্যাগী নেতা-কর্মী, সেই দলকে কোনো আইন দিয়ে নিষিদ্ধ করা যায় না এবং সম্ভবও নয়। আওয়ামী লীগ হচ্ছে সেই ফিনিক্স পাখি, যার ছাই থেকেও পুনর্জন্ম নেয়ার ইতিহাস রয়েছে।

আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দলের কোটি কোটি ত্যাগী নেতা-কর্মী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, দল যে কঠিন সময় পার করছে তা অচিরেই দূর হবে এবং এই আঁধার কেটে গিয়ে অতীতের মতো আবারও ঘুরে দাঁড়াবে। তারা বলেন, দলের ওপর অন্যায়ভাবে এবং গায়ের জোরে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা শীঘ্রই প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করা হবে। জনগণের ভালোবাসা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আবারও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরে আসবে।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতিকে উৎসাহিত করা এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও শক্তিশালী হবে এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটিও প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আওয়ামী লীগের একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। অন্যথায়, ভবিষ্যতে তারা দেশের প্রধান বিরোধী বা বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবেও নিজেদের অবস্থান হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার বর্তমান বিএনপি সরকারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে বরেণ্য অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রেহমান সোবহান বলেছিলেন, দেশের দ্বিদলীয় রাজনীতির দুটি স্তম্ভের একটি আওয়ামী লীগ। প্রায় আট দশকের ইতিহাস ধারণ করা রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তাদের উল্লেখযোগ্য ভোটব্যাংক রয়েছে। নিষিদ্ধ করলেই রাজনীতি থেকে আওয়ামী শক্তি হঠাৎ করে বিলীন হয়ে যাবে-এমনটি ভাবার সুযোগ নেই। বিষয়টির সুরাহা সরকারকেই করতে হবে। আর সেটি করতে ব্যর্থ হলে আমাদের 'সংস্কারকৃত' রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের কর্মসূচী : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগ এবং নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখবেন।

উজান স্রোতের যাত্রী

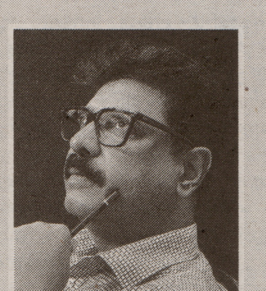

মামুন আশরাফী

(সুপ্রিয় পাঠক, আমার লেখা নিবন্ধ “উজান স্রোতের যাত্রী” শিরোনামের কলাম বাংলাদেশের “দৈনিক ভোরের কাগজ” পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এখন থেকে একই শিরোনামে আমার কলামটি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত “সাপ্তাহিক বাংলা গেজেট” পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হবে)

ভূমিকা: দেশের সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ; কিংবা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এ রকম কথা শুনতে আমাদের অর্থাৎ আমজনতার খুবই ভালো লাগে; আমরা ভালোলাগায় বারবার আপ্লুত হই; কিন্তু আমরা জনগণ কি সত্যিই সকল ক্ষমতার উৎস কিংবা সকল ক্ষমতার মালিক?

এই প্রশ্নটি আমাকে খুবই ভাবায়। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেবলই শাসক তথা ধনিক শ্রেণীর দখলে; দরিদ্র কিংবা গরীব শ্রেণীর মানুষের সেখানে সত্যিকার অর্থে কোনো অংশীদারত্বই নেই।

অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল ধনী দরিদ্র সকলের অংশগ্রহণে এদেশটি একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে; কৃষি তথা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে; শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাবো; দেশে কোনো বেকারত্ব থাকবে না; বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করবে না কোনো মানুষ; কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না; অভুক্ত থাকবে না কোনো মানুষ; আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি পরিচিত হবে সারাবিশ্বে; নদী মাতৃক পলিমাটির এই দেশ আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় একটি বহু ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আসলে কথাতো অনেকই থাকে। স্বপ্নও হয়তো থাকে অনেক। কিন্তু সেই কথাকে কাজে পরিণত করতে কিংবা স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে যাচাই তাহলো কাজ। সেই কাজ এগিয়ে নিতে প্রয়োজন দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব।

এখন এই প্রশ্ন করার সময় এসেছে যে আমরা কিসের কম দূরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছি? আমরা এ পর্যন্ত আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশের কতটা উন্নয়ন করতে পেরেছি?

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি যখন পুনঃনির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছিল তখনই দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্য দিয়ে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এক হৃদয় বিদারক হত্যাকান্ড ঘটানো হয়, যে ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তৎকালীন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রধান ও বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে থাকা পরিবারের অন্য সকল সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা ও এই বাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে অবস্থান করায় ভাগ্যক্রমে তাঁরা বেঁচে যান।

তারপর অঘোষিতভাবে দেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন খন্দকার মোশতাক যিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করেন। তবে তিনি মাত্র ৮৩ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন।

তারপর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ১৯৭৫এর ৬ নভেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন, যার কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। এবার ১৯৭৭ সালে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে সরিয়ে দৃশ্যমঞ্চে সামনে আসেন মেজর

জনগণের আকাংখা বনাম বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা

৩৭ পর্ব-১

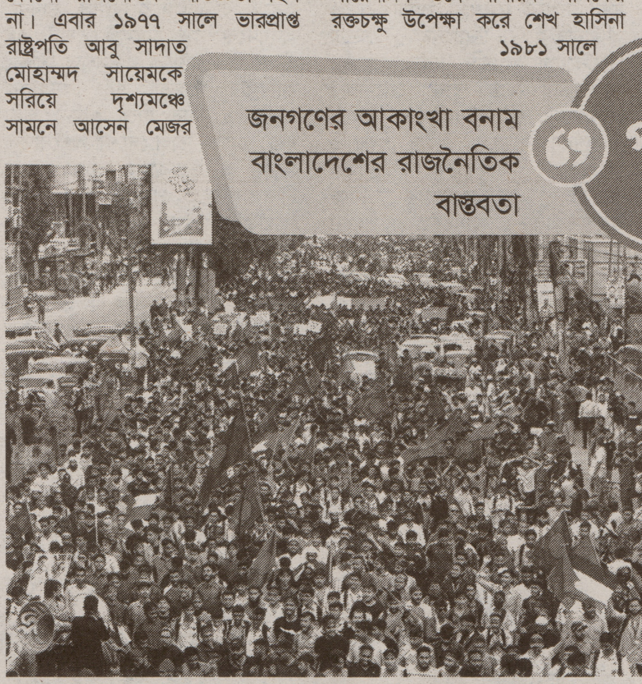

জেনারেল জিয়াউর রহমান; যিনি ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধাএবং যুদ্ধকালীন সেক্টর কমান্ডার। বলা বাহুল্য, জেনারেল জিয়ারও কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি গঠন করেন। ১৯৭৯ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিতর্কিত ইনডেমনিটি অ্যাক্ট-১৯৭৯ পাস করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

তৎকালীন উদ্ভূত রাজনৈতিক বাস্তবতায় অলিখিত নিষেধাজ্ঞার কারণে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা দীর্ঘ ৬ বছর দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। তবে সামরিক শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে বলা উচিৎ যে, শেখ হাসিনারও পূর্বে কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না তবে তিনি ছিলেন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান।

কিন্তু কয়েক বছর পর ১৯৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখ গভীর রাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নৃশংসভাবে ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। ফলতঃ আবারও দেশের রাজনীতিতে এবং শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। তবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে মরহুম জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

তখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং ১৯৮১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তারপর ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন আরেকজন সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, যিনি সামরিক শাসক ও একনায়ক হিসেবে সর্বাধিক কাল বাংলাদেশ শাসন করেন।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া এই সামরিক শাসকদ্বয়ের কেউই রাজনৈতিক কর্মী অথবা নেতা ছিলেন না। অর্থাৎ তারা কেউ রাজনীতির মাঠ থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন না; ছিলেন রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা; যার ফলে জনগণের সাথে তাদের কোনো ধরনের রাজনৈতিক সংযোগ ছিল না।

তারা ক্ষমতা দখল করেই অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং ধীরে ধীরে যখন নিজেকে মোটামুটি নিরাপদ করে তোলার মতো রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম হন তখন এই আইন তুলে নেন।

এখানে বলে রাখা উচিৎ যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ উভয়েই ক্ষমতায় এসে তাদের শাসনকালকে বৈধতা দেওয়ার জন্য হাঁ-না ভোটের আয়োজন করেছিলেন। তারা উভয়ে একই স্টাইলে বাংলাদেশের কিছু চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তি এবং কিছু মুক্তিযোদ্ধা ও ধর্মীয় মতাদর্শে দীক্ষিত কিছু ব্যক্তি এবং অপরাপর রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। অতঃপর একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আসনে আসীন হন। যদিও সে সব নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিনা সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ এবং এই নিবন্ধে এটি আলোচ্য বিষয় নয়।

মূলত: সামরিক শাসকদের ক্ষমতায় আসা এবং দেশ শাসন করার প্যাটার্ন বিশ্বব্যাপী প্রায় একই রকম। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরশাসনের সমাপ্তি ঘটে এক স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালে। এর মাধ্যমে দেশে সামরিক অভ্যত্থান-প্রতি-অভ্যুত্থান এবং এ জাতীয় নাটকীয় ঘটনার আপাতঃ যবনিকাপাত ঘটে। আর তারপর রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যমতের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো গঠিত হয় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং প্রকৃত অর্থে একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে নির্বাচিত হয় এবং সরকার গঠন করে এবং দেশ এজটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। (চলবে) নিউইয়র্ক /১৩ জুন, ২০২৬।

(**লেখক :** কবি, রাষ্ট্রচিন্তক ও পর্যটন বিশেষজ্ঞ)

বাংলা মায়ের কথা

এম আবুল কাসেম

গত শতকের চল্লিশের দশক। এ সময় সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশরা এই দুই যুদ্ধে বীর বিক্রমে লড়াই করেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তাদের পক্ষে বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করা এবং ভারতের মতো একটি উপনিবেশের খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া তখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সারা ভারতে টালমাটাল অবস্থা দাঁড়ায়। ব্রিটিশরা বুঝে যান ভারতে তাদের দিন শেষ। তাই তারা ভারত ত্যাগে রাজি হন। এরই ধারাবাহিকতায় আসে ঐতিহাসিক ১৯৪৭ সাল। এ সময় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতের কলকাতা নগরীর তখন রমরমা অবস্থা। কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু সেখানে। পূর্ব বাংলায় কলকারখানা তেমন ছিল না। পূর্ব বাংলার লোকজন কলকাতা গিয়ে তখন চাকরি করত। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম ভীষণ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় কত নিরীহ-নিরপরাধ লোক যে মারা যায় তার কোনো হিসাব নেই। ওই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র ছিলেন। থাকেন তার প্রিয় বেকার হোস্টেলে। তিনি তার দলবলসহ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। আজকের ছেলে-মেয়েদের সে সব জানা দরকার। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি পড়লেই তা জানা যাবে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সেই ঢেউ নোয়াখালীতেও এসে লাগে। মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তখন নোয়াখালী সফর করেন। তিনি নোয়াখালীতে ক্যাম্প করে চার মাস কাটান। আজও নোয়াখালী জেলার জয়াগে ‘গান্ধীআশ্রম’ তার অমর স্মৃতি বহন করে চলেছে। তারপর বাংলা ভাগ হয়। এই ভাগ বাংলাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। মানুষের বসতবাড়ির ওপর দিয়ে স্থলসীমা চলে যায়। কারও শোবার ঘর পড়ে পাকিস্তানে আবার রসুই ঘর পড়ে ভারতে। এপার বাংলার লোক যায় ওপার বাংলায়। আর ওপার বাংলার লোক আসে এপার বাংলায়। মানুষের যে কত কষ্ট হয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না।

ভারত ভাগে বাংলা ও পাঞ্জাবের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবকে কেটে দুই টুকরা করা হয়। বাঙালি ও পাঞ্জাবিরা হঠাৎ একদিন দেখে তারা সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন দেশের নাগরিক। তবে বাঙালিরা ভৌগোলিকভাবে ভাগ হলেও মানসিকভাবে তারা এখনো এক। তাদের চেহারা-সুরত ও ভাষা এক। তাদের টুপি-দাড়ি-লুঙ্গি এবং তিলক-টিকি-ধুতি দিয়ে পৃথক করা যাবে না। শক্ত কাঁটাতারের বেড়া তাদের পৃথক করতে পারেনি। দেয়াল দিয়ে তাদের মনকে আড়াল করা যাবে না। তারা এক অভিন্ন দেহের দুই পাশ। দুই বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি একই সূত্রে গাঁথা। আমাদের গ্রামের হরি, কৃষ্ণ, যোগেন ওপার বাংলায় গিয়েছে সত্যি, কিন্তু এখনো তারা এপার বাংলার লোকজনকে চিঠি লেখে। মনের টান না থাকলে এটা কখনো হতো না। তারা তাদের প্রতিবেশীকে লেখে-ফিরতি চিঠিতে খামের ভেতর গ্রামেরএক চিমটে মাটি দিও। বড় স্বাদ জাগে একে স্পর্শ করতে। তাদের কথা শুনে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মাটির টান কার না আছে? সবার মতো তাদেরও আছে। তাইতো ভিটে মাটির জন্য তাদের এত আকুতি আর ব্যাকুলতা।

মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য বাঙালিরা অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করে। পাকিস্তান কায়েম হলো। কিন্তু পাকিস্তান কায়েমের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালিরা বোঝে, তাদের সঙ্গে আর থাকা যাবে না। তার কারণ বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালি পাকিস্তানিদের বিমাতাসুলভ আচরণ। ১৯৪৮ সালে লাট বাহাদুর মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উত্তেজিত ছাত্ররা ‘না না না’ বলে তার প্রতিবাদ করে। শুরু হয় বাংলা ভাষা আন্দোলন। মায়ের ভাষার জন্য ছাত্ররা গুলি খায়। অকাতরে রক্ত দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারসহ অনেক ছাত্র-যুবক শহিদ হয়। শেষে বাংলা রাষ্ট্র ভাষার

পর্ব–০১

মর্যাদা পায়। এই ভাষা আন্দোলন তুষের আগুনের মতো জ্বলে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

ব্রিটিশ আমলে পূর্ব বাংলার সম্পদ দিয়ে গড়ে উঠে তখনকার ভারতের সবচেয়ে বড় শহর কলকাতা। ভারত ভাগে আমরা সেই কলকাতা হারাই। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর এবার শোষকের হাত বদল হয়। ব্রিটিশের পরিবর্তে মঞ্চে আসে পাকিস্তানি শাসক ও শোষকগোষ্ঠী। তারা বাংলার সম্পদ লুট করে গড়ে তোলে করাচি, পিন্ডি ও ইসলামাবাদ। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বাংলার কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ পাকিস্তান কায়েমের জন্য সংগ্রাম করেছিল, সেই মুসলিম লীগ আস্তে আস্তে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেটা তাদের নীতির দোষে। কারণ মুসলিম লীগ তখন জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদী জমিদার, জোতদার আর ষড়যন্ত্রকারীর দলে পরিণত হয়। তারা তখন কোটারি স্বার্থ রক্ষা করতে শুরু করে।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে সবার আগে একটি নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি হলেন বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালির একজন দরদি নেতা ছিলেন। তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ওই ভাষণে তিনি বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানান। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এটাই ছিল সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক দাবি। আর এজন্য তিনি মহান ভাষা আন্দোলনের একজন লড়াকু সৈনিক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের ত্রিপুরার রামরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এটি এখন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। তবে আমৃত্যু তিনি কুমিল্লা শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ওকালতি ছিল তার পেশা আর মানবসেবা ছিল তার নেশা। তিনি কুমিল্লা বারের একজন নাম করা উকিল ছিলেন। আইনজীবী বাবা জগবন্ধু দত্তের হাতেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আইন পেশায় হাতে খড়ি। ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাকে সে সময় কারাবরণও করতে হয়।

বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন এক অসম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিক লোক। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর দুজন কুখ্যাত ক্যাপ্টেন নাসিম মালিক ও আগা বোখারি তাকে তার কুমিল্লার বাস-ভবন থেকে গ্রেফতার করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায়। সাথে তার ছেলে দিলীপ কুমার দত্তকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল ৮৪ বছর। এই বৃদ্ধ বয়সে একজন লোকের স্বাভাবিক চলাফেরা করতেও অসুবিধা হয়। অথচ জানোয়ার পাকবাহিনী এই অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতাকে তাদের অত্যাচার থেকে রেহাই দেয়নি। তাদের মধ্যে দয়ামায়া বা মানবতাবোধ বলতে কিছুই ছিল না। তারা ছিল পাষাণ। তিনি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাদের অমানুষিক নির্যাতনে পঙ্গু হয়ে যান। সেখানে ১৯৭১ সালের ২৪ এপ্রিল এই বয়োবৃদ্ধ দেশপ্রেমিক জননেতা পঙ্গু অবস্থায় মারা যান। বাংলাদেশ সরকার এই বীর বাঙালিকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে যথাযোগ্য সম্মান জানায়। তবে বাংলা ভাষার জন্য তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে একুশে পদকেও ভূষিত করা উচিত ছিল বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

মহান ভাষা আন্দোলনে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ নামে এক অমর গান রচিত হয়। আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী লিখেছিলেন গানটি। বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় রাজনৈতিক কলাম লিখে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন গাফ্ফার চৌধুরী। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। ওই তরুণ বয়সে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আমতলার ছাত্র সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেদিন ঢাকায় পুলিশের নির্বিচার গুলিতে নিহত শহিদদের তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখতে যান। শহিদ রফিকের লাশটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। সেই লাশ দেখে তিনি ভীষণ আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। ওইদিন বাসায় ফিরে তিনি শহিদদের স্মরণে ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/আমি কি ভুলিতে পারি...’ এই কালজয়ী কবিতাটি লেখেন। পরে এটি জনপ্রিয় একুশের গানে রূপান্তরিত হয়। এই গান আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর এক অমর সৃষ্টি। আজ লোকজন একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাত ফেরিতে এই জনপ্রিয় গানটিই গায়। গানটি দেশ-বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এই গান এখন হিন্দি, মালয়, ইংরেজি, ফরাসি, সুইডিশ ও জাপানিসহ মোট ১২টি ভাষায় গাওয়া হয়।

তবে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলি। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে বাংলাদেশের সম্মুখসারির অনেক সংগ্রামী ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতার অমূল্য অবদান ছিল। তাদের অন্যতম ছিলেন সর্বজনাব ভাষাবীর মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, শামসুল হক, অলি আহাদ, তাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল মতিন, মির্জা গোলাম হাফিজ, গাজীউল হক, আজিজ আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আবদুর রহমান চৌধুরি, কাজি গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ আজাদ, জিল্লুর রহমান, কামারুজ্জামান, আবদুল মোমিন ও নঈমউদ্দিন আহমদসহ অনেকে। তাদের অনেকে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রনেতা ও কেউ কেউ দেশের উঠতি যুবনেতা ছিলেন। মহান ভাষা আন্দোলনে তাদের সবার অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা আছে। (চলবে)

শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, একটি ইতিবাচক সূচনা

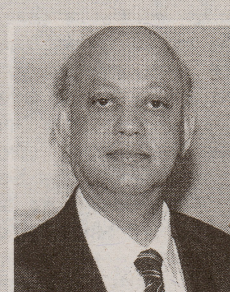

ড. পল্টু দত্ত

গত ১১ জুন ২০২৬ বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দুই দশকের মধ্যে তাদের প্রথম জাতীয় বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেছে। অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ঘোষিত ২০২৬-২৭ অর্থ-বছরের ৯.৩৮ লাখ কোটি টাকার এই বাজেট শুধু একটি আর্থিক পরিকল্পনা নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনাও তুলে ধরেছেন। সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য হলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে একটি বৈষম্যহীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা। বাজেটে অবকাঠামো, শিল্প, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন এক সময়ে এই বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে, যখন বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশ উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বাজেট ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার চাপ এবং সীমিত সম্পদের কারণে কঠিন অর্থনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘাত, বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা, বিশ্ব অর্থনীতির ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে জ্বালানি, খাদ্যশস্য এবং কাঁচামালের বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। বেড়েছে মূল্যস্ফীতি এবং উৎপাদন ব্যয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবিলা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন এক বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার সময়ে বাংলাদেশের নতুন বাজেটকে কেবল একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য যে শিক্ষিত, দক্ষ ও উদ্ভাবনী জনগোষ্ঠী প্রয়োজন, এই বাজেট সেই লক্ষ্য অর্জনের প্রতি সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। নিঃসন্দেহে এই বাজেট দীর্ঘমেয়াদি অগ্রাধিকারের একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে। সেইজন্য সরকারকে আমি সাধুবাদ জানাই।

এই সরকার উপলব্ধি করেছে যে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোনো জাতিকে সফলকরে তুলতে পারে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রকৃত জাতীয় সাফল্যে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন দক্ষ, উদ্ভাবনী ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষায় বিনিয়োগ তাই খুব জরুরি। প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২ শতাংশের সমান। গত অর্থবছরে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৭ হাজার ২০৬ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১.৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে শিক্ষা খাতে বরাদ্দে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যও ঘোষণা করেছে। তা অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। তবে সরকারের ঘোষণায় এটা অন্তত স্পষ্ট যে বর্তমান সরকার অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার পাশাপাশি একটি দক্ষ, উদ্যমী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী।

প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিসংখ্যানগুলো নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। এক অর্থবছরের ব্যবধানে শিক্ষা খাতে প্রায় ৪৯, ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাজেট ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিলেন শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবারের বাজেটকে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে বাজেট বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু বরাদ্দের অঙ্ক দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার সুযোগ নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: এই অতিরিক্ত ব্যয় বাস্তবে কতটা কার্যকর পরিবর্তন আনতে পারবে? নতুন প্রজন্মের জন্য উন্নত শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের সুযোগ কতটা বৃদ্ধি পাবে? একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং আঞ্চলিক বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যয়ের অবস্থান কোথায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একইসঙ্গে আশাব্যঞ্জক এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ। কারণ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার একটি ইতিবাচক বার্তা দিলেও বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশ এখনও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় কম ব্যয়কারী দেশগুলোর মধ্যেই অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাংক ও ইউনেস্কো-সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুযায়ী, ভারতে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় জিডিপির প্রায় ৪.১ শতাংশ, নেপালে ৩.৭ শতাংশ এবং ভুটানে প্রায় ৫.৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষা খাতে গড় ব্যয় প্রায় ২.৯ শতাংশ, যা বাংলাদেশের বর্তমান ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ জিডিপির ২ শতাংশ বা তারও কম শিক্ষা খাতে ব্যয় করে এসেছে। ফলে এবারের বাজেট নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হলেও এটি বাংলাদেশকে আঞ্চলিক তালিকার শীর্ষে নিয়ে যায়নি। বরং বলা যায়, বহু বছর ধরে পিছিয়ে থাকার পর দেশটি এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর মানদন্ডের কাছাকাছি পৌঁছানোর পথে প্রথম দৃশ্যমান পদক্ষেপ নিয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশ আগামী দশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং উদ্ভাবনমুখী অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখেছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাখাতে বিনিয়োগকে শুধু ব্যয় হিসেবে নয়, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সক্ষমতা তৈরির কৌশলগত বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে। তাই এবারের বাজেটকে চূড়ান্ত সাফল্য হিসেবে নয়, বরং একটি দীর্ঘযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে মূল্যায়ন করাই অধিকতর যৌক্তিক। শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ আজ বাংলাদেশের জন্য আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গত তিন দশকে দেশটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে। নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। একইসঙ্গে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং উদ্যোক্তা শ্রেণির সম্প্রসারণ দেশের অর্থনীতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এসব অর্জন বাংলাদেশের

উন্নয়নযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে।

তবে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা অতীতের তুলনায় ভিন্ন। বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উন্নত উৎপাদনব্যবস্থা, জৈব-প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সবুজ প্রযুক্তি ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ফলে শুধু স্বল্প দক্ষ শ্রম নির্ভর অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হবে। বাংলাদেশ যদি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির পথে এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে জ্ঞান, দক্ষতা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন নির্ভর উন্নয়ন মডেলের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আর সেই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শিক্ষা। এই বাস্তবতায় শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ কেবল সামাজিক উন্নয়নের বিষয় নয়। এটি অর্থনৈতিক রূপান্তরের পূর্বশর্ত। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, শিল্পের আধুনিকায়ন কিংবা বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও কার্যকর সংস্কার ছাড়া বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে যাওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় বাংলাদেশের জনমিতিক বাস্তবতার কারণে। দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম বৃহৎ যুব জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। প্রতি বছর লাখ লাখ তরুণ কর্ম বাজারে প্রবেশ করছে, যা একদিকে বিশাল সম্ভাবনা, অন্যদিকে বড় চ্যালেঞ্জ। যদি এই তরুণ জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষা, কারিগরি দক্ষতা এবং আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান দিয়ে গড়ে তোলা যায়, তাহলে তারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তিতে পরিণত হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হলে বেকারত্ব, আংশিক কর্মসংস্থান এবং সামাজিক হতাশার ঝুঁকি বাড়বে। তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে আজকের শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ কতটা দূরদর্শী, কার্যকর এবংঅন্তর্ভুক্তিমূলক হয় তার ওপর।

ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা, প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণা অবকাঠামোতে ব্যয় এখনও কম। এমনকি অপেক্ষাকৃত ছোট অর্থনীতির দেশ নেপালও জিডিপির অনুপাতে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। ইউরোপের কিছু দেশের শিক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ আরও বিস্ময়কর। সুইডেন ও আইসল্যান্ড তাদের জিডিপির প্রায় ৭.৩ শতাংশ, ফিনল্যান্ড ৬.৪ শতাংশ, যুক্তরাজ্য ৫.৯ শতাংশ এবং নরওয়ে ৫.৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। এসব তুলনার উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে ব্যর্থ প্রমাণ করা নয়। বরং সামনে থাকা সম্ভাবনার বিশালতাকে তুলে ধরা। বাংলাদেশ একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা খাতে ব্যয়কে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। ইউনেস্কো দীর্ঘদিন ধরে জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয়ের সুপারিশ করে আসছে। সেই বিবেচনায় বর্তমান ২ শতাংশ এখনও কম হলেও এটি ইতিবাচক অগ্রগতি। অবশ্য বিশ্বের অভিজ্ঞতা বলে, শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর সম্পদ বণ্টনও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেসব দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে ভালো ফল অর্জন করেছে, তারা সাধারণত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যক্রম সংস্কার, গবেষণা এবং শিক্ষাগত অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করেছে। গবেষণা বলছে, এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যয় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সাধারণ বরাদ্দ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি কার্যকর। নেতৃত্বের উন্নয়ন, মানবসম্পদ সংস্কার এবং পাঠ্যক্রম আধুনিকায়নের যে অগ্রাধিকার সরকার নির্ধারণ করেছে, তা বিশ্বের সফল শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশ বর্তমানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি ব্যয় আগামী বছরগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ফলে নীতি নির্ধারকদের সামনে যেমন নতুন প্রবৃদ্ধির পথ তৈরির সুযোগ রয়েছে, তেমনি উদীয়মান অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। শিক্ষার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল অর্থনীতির প্রায় সব খাতে প্রভাব ফেলে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উৎপাদনশীলতা ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি করে, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। একটি দেশের উন্নয়নের মাত্রা এবং মানবসম্পদে বিনিয়োগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সড়ক, সেতু ও বন্দর অর্থনৈতিক কার্যক্রম সহজ করে, কিন্তু সেই অবকাঠামোর সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করে শিক্ষা। অবকাঠামো অঞ্চল ও বাজারকে সংযুক্ত করে, আর শিক্ষা মানুষকে প্রতিযোগিতাহীন অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শক্তি দেয়।

বাংলাদেশ যখন তার উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন শিক্ষাখাতে ব্যয়কে বাজেটের খরচ হিসেবে নয়, বরং দেশের সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা উচিত। শিক্ষাখাতে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। জিডিপির ১.৩৯ শতাংশ থেকে ২ শতাংশে উন্নীত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বড় অগ্রগতি। এটি সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গিকারের পরিচায়ক। তবে অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যয় এখনও অনেক কম। সে কারণে এই বাজেটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে দেখা উচিত, চূড়ান্ত অর্জন হিসেবে নয়। আগামী বছরগুলোতে যদি বাংলাদেশ সত্যিই শিক্ষাখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ ব্যয়ের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ২০২৬ সালের বাজেটকে স্মরণ করবে এমন একটি সিদ্ধান্ত হিসেবে, যা দেশকে শুধু শ্রমশক্তির ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি থেকে জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবননির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথ তৈরি করেছিল।

শেষ পর্যন্ত ২০২৬-২৭ সালের বাজেটের গুরুত্ব কেবল শিক্ষাখাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে না, বরং নির্ভর করবে এই বরাদ্দ বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনে কতটা মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে তার ওপর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যেসব দেশ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়েছে, তারা শুধু অবকাঠামো নির্মাণে নয়, বরং মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সৃজনশীল সক্ষমতা বিকাশে ধারাবাহিকভাবে বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশও আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা নির্ধারিত হবে শুধু শ্রমশক্তির পরিমাণ দিয়ে নয়, বরং সেই শ্রমশক্তির দক্ষতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা দিয়ে। শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং আগামী বছরগুলোতে জিডিপির ৫ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগের লক্ষ্য নির্ধারণ করে সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নকে জাতীয় অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে নিয়ে আসার বার্তা। তবে প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন এই অর্থ উন্নত বিদ্যালয়, গবেষণামুখী বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক কারিগরি শিক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন এবং তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হবে। শুধু বরাদ্দ বৃদ্ধি নয়, বরং সেই বরাদ্দের গুণগত ব্যবহারই নির্ধারণ করবে এই উদ্যোগের প্রকৃত মূল্য।

আজকের বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে জ্ঞান, গবেষণা ও উদ্ভাবনই একটি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই বাস্তবতায় শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কোনো ব্যয় নয়। এটি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির ভিত্তি নির্মাণের একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত। যদি বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে এই অঙ্গীকার ধরে রাখতে পারে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়, তাহলে ২০২৬-২৭ সালের বাজেটকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু একটি বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা হিসেবে নয়, বরং এমন একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে স্মরণ করবে।

লেখক : যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিস্ট

সাদা মহিষ ও বাংলাদেশ

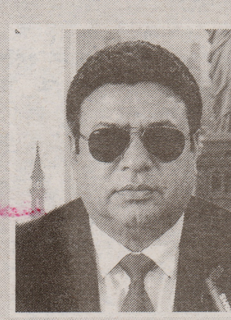

জসীম উদ্দিন

নোবেল বিজয়ী কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করোনি”। আবার বাঙালি তাই প্রমাণ করলো বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়ক ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে একটি পশুর নামকরণ করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে মুসলিম সম্প্রদায়ের উদযাপিত ঈদুল আজহা উপলক্ষে পশু কোরবানির মহোৎসবে প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জে একজন খামারি তার খামারে পালিত আলবিনো সাদা মহিষের নামকরণ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে। এই পশু মানুষের মতো রূপ।

পৃথিবীর সকল মিডিয়া যেমন সিএনএন, আলজাজিরা, বিবিসিসহ সকল নিউজ পোর্টাল নিউজ পেপারের আলোচিত খবর ছিল এই সাদা মহিষ। মুসলিমদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ আল কোরআনে সৃষ্টিকর্তা উল্লেখ করেছেন মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। একজন মানুষের নামে বিশেষ করে একজন সন্মানিত মানুষের নামে পশুর নাম রাখা ইসলাম এবং কোরআন বিরোধী একটি অপরাধ। সেই গর্হিত কাজটিই করেছেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের একজন অশিক্ষিত মুসলিম। ইতিহাস বলে আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে (ষোড়শ শতাব্দী) এই পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রধান পেশা ছিল মাছ ধরা আর মৃৎশিল্প (মাটির বাসন কোসন তৈজসপত্র) তৈরি করা। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। তাই তাদের আদি পেশার হাত ধরে অশিক্ষা এবং অন্ধকার জগত থেকে এখনও বের হতে পারেনি। তা না হলে একজন সন্মানিত মানুষের নামে একটি পশুর নাম রাখতে পারে না। সবচেয়ে আনন্দদায়ক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাৎক্ষণিকভাবে টুইট করেন। ট্রুথ সোশালে লিখে প্রশংসা করেন সাদা মহিষটি অনেক সুন্দর প্রাণী। শক্তিশালী। এবং খামারের মালিককে ধন্যবাদ জানান। জানি আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ মুসলিমদের বিশ্বাস এবং কোরবানির পশুকে নিয়ে কোনো আঘাত সুলভ কথা লিখেননি। একেই বলে সভ্যতা। তাই বাঙালিদেরকে কবি রবি ঠাকুরের সেই উক্তি ‘সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি”।

বাংলাদেশের তারেক রহমান সরকার লজ্জিত হলেন। তৎক্ষণাৎ হোম মিনিস্টার সালাহউদ্দিন বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রেতার কাছ থেকে (ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ থেকে) সাদা মহিষটি কিনে ঢাকা চিড়িয়াখানায় বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে কোরবানির হাত থেকে রক্ষা করেন। ওয়াশিংটনকে একটি সন্মানজনক উপহার দিলেন-একেই বলে ভালোবাসা এবং উদার কুটনৈতিক সম্পর্ক।

বাঙ্গালিদের বলবো পাঁচশ বছরের আগের চিন্তা চেতনা থেকে বের হতে হবে। কোরআন এবং বাইবেল, সকল ধর্মের গ্রন্থ অনুসরণ করতে হবে। একটি পশু ভালোবেসে কোরবানি যেমন মুসলিমদের বিশ্বাস তেমনি একটি পশুর নাম মানুষের নামে রাখা কোনো ধর্মে সমর্থন করে না। আবার বলতে হবে বিশ্বকবি নোবেলজয়ী কবি রবি ঠাকুরের কথা, ব্রিটিশদের কাছে যখন এই পূর্ব বাংলায় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব যায় তখন রবি ঠাকুর তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন “মূর্খের দেশে আবার কিসের বিশ্ববিদ্যালয়, তারাতো ঠিকমত কথা বলতে জানে না”। আজ পূর্ববঙ্গ নেই। আজ একটি উন্নয়নশীল আধুনিক বাংলাদেশ। নিজেদেরকে বিশ্বমানের সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। সন্মানিত ব্যক্তিকে সন্মান দিতে হবে নতুবা কবি রবি ঠাকুরের আত্মা বাঙালিদের তাড়া করবে।

লেখক : গবেষক এবং রাজনীতিবিদ, নিউইয়র্ক।

ডা. জাহেদ উর রহমানের দিল্লি সফরের ব্যবচ্ছেদ

আইনের শাসন, ভূরাজনীতি ও কূটনৈতিক প্রটোকল

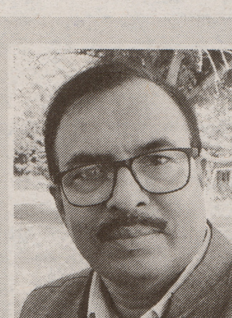

হুমায়ূন কবীর ঢালী

একটি রাষ্ট্রের সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সততা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার মূল শর্ত হলো–আইনের চোখে সবাই সমান। অভিযুক্ত বা নিয়ম লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি যত প্রভাবশালী বা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদধারীই হোক না কেন, দেশের প্রচলিত আইন সর্বদা তার নিজস্ব গতিতে চলবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দক্ষিণ এশীয় সমাজগুলোতে এখনো পদের প্রভাব খাটিয়ে, রাষ্ট্রীয় প্রটোকলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বা নিয়মের ফাঁকফোকর গলে পার পেয়ে যাওয়ার এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক অপরাধ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা সুশাসনের পরিপন্থী।

সম্প্রতি বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক উপদেষ্টা (যিনি প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন) ডা. জাহেদ উর রহমানের দিল্লি সফর এবং আকস্মিক দেশে ফিরে আসা নিয়ে অভ্যন্তরীণ আইন ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক অভূতপূর্ব দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। এই ঘটনার একদিকে রয়েছে তাঁর দ্বারা দেশে সংঘটিত গুরুতর আইনি ও রাষ্ট্রীয় বিধি লঙ্ঘনজনিত অপরাধ, অন্যদিকে রয়েছে দিল্লির বিমানবন্দরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক জটিল সমীকরণ।

এই পুরো ঘটনার সবচেয়ে গুরুতর ও ক্ষমার অযোগ্য দিকটি হলো ডা. জাহেদ উর রহমানের পাসপোর্ট নির্বাচন। অভ্যন্তরীণ আইনি ও প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ডা. জাহেদ উর রহমান একজন কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নিয়ম ও আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে সাধারণ বা ব্যক্তিগত পাসপোর্ট ব্যবহার করে এই বিদেশ সফরটি করতে গিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তিনি প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসেবে কূটনৈতিক পাসপোর্টের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সার্ক স্টিকারযুক্ত সাধারণ সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে এই ভ্রমণে বের হন। আইনি, সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রাষ্ট্র যখন কাউকে কূটনৈতিক পাসপোর্টের মতো উচ্চমর্যাদা ও বিশেষ সুবিধা দেয়, তখন সেই পদের সাথে কিছু কঠোর আইনি বাধ্যবাধকতা ও রাষ্ট্রীয় প্রটোকল মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এটি কোনো ঐচ্ছিক বিষয় বা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রীয় পদে থেকে সাধারণ পাসপোর্ট ব্যবহার করা কেবল একটি 'ভুল' নয়, বরং এটি একটি সুস্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ। কারণ একজন সরকারের নীতিনির্ধারক যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের কূটনৈতিক পরিচয় আড়াল করে সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভ্রমণ করেন, তখন তা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রটোকল ও জবাবদিহিতাকে ফাঁকি দেওয়ার শামিল। একই সাথে, সাধারণ পাসপোর্টে সার্ক স্টিকারের সুবিধা গ্রহণ করে ব্যক্তিগত বা আধা-সরকারি ভ্রমণ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পদের প্রভাব খাটিয়ে বাড়তি সুবিধা নেওয়ার একটি অনৈতিক ও বেআইনি প্রয়াস এখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক এবং আইনগত দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। আজ থেকে তিন দশক আগে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন সরকারের অত্যন্ত প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় নেতা, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের মন্ত্রিত্ব চলে গিয়েছিল ঠিক এই একই অপরাধের দায়ে। তিনি কূটনৈতিক পাসপোর্টের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেটি ব্যবহার না করে সাধারণ পাসপোর্ট নিয়ে সিঙ্গাপুর সফরে যান। বিষয়টি গণমাধ্যমে আসার পর তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, এটি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সফর ছিল, কোনো সরকারি সফর ছিল না। কিন্তু তৎকালীন সরকার প্রধান আইনি ও প্রশাসনিক পর্যালোচনা করে স্পষ্ট রায় দেন যে, একজন কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই এমনকি ব্যক্তিগত সফরেও সাধারণ পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারেন না। আইন ও রাষ্ট্রীয়

নিয়মের এই গুরুতর ব্যত্যয় ও অপরাধের কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে সৈয়দ আবুল হোসেনকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন এবং তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৯৬ সালের সেই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ও পাসপোর্ট আইন লঙ্ঘন করা পদত্যাগের মতো কঠোর শাস্তির যোগ্য অপরাধ। ব্যক্তি ডা. জাহেদ সরকারের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারক হতে পারেন, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের ঊর্ধ্বে নন। আইন সবার জন্য সমান–এই বার্তাটি সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই পাসপোর্ট সংক্রান্ত অপরাধের সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধেও পদত্যাগ বা সমপর্যায়ের দৃষ্টান্তমূলক আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

অভ্যন্তরীণ এই গুরুতর আইনি অপরাধের সমান্তরালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যা ঘটেছে, তা আধুনিক কূটনীতি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ধাক্কা। ১৪ জুন সন্ধ্যায় তিনি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ভারতীয় ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাধারণ স্ক্রিনিংয়ের সময় আটকে দেয়। ভারতীয় গণমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রের বরাতে জানা যায়, একটি সরকারি বৈঠকে (ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন বা ওঙজঅ) অংশ নিতে প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ভারতে পৌঁছানোর পর নিয়মিত ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়ার সময় জাহেদ উর রহমানের নাম নিরাপত্তাসংক্রান্ত একটি বিশেষ নজরদারি তালিকায় শনাক্ত হয়। একদিকে তিনি নিজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার না করে অপরাধ করেছেন, অন্যদিকে সাধারণ পাসপোর্ট থাকার কারণে তিনি ভারতের ইমিগ্রেশনে কোনো বিশেষ কূটনৈতিক ছাড় বা প্রটোকল পাননি। এয়ারপোর্টে নামার পরই ইমিগ্রেশন সিস্টেমে অ্যালার্ট চলে আসায় তাকে ভারতের ইমিগ্রেশন পুলিশ আটকে দেয় এবং দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করে। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে এই উপদেষ্টা নিজেই তাঁর পাসপোর্ট ফেরত চান এবং পরবর্তী ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরার প্রস্তুতি নেন। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের এই অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতার কারণেই শেষ পর্যন্ত সফর বাতিল করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে জানা যায়, বিগত দিনে তাঁর দেওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য এবং সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্টের কারণে তিনি ভারত-বিদ্বেষী একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতের কালো তালিকাভুক্ত (Blacklisted) বা ওয়াচলিস্টে ছিলেন।

এই ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন বাংলাদেশ ও ভারত তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক অত্যন্ত নাজুক ও সংবেদনশীল পৎড়ংংৎড়ধফং বা চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর দুই দেশের সম্পর্ক এখন পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন, ভিসা নীতি, সীমান্তে উত্তেজনা এবং পানি বণ্টন সমস্যা এই সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার সরকারি উপদেষ্টাকে দিল্লির বিমানবন্দরে যেভাবে দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, তা কেবল একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়, বরং এর একটি গভীর প্রতীকী ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। যদিও প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই তাদের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইমিগ্রেশন চেক ও ওয়াচলিস্টের ব্যবহার করার সার্বভৌম অধিকার রয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী, কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থায় আমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে বিশেষ সৌজন্যতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে ডা. জাহেদ নিজে কূটনৈতিক পাসপোর্ট ব্যবহার না করে সাধারণ পাসপোর্ট ব্যবহার করায় ভারতকেও আইনিভাবে 'নিয়মিত সিকিউরিটি প্রসিডিউর' (Standard Security Procedure) অ্যাপ্লাই করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই যে দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা দুই দেশের নীতিনির্ধারকদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান 'পারসেপশন গ্যাপ' বা ধারণাগত দূরত্বকেই নির্দেশ করে। দক্ষিণ এশিয়ার মতো একটি ভূরাজনৈতিক অঞ্চলে, যেখানে সার্ক বা বিমসটেকের মতো আঞ্চলিক জোটগুলো স্থবির হয়ে আছে, সেখানে সদস্য দেশগুলোর সরকারি প্রতিনিধিদের যাতায়াতে এমন জটিলতা আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিবেশকে আরও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ভারত এই অঞ্চলের বৃহত্তম অর্থনীতি ও পরাশক্তি হওয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমমর্যাদার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন ছিল। একই সাথে, বাংলাদেশও ভারতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদার, যার স্থিতিশীলতার ওপর ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নিরাপত্তা ও বাণিজ্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পরিশেষে বলা যায়, ডা. জাহেদ উর রহমানের এই ঘটনাটি দুই দেশের নীতিনির্ধারকদের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কঠোর শিক্ষা রেখে যাচ্ছে। প্রথমত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও আইনের শাসন অক্ষুণ্ন রাখতে হলে এই উপদেষ্টার সাধারণ পাসপোর্ট ব্যবহারের অপরাধটিকে কোনোভাবেই হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। একজন রাষ্ট্রীয় পদধারী ব্যক্তির দ্বারা আইনের এই সুস্পষ্ট লঙ্ঘন সুশাসনের ভিত্তিকে দুর্বল করে; অতএব ১৯৯৬ সালের নজির অনুসরণ করে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রকে যেন কোনো ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়, সেজন্য বিদেশ সফরের পূর্বে কূটনৈতিক প্রটোকল, সঠিক পাসপোর্ট ব্যবহার এবং দ্বিপাক্ষিক ছাড়পত্রের বিষয়গুলো বাধ্যতামূলকভাবে সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। এবং তৃতীয়ত, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় কেবল আনুষ্ঠানিক বৈঠকই যথেষ্ট নয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাসের দেয়াল ভেঙে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমমর্যাদা এবং প্রতিবেশীর সংবেদনশীলতাকে মূল্য দেওয়ার কূটনীতি চর্চা করা এখন সময়ের দাবি।

ALL COUNTY HEALTH CARE
NYS Licensed Home Care Agency
হোম কেয়ার
সকল সার্ভিস একই অফিসে
» LHSCA » Social Adult Day Care » HHA Training
Our Concern's
• All County Medical Training School
• All County Social Adult Day Care
We pay our PCA the highest rate.
আমরা আমাদের PCA-কে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক প্রদান করি।
WE ARE HIRING!
JOIN ALL COUNTY HOME CARE
A trusted health home care agency!
» Home Health Aides (HHA)
» Registered Nurses (RN)
» Licensed Practical Nurses (LPN)
» Great Team Environment
» Flexible Hours
» Competitive Pay
WALK-INS WELCOME!
Visit us or come inside for inquiries.
CALL US 24/7: 646-444-2266
180-20 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
88-11 179th PL, Jamaica, NY-11432
allcountyhealthcaregroup.com

সুদীর্ঘ তিন দশক সুনামের সাথে নিউইয়র্কের
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত নাম

শরাফ সরকার
Licensed Real Estate Broker
& Notary Public
পরিচালনায়:
এস.এস.এন টি রিয়েলটি ইনক
SSNT REALTY INC
অফিস ঠিকানা
87-43, 164 Street
Close to Hill Side Avenue
Jamaica, NY 11432
718-291-8888

দখলের দীর্ঘমেয়াদী দিন

ফকির ইলিয়াস

বর্তমান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিজ সন্তানের নামে দুটি নতুন ইউনিয়নের নামকরণের অভিযোগ উঠেছে। মন্ত্রী বলছেন, তা কাকতালীয়! সীমান্ত ইউনিয়ন এবং দিগন্ত ইউনিয়ন নামে ওই প্রতিমন্ত্রীর নিজ এলাকায় দুটি নতুন ইউনিয়ন হচ্ছে। বংশ পরম্পরায় কেউ নিজ নিজ পরিবারের জন্য অনেক কিছুই করতে পারেন। তবে তা রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নয়। কিন্তু সেটাই ঘটছে আজকের বাংলাদেশে! !

রাজধানীর আদাবরে বিকাশ এজেন্টকে কুপিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় অপরাধীদের ধরতে অভিযানের সময় পুলিশের দুই কর্মকর্তাকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে; এসময় পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের এডিসি ফজলুর রহমান বলছেন, ১৬ জুন মঙ্গলবার বিকালে আসামি ধরতে গিয়ে ঢাকা উদ্যানের কাছে তাদের একটি দল আক্রান্ত হয়। 'আসামিরা পুলিশ দেখে ওসি ও একজন এসআইয়ের ওপর হামলা চালান। এতে তারা আহত হন', বলেছেন তিনি। পুলিশ জানায়, ছিনতাইকারীদের চাপাতির আঘাতে আদাবর থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম এবং এস আই তরুণ আহত হয়েছেন।

ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়েছে রুবেল, কাশেম, আমির ও জয় নামের চারজনকে। তাদের মধ্যে আমির ও রুবেল পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। এর আগে বেলা ১১টার দিকে শেখেরটেক ৭ নম্বর সড়কের মাথায় এক 'বিকাশ' এজেন্টকে কুপিয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকা লুট করে ছিনতাইকারীরা।

মোবাইলে আর্থিক সেবার কোম্পানি 'বিকাশ'-এর এজেন্ট শফিকুল ইসলাম (৩৯) বর্তমানে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) বা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শফিকুলের বরাতে তার বড় ভাই মুসলিম হোসেন বলেন, "দুইজন যুবক আমার ভাইয়ের দোকানে এসে দোকানের ক্যাশে হাত দিয়ে জোর করে টাকা নেওয়ার চেষ্টা করলে ভাই প্রথমে বাধা দেয়। তখন তাকে দিয়ে কুপিয়ে ক্যাশে থাকা সব টাকা নিয়ে যায়।"

আসলে কি হচ্ছে বাংলাদেশে? একটা উলঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এই দেশ। কেউ কিছুই দেখছে না। করছে না। বলছে না। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক তরুণের প্রাণ গেছে; আহত হয়েছেন আরও চারজন। মঙ্গলবার সকালে উপজেলার নিলক্ষা ইউনিয়নের দড়িগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার। নিহত অনিক (২০) দড়িগাঁও পূর্বপাড়া গ্রামের উসমান মেম্বারের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর আধিপত্য বিস্তার কেন্দ্র স্থানীয় জবা মেম্বারের পক্ষের লোকজনের সঙ্গে সংঘর্ষে 'মিস্টার গ্রুপের' সমর্থক মামুন নামের এক প্রবাসী গুলিতে নিহত হয়।

এই ঘটনার পর থেকে হত্যা মামলার আসামি জবা মেম্বার ও সহযোগী আলাল মুন্সিসহ তাদের পক্ষের লোকজন পলাতক আছেন। এরপর থেকে দফায় দফায় ভাড়া করা লোকজন নিয়ে এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল জবা গ্রুপের লোকজন। এ ঘটনার জেরে এদিন ভোরে স্পিডবোটে করে ভাড়া করা অস্ত্রধারীদের নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করেন জবা ও তার সমর্থকরা। এ সময় তারা হামলা চালালে মিস্টার গ্রুপের লোকজন প্রতিহত করতে এগিয়ে যায়। এতে অনিকের মাথায় গুলিবিদ্ধসহ পাঁচজন আহত হন। যে বিষয়টি দেখা যাচ্ছে, তা হলো ওপেন অস্ত্রের মহড়া! এসব অস্ত্র কি তবে চব্বিশের জুলাই তে পুলিশের হাত থেকে, থানা থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র?

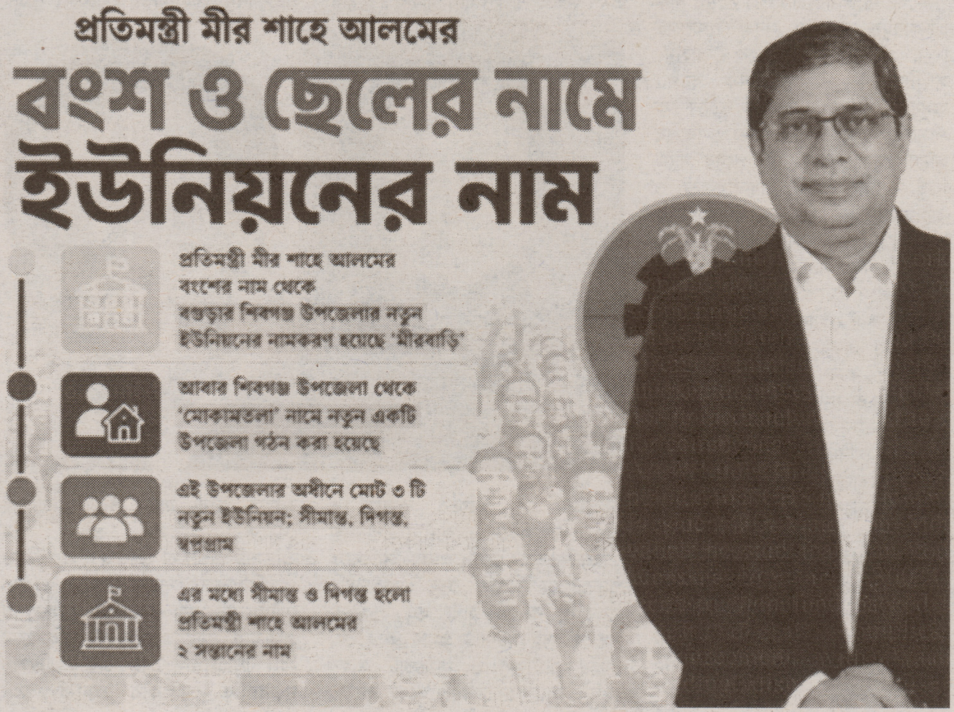

বাংলাদেশে চলছে অবাধ দখলের রাজত্ব! ঢাকার সড়কে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের মামলার বার্তা পাঠিয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া একটি চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তারের কথা বলছে সিআইডি। সংস্থাটি বলছে, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় এআই ক্যামেরার মাধ্যমে মামলার সুযোগে চক্রটি ভুয়া মামলার বার্তা পাঠাচ্ছে। তারা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ওয়েবসাইটের আদলে ওয়েবসাইট বানিয়ে ট্রাফিক জরিমানা আদায়ের নামে ব্যক্তিগত ও ব্যাংকিং তথ্য হাতিয়ে নিত। এরপর সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও আইনি ঝামেলার ভয় দেখিয়ে মোট ৭ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে চক্রটি।

ঢাকার মালিবাগে সিআইডি সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির ডিআইজি সানা শামীনুর রহমান বলেন, উত্তরা পশ্চিম থানার একটি মামলার তদন্তে নেমে সোমবার খুলনার বটিয়াঘাটা থেকে রাব্বিকে, ফেনী সদর এলাকা থেকে রিয়াদকে ও ঢাকার দক্ষিণখান থেকে সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার অভিযোগ সম্পর্কে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভুক্তভোগী তার মোবাইলে বিআরটিএর নামে ট্রাফিক জরিমানা ও মামলা সংক্রান্ত বার্তা পান। সেখানে দেওয়া লিংকে গিয়ে দেখতে পান, তার অফিসের গাড়ির বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিশোধ করলে অর্ধেক দিলেই হবে- এমন কথাও লেখা হয় সেখানে।

কী এক বিষাদ আজ দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে! দেশটি মবের দখলে যাওয়ার পরে আর যেন দাঁড়াতেই পারছে না। একটি অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে বাংলাদেশ! অনুমান করি, বাংলাদেশের কল্যাণ চান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তিনি এক মতবিনিময় সভায় বলেছেন, 'কোনো সাংবাদিককে বিএনপি বা দলের পক্ষ হয়ে কাজ করার দরকার নেই। দেশের জন্য, দেশের উন্নয়নের জন্য, সামগ্রিক গণ মানুষের উন্নয়নের জন্য ফোকাস করতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, দলীয় অবস্থান বা সরকারের তোষামোদ নয়, সত্যকে সত্য হিসেবেই জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা দেশটাকে লন্ডন, সিঙ্গাপুর বানাতে চাই না। কিন্তু গত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে যে অন্যায় হয়েছে, অবিচার হয়েছে সেই আবর্জনা মুক্ত করে ধীরে ধীরে কিছুটা ভালোর পথে এগিয়ে নিতে চাই। কিন্তু সেটার প্রক্রিয়া কি? প্রক্রিয়া কি দখলদারি? প্রক্রিয়া কি মুক্তিযোদ্ধাদের হেনস্তা করা? কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা অফিস ভাঙচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধারা। গত ১৬ জুন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযোগ করেন, থানা থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরত্বে পুরো একটি অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো এবং আসবাবপত্র লুটপাট করার পরও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ঘটনার পাঁচদিন পরও কাউকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মানববন্ধনে বিভিন্ন উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের নেতা কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ জুন রাতে দুর্বৃত্তরা পাকুন্দিয়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়টি গুঁড়িয়ে দেয় এবং আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়। আমরা জানি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তাঁর শাসিত রাষ্ট্রে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিরাপত্তা পাবেন না? এর চেয়ে লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর কী হতে পারে!

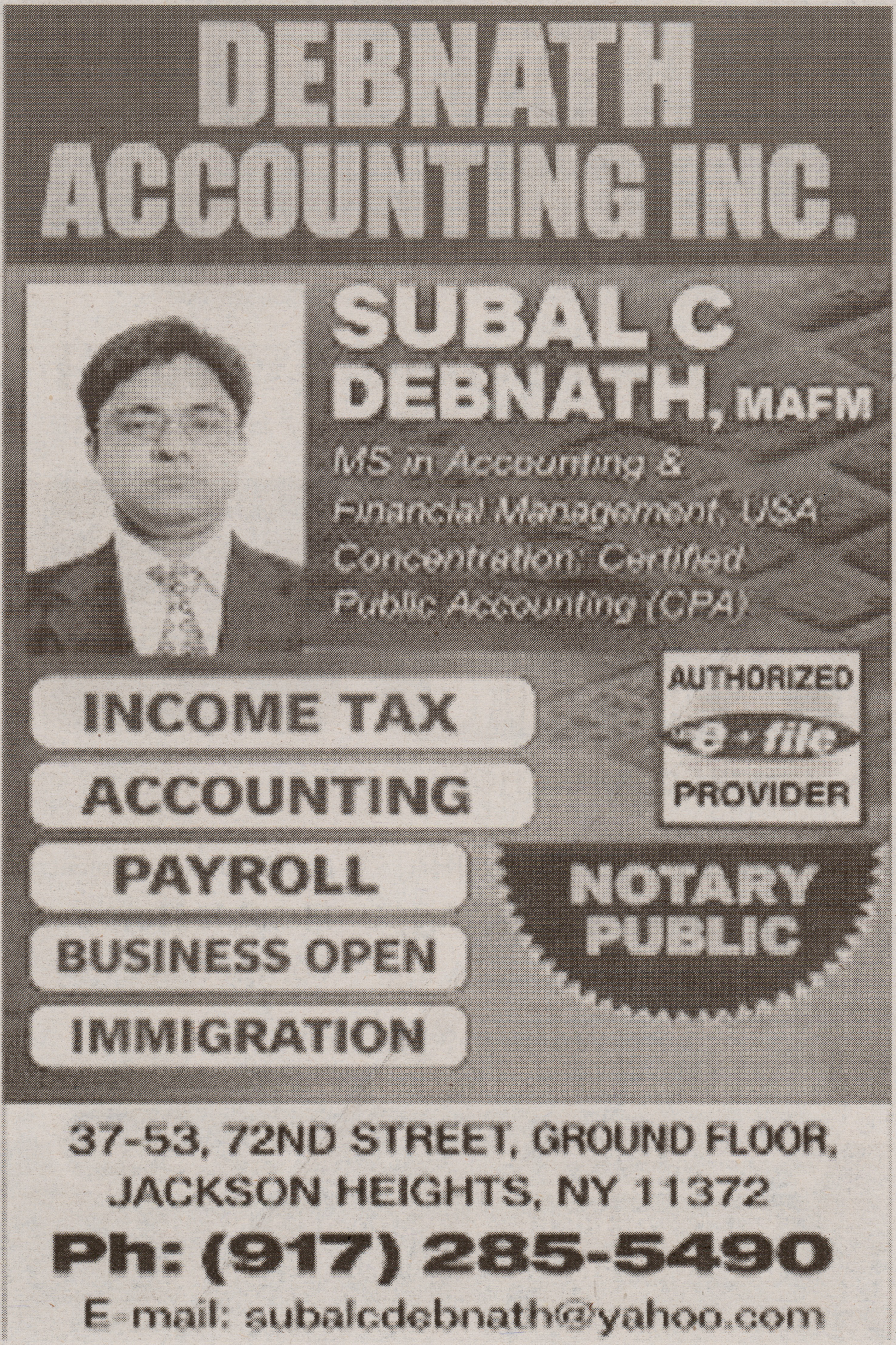

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর] তারা রীতিমতো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। জি-৭ সম্মেলনে ইউরোপীয় নেতাদের আচরণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও নির্ভরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। জার্মানির চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ একটি ফুটবল জার্সি উপহার দিয়েছেন এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তাঁকে ভার্সাই প্রাসাদে রাজকীয় নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটি স্পষ্টতই ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক জোটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের একটি বড় স্বীকৃতি। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডারলেইন এই শান্তি কাঠামোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, মার্কিন কূটনীতি বিশ্বকে একটি বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান যে ১৪টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মত হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বর্তমান যুদ্ধে জড়িত তাদের মিত্ররা এই সমঝোতা স্মারকে সই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেবাননসহ সব ফ্রন্টে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ও স্থায়ী সমাপ্তি ঘোষণা করবে। উভয়পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নেবে না এবং শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের হুমকি থেকে বিরত থাকবে। লেবাননের আঞ্চলিক অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করবে এবং চূড়ান্ত চুক্তিতেও লেবাননসহ সব ফ্রন্টে যুদ্ধের স্থায়ী সমাপ্তি নিশ্চিত করবে।

২. ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে সম্মান দেখাবে এবং পরস্পরের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

৩. ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র সর্বোচ্চ ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আলোচনা চালাবে। পারস্পরিক সম্মতিতে এ সময় বাড়ানো যেতে পারে।

৪. সমঝোতা স্মারক সইয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করবে এবং ইরানের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বাধা বা হস্তক্ষেপ বন্ধ করবে। ৩০ দিনের মধ্যে নৌ অবরোধ পুরোপুরি সমাপ্ত হবে এবং এ সময়ের মধ্যে জাহাজ চলাচল যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। তাছাড়া, চূড়ান্ত চুক্তির ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের আশেপাশের এলাকা থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

৫. ইরান সমঝোতা স্মারক সইয়ের পরই পারস্য উপসাগর থেকে ওমান সাগর পর্যন্ত বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক করার পদক্ষেপ নেবে এবং ৬০ দিনের জন্য কোনো ধরনের টোল নেবে না। বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হবে এবং ইরানকে এই জলপথে প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করা এবং মাইন অপসারণের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

৬. যুক্তরাষ্ট্র ও এর আঞ্চলিক অংশীদাররা ইরানের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়নে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে।

৭. যুক্তরাষ্ট্র চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ইরানের ওপর বর্তমান সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে। এর মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) বোর্ড অব গভর্নরসের প্রস্তাবনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা প্রাথমিক ও গৌণ নিষেধাজ্ঞাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৮. ইরান আবারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছে যে, তারা কখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না। ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সরানো এবং পারমাণবিক কর্মসূচি-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় চূড়ান্ত চুক্তির আওতায় সমাধান করা হবে।

৯. চূড়ান্ত চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত দুই পক্ষই বর্তমান অবস্থা বজায় রাখবে। ইরান তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিতে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না বা ওই অঞ্চলে সামরিক শক্তি বাড়াবে না।

১০. সমঝোতা স্মারক সইয়ের পরপরই এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় ইরানের অপরিশোধিত তেল, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা রপ্তানির অনুমোদন দেবে। ব্যাংকিং, বীমা ও পরিবহন খাতও এর মধ্যে থাকবে।

১১. সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ইরানের জব্দ বা অবরুদ্ধ তহবিল ও সম্পদ মুক্ত করে ব্যবহারের সুযোগ দেবে। ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত যে কোনো সুবিধাভোগীকে এ অর্থ দেওয়া যাবে। এজন্য প্রয়োজনীয় সব অনুমোদন ও লাইসেন্স যুক্তরাষ্ট্র দেবে।

১২. সমঝোতা স্মারকের সফল বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত চুক্তি মেনে চলার বিষয়টি তদারক করার জন্য একটি নির্বাহী কাঠামো গঠন করা হবে।

১৩. সমঝোতা স্মারকে সইয়ের পর এবং এই স্মারকের ৪, ৫, ১০ ও ১১ নম্বর ধারার বাস্তবায়ন শুরুর বাধ্যবাধকতায় সেগুলোর বাস্তবায়ন চলার মধ্যেই উভয় দেশ বাকি ধারাগুলো নিয়ে চূড়ান্ত চুক্তির জন্য আলোচনা শুরু করবে।

১৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন উভয় দেশের মধ্যকার এই চূড়ান্ত চুক্তিটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত করার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের একটি বাধ্যতামূলক প্রস্তাবনার মাধ্যমে অনুমোদিত হবে।

বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে বিশ্লেষকরা বলেছেন, সম্ভাব্য এই সমঝোতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে হরমুজ প্রণালীর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিশ্বের মোট সমুদ্রপথে পরিবাহিত অপরিশোধিত তেলের প্রায় ২০ শতাংশ এই কৌশলগত প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের কারণে তেহরান এই জলপথটি অবরুদ্ধ করে রাখায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির মূল্য চরম অস্থির হয়ে ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর কূটনৈতিক চাপের মুখে ইরান এই প্রণালীটি পুনরায় উন্মুক্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। এই চুক্তি কার্যকর হলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এটি একটি বিশাল অর্থনৈতিক বিজয়, কারণ আন্তর্জাতিক বাজাওে তেলের সরবরাহ বাড়লে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমেরিকায় পেট্রোলের দাম কমে আসবে। এর ফলে আমেরিকান ভোক্তারা সরাসরি লাভবান হবেন এবং মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রা পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর তৎপরতা এবং কূটনৈতিক দক্ষতাই মূলত এই অবরুদ্ধ জলপথকে বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করেছে।

সম্ভাব্য সমঝোতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে ৬০ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা। কূটনৈতিক সূত্রগুলোর ধারণা, এই সময়ে উভয়পক্ষ চুক্তির কারিগরি ও বাস্তবায়ন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করবে, যেখানে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে ওয়াশিংটন।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত বিষয়টি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করতে এবং সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ শেষ করতে বাধ্য থাকবে। পাশাপাশি ইরান আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার পরিদর্শকদের জন্য অবাধ ও বিস্তৃত প্রবেশাধিকার দেবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শর্তই ছিল ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত রাখা। এই সম্ভাব্য চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা কোনো প্রকার ছাড় না দিয়েই নিজেদের এবং আঞ্চলিক মিত্রদের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করেছে। এর বিনিময়ে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির জন্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ইরানের পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কেন্দ্র করে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বড় বিনিয়োগ তহবিলের বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। তবে মার্কিন প্রশাসন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, এই তহবিলে আমেরিকান করদাতাদের এক পয়সাও ব্যয় হবে না। বিভিন্ন মহল থেকে এই অর্থায়ন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তা কঠোরভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ৩০০ বিলিয়ন বা মিলিয়ন ডলার দিচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অতীত প্রশাসনের মতো বর্তমান প্রশাসন কোনো নগদ অর্থ বা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সুবিধা ইরানকে দিচ্ছে না। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সও নিশ্চিত করেছেন যে, 'আমেরিকান অর্থের একটি সেন্টও ইরানে যাচ্ছে না।' মূলত এই ৩০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিলটি হবে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যম। উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বেসরকারি কোম্পানিগুলো এখানে বিনিয়োগ করতে পারে। তবে সেই বিনিয়োগও শর্ত সাপেক্ষে-ইরানকে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেঁধে দেওয়া পারমাণবিক শর্তগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে হবে। এর মাধ্যমে আমেরিকা নিজেদের আর্থিক ক্ষতি না করেই একটি আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এই সম্ভাব্য শান্তি চুক্তির কৌশলগত ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সম্পৃক্ততা এড়ানোর ফলে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয় বিপুল পরিমাণে সাশ্রয় হবে। পেন্টাগনের সরাসরি অনুমান অনুযায়ী, চলমান এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ২৯ বিলিয়ন ডলার সরাসরি সামরিক ব্যয় হয়েছে। যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হলে দীর্ঘমেয়াদে (যার মধ্যে সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত) এই খরচ ১ ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। মার্কিন প্রশাসনের এই চুক্তির ফলে কর দাতাদেও সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, জ্বালানি সংকট ও সামরিক অর্থায়নের কারণে মার্কিন পরিবারগুলোর ওপর যে ১০০বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত বোঝা চেপেছিল, তা এখন দ্রুত প্রশমিত হবে। সাশ্রয়কৃত এই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিখাত এবং নাগরিকদের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। মার্কিন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এটি 'পিস থ্র স্ট্রেংথ' বা 'শক্তির মাধ্যমে শান্তি' নীতির এক অনবদ্য প্রয়োগ যেখানে সামরিক শক্তির ভয় দেখিয়ে কূটনৈতিক সমাধান আদায় করা হয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে বেশি লাভজনক।

অর্থনীতিবিদদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা কমে গেলে বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর এর সুদূর প্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে জ্বালানি আমদানি-নির্ভর দেশগুলো এর সরাসরি সুফল পাবে। তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক হলে উৎপাদন ব্যয় কমবে, পরিবহন খাতে স্বস্তি আসবে এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির লাগাম টানা সম্ভব হবে। শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থনীতি মার্কিন ডলারের মান এবং আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্যই সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

অন্যদিকে উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্যও নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ফিরে এলে মধ্যপ্রাচ্যে অবকাঠামো, জ্বালানি, পরিবহন এবং প্রযুক্তিখাতে নতুন বেসরকারি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন আরও নিরাপদ হবে, যার ফলে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থা আগের মতো স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে। বিশ্ব রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতার এই সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এটি শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তা নয়, বরং বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করেছে যে তারা বিশ্ব নেতৃতের আসনে সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে, এক পয়সাও খরচ না করে এবং মিত্রদের একতাবদ্ধ করে আমেরিকা যেভাবে এই সংকটের সমাধান করেছে, তা আধুনিক বিশ্ব কূটনীতিতে একটি মাস্টারক্লাস হিসেবেই বিবেচিত হবে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি এখন বিশ্ববাসীর নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকলেও এই উদ্যোগ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি 'উইন-উইন' পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

SECI Secure, Fast, Reliable.
Sonali Exchange Co. Inc.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DFAI AL, DBS MI, DBAF GA, DCSR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 108789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

FREE ESTIMATE
Licensed & Fully Insured
Bengal Electric Systems Corp.
আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।
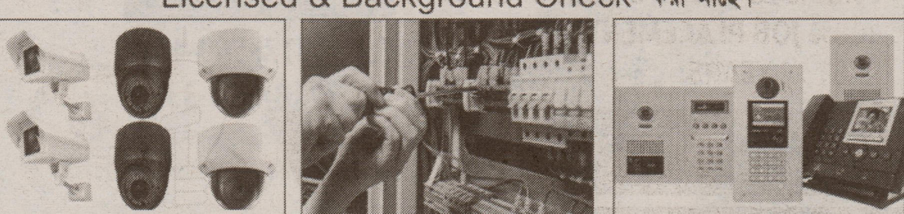
বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্টুরেন্টে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্মোক্ত কাজগুলি করে থাকি
- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM(AUDIO & VIDEO)
- ACCESS CONTROL SYSTEM
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE
212-763-3747 | 929-253-4767
md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলতে হবে?

সেলিনা মোমেন

মানুষ হিসেবে আমরা সবাই ভুল করি। কখনো রাগে, কখনো হতাশায়, কখনো লোভে পড়ে, কখনো ভয় বা অনিশ্চয়তার চাপে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যা সমস্যার সমাধান না করে বরং সম্ভাবনার দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়। তখন মনে হয়, সমস্যাটাকেই নয়, সমস্যার উৎস বলে মনে হওয়া সবকিছুকেই সরিয়ে ফেলতে হবে। যেন মাথাব্যথা হয়েছে, তাই মাথাটাই কেটে ফেললে সব ঝামেলা শেষ!

কিন্তু জীবন আমাদের বারবার শিখিয়েছে যে, স্থায়ী সমাধান কখনো ধ্বংসে নয় বরং বোঝাপড়ায়; শাস্তিতে নয় বরং সংশোধনে; বর্জনে নয় বরং উন্নতিতে।

পরিবারে : একটি শিশু পরীক্ষায় খারাপ ফল করল। অনেক সময় আমরা ফলাফলের দিকে তাকিয়ে হতাশ হই। কারণ খুঁজে বের করা, পড়াশোনার পরিবেশ ঠিক করা বা তাকে উৎসাহ দেওয়ার বদলে ঘোষণা দেওয়া হলো, "মোবাইলই সব নষ্টের মূল! মোবাইল জব্দ!"। কিন্তু একটু গভীরে গেলে হয়তো দেখা যাবে, তার আত্মবিশ্বাস কমে গেছে, হয়তো সে কোনো মানসিক চাপে আছে, কিংবা তার শেখার পদ্ধতিতে পরিবর্তন দরকার। সন্তানকে দোষী না ভেবে তার পাশে বসে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, "কী সমস্যা হচ্ছে?", তাহলে অনেক সময় সমাধানের পথ নিজেই খুলে যায়। কারণ ভালোবাসা মানুষকে বদলাতে পারে, ভয় খুব কমই পারে।

আবার ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য হয়েছে। আলোচনা করে সমাধানের পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন "আর কথা বলবই না!" পরিণতি বা ফলাফল? সমস্যা রয়ে গেল, সম্পর্কটাও শুকিয়ে গেল।

শিক্ষাক্ষেত্রে : কয়েকজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় নকল করেছে। তখন এমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলো যে সৎ শিক্ষার্থীরাও হয়রানির শিকার হলো। এটা অনেকটা মশা মারতে কামান দাগার মতো। শেষে দেখা গেল মশা দুই-একটা মরেছে, কিন্তু ঘরবাড়িও ধ্বংস হয়ে গেছে।

কর্মক্ষেত্রে : অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, একজন কর্মচারী সময়মতো অফিসে আসে না। সমাধান হিসেবে সবার জন্য এমন কঠোর নিয়ম করা হয় যে সময়মতো আসা কর্মীরাও বিরক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ একজনের মাথাব্যথায় পুরো অফিসের মাথা কেটে ফেলা।

একজন কর্মী ভুল করেছেন। ভুল অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি ভুলকে অযোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে দেখলে মানুষ শেখার সুযোগ হারায়। একজন দক্ষ নেতা জানেন, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়। অনেক সময় একটি গঠনমূলক পরামর্শ একটি শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হয়।

মানুষকে বাদ দেওয়া সহজ; মানুষকে গড়ে তোলা কঠিন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দ্বিতীয় পথটিই বেশি ফলপ্রসূ।

সমাজে : সমাজে কিছু মানুষ নিয়ম ভঙ্গ করে, কিছু মানুষ অপব্যবহার করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুরো সমাজটাই খারাপ। কয়েকজনের ভুলের কারণে যদি সবাইকে সন্দেহ করা হয়, তাহলে আস্থার ভিত্তিটাই দুর্বল হয়ে যায়। বরং আমাদের প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা, যেখানে ভালো মানুষগুলো আরও উৎসাহ পাবে এবং ভুল করা মানুষগুলো সংশোধনের সুযোগ পাবে। কারণ একটি সমাজের শক্তি তার শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতায় নয়, তার পুনর্গঠন করার ক্ষমতায়।

রাজনীতিতে : রাজনীতি মূলত মানুষের জন্য, মানুষের বিরুদ্ধে নয়। কোনো ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠানের ভুল থাকতেই পারে। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই ছিল। কিন্তু উন্নত সমাজগুলো ভুলের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধের পথ নয়, সংস্কারের পথ বেছে নিয়েছে। কারণ একটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা সহজ; সেটিকে সৎ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর করে তোলা অনেক কঠিন। কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে সেই কঠিন কাজগুলোর উপরই।

যখন আমরা ভিন্নমতকে শত্রু হিসেবে নয়, আলোচনার অংশীদার হিসেবে দেখতে শিখি, তখন সমাজ আরও শক্তিশালী হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে : আমাদের নিজেদের প্রতিও একই কথা প্রযোজ্য। একটি ব্যর্থতা মানেই আমি ব্যর্থ নই। একটি ভুল সিদ্ধান্ত মানেই আমার জীবনের সব সম্ভাবনা শেষ নয়। অনেক মানুষ জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য অর্জন করেছেন সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার পর। তাই নিজের প্রতি কঠোর বিচারকের বদলে একজন সহানুভূতিশীল শিক্ষক হওয়া অনেক বেশি জরুরি।

শেষ কথা : মাথাব্যথা হলে মাথা কেটে ফেললে ব্যথা অবশ্যই থাকবে না, কিন্তু জীবনও থাকবে না। জীবনের প্রতিটি সমস্যার ভেতরেই সমাধানের একটি বীজ লুকিয়ে থাকে। সেই বীজকে খুঁজে বের করা, পরিচর্যা করা এবং তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই প্রজ্ঞার কাজ। সমস্যা দূর করার সবচেয়ে সুন্দর উপায় সমস্যার কারণকে বোঝা। মানুষকে বাতিল করা নয়, মানুষকে সক্ষম করা। সম্পর্ক ভাঙা নয়, সম্পর্ক মেরামত করা। প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা নয়, প্রতিষ্ঠানকে আরও ভালো করা।

সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলো এসেছে ঘৃণা থেকে নয়, সহমর্মিতা থেকে; ধ্বংস থেকে নয়, পুনর্গঠন থেকে। মাথাব্যথা হলে মাথা কাটা নয়, প্রয়োজন সঠিক রোগনির্ণয়, ধৈর্য এবং সুস্থতার প্রতি বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসই মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়।

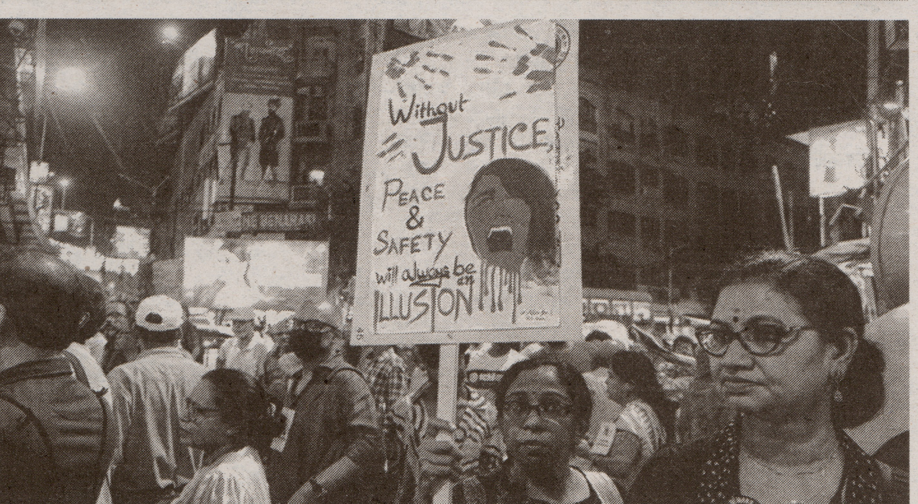

© Satyajit Shaw/DW

নারীবিদ্বেষী ধর্মীয় সংস্কৃতি চলতেই থাকবে?

তসলিমা নাসরিন

সংসদ সদস্য মনিরুল হক চৌধুরী সংসদে যে প্রশ্নটি তুলেছেন, তা কেবল একটি পোশাকের বিতর্ক নয়; বরং এটি মূলত নাগরিক পরিচয়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং নারীর সামাজিক অবস্থানের এক গভীর প্রশ্ন। মানুষ একজন মানুষকে চেনে তার মুখ দেখে। আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক সনদে মুখের ছবিই থাকে প্রধান ভিত্তি। কারণ মুখমন্ডলই একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়চিহ্ন। যখন কেউ সেই মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে রাখেন, তখন তার নাগরিক পরিচয়টি কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়।

বোরখা ও নিকাবের আড়ালে আসলে কে আছেন, তা বাইরে থেকে অন্য কারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা অসম্ভব। এই বাস্তবতার কারণেই আজ বিশ্বের বহু আধুনিক দেশ নিরাপত্তার স্বার্থে জনসমক্ষে মুখ ঢেকে রাখার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সংসদ, আদালত, বিমানবন্দর বা অন্য যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিচয় যাচাইয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে কোনো অস্পষ্টতার সুযোগ থাকা উচিত নয়। সংসদের স্পিকার হয়তো যে কোনো পোশাক পরার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তবে মনে রাখতে হবে-গণতন্ত্রে কোনো স্বাধীনতাই সীমাহীন নয়। যেখানে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে আইনি সীমারেখা তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সংসদ সদস্যরা কেবল নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করেন না, তাঁরা একেকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁদের জনগণের সামনে দৃশ্যমান ও জবাবদিহিমূলক থাকতে হয়। সংসদের মতো একটি সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক সদস্যের পরিচয় স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হওয়াটাই সংসদীয় রীতির প্রধান শর্ত।

তবে এই বিষয়ের আপত্তি কেবল নিরাপত্তার খাতিরেই নয়, এর পেছনে রয়েছে গভীর নৈতিক কারণ। আমরা এমন একটি প্রগতিশীল সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে নারীরা কোনো দ্বিধা বা ভয় ছাড়া, সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মুখ, নিজের পরিচয় এবং নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নিয়ে প্রকাশ্যে মেরুদন্ড সোজা করে চলবেন। নারীকে সর্বদা আড়ালে বা পর্দার পেছনে রাখার যে সংস্কৃতি, তা নারীর স্বাধীনতা, সমঅধিকার এবং ক্ষমতায়নের আধুনিক ধারণার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

যে সমাজ নারীর মুখমন্ডলকে বিপজ্জনক, প্রলোভনসৃষ্টিকারী কিংবা লজ্জার বিষয় বলে মনে করে, সেই সমাজ আসলে নারীর প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করতে পারে না। নারীর মর্যাদা তার সমাজ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় বা লুকিয়ে থাকায় নয়; বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে দৃশ্যমান থেকে, স্বাধীনভাবে এবং সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে।

গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিদের পরিচয় জনগণের কাছে সর্বদা স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই সংসদের মতো রাষ্ট্রীয় ও নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে কোনো সদস্যেরই মুখ ঢেকে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। পরিচয় ও নিরাপত্তা যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে প্রগতির স্বার্থেই আমাদের এই নারীবিদ্বেষী ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

GROUP
PG Home Care Inc.
PG SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER
PG RIDES
PG Production House

WE PROVIDE
✓ Home Care.
✓ Car Rides.
✓ Social Adult Day Care.
✓ Total Event Management.

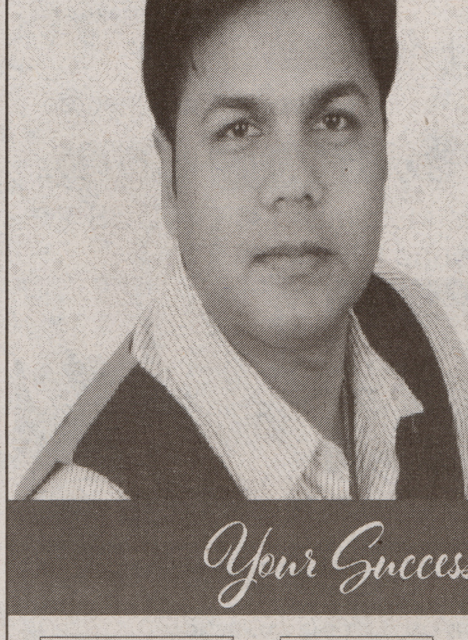

Partha Gupta
President & CEO
Cell: (917) 569-4932
Ph: (718) 374-3356
Email: parthaband@gmail.com
info@pghomecare.com
www.pghomecare.com

Your Success is Our Goals

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-07, 74th Street, Suite #1
(2nd Fl), Jackson Heights NY 11372
Ph: 917-569-4932
Cell: 929-801-8843

JAMAICA OFFICE
169-26, Hillside Ave,
2nd Fl, Jamaica NY -11432
Ph: 516-951-7300
Ph: 718-374-3356

NEW JERSEY OFFICE
351 Union Avenue, Paterson, NJ 07502
Cell: 862-242-6953,
347-439-2916
Phone: 973-845-6565,
Fax: 973-845-6566

PENNSYLVANIA OFFICE
143-145 Long Lane
(Ground Fl), Uppar Darby, PA 19082
Cell: 610-605-1322
Ph: 484-466-3696
Fax: 484-466-3718

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Etra Ordinary Care)

PROHEALTH HOMECARE

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সিমেট্রির উদ্বোধন ২০ জুন

সোমবার থেকে শনিবার লাশ দাফন করা যাবে, রবিবার আলোচনা সাপেক্ষে

সংবাদ সম্মেলনে জাহিদ মিন্টু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন ছবি-সংগ্রহ।

নিজস্ব সংবাদদাতা

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত নিউইয়র্কে বাংলাদেশিদের সর্ববৃহৎ সিমেট্রি 'স্কচটাউন বাংলাদেশ সিমেট্রি'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ২০ জুন শনিবার। সকল বাধা-বিপত্তি আর মিথ্যা প্রচারণা কাটিয়ে অবশেষে সিমেট্রি উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সিমেট্রি প্রাঙ্গনে (২৪০ কনরস রোড, স্কচটাউন, নিউইয়র্ক ১০৯৪১) এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

১১ জুন জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সিমেট্রির মুখপাত্র ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি জাহিদ মিন্টু এসব তথ্য জানান বলে ইউএনএ'র খবরে জানা গেছে।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রথম নির্বাচিত সহ-সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রফিকুল ইসলাম ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের অন্যতম সিনিয়র সহ-সভাপতি তাজু মিয়া। এরপর সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইন উদ্দীন পিন্টুর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মঞ্জুরুল করীম।

সংবাদ সম্মেলনে নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশারফ, আবুল কালাম, উপদেষ্টা হাজী মমিনুল হক, মোস্তাক মোশাররফ, শাহ আবু নাসের সুমন, আব্দুল মালেক খান ও মাইন উদ্দীন মাহবুব, লক্ষীপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ আলীসহ নোয়াখালী সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে জাহিদ মিন্টু তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশ সিমেট্রি করার লক্ষ্যে নিউইয়র্কের আপস্টেটে প্রায় একশ ২৬ একর জমি কেনা হয়। বৃহত্তর নোয়াখালিবাসীর আন্তরিক ও ঐকান্তিত সহযোগিতায় ২০২৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা পুরো নগদ অর্থে বাংলাদেশ সিমেট্রির জন্য জায়গা কিনি। বাংলাদেশ সিমেট্রিতে পর্যায়ক্রমে প্রায় ১ লাখের অধিক কবর তৈরি করা হবে। প্রবাসে বাঙালিদের সর্ববৃহৎ সিমেট্রির কাজ আমরা গত ৩১ জুলাই' ২০২৫ সালে শুরু করি। আপনারা জানেন এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই সাথে ছিল ক্ষুদ্র একটি অংশের অপপ্রচার। আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়ায় আমরা সকল বাধা অতিক্রম করেছি।

তিনি বলেন, আগামী ১ জুলাই থেকে আমরা কবর দেয়া শুরু করতে যাচ্ছি। সে জন্যই আজকের সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের সাথে নিয়েই এই প্রজেক্ট শুরু করেছিলাম, তাই খুশির খবরটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ১ জুলাই কবর দেয়ার কাজ শুরু করার আগে যারা বা যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে কবর কিনেছেন তাদের নিয়ে আরেকটি অনুষ্ঠান স্কটটাউন বাংলাদেশ সিমেট্রিতে শনিবার ২০ জুন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানটি দুপুর ১২টায় শুরু হবে। যারা বা যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছ থেকে কবর ক্রয় করেছেন, বুকিং মানি দেয়ার পর আর কোনো অর্থ দেননি, যোগাযোগ রাখছেন না, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- আপনাদের বাকি অর্থ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে চুক্তি অনুযায়ী আপনাদের কবরের জায়গা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অর্থ পরিশোধ না করার কারণে আমরা মার্কিংয়ের কাজও শুরু করতে পারছি না। আশা করি এ ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসবেন।

লিখিত বক্তব্যে জাহিদ আরো বলেন, আমরা কবর দেয়ার কাজ শুরু করলেও আপাতত ফিউনারেলের কাজ আমরা করছি না। তবে কেউ সহযোগিতা চাইলে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করবো। আমরা ফিউনারেল হোমের ব্যাপারে কাজ শুরু করেছি। আশা করি আগামীতে সেই ঘোষণাও আসবে। আপনারা জানেন, প্রথম কিস্তিতে আমরা ২০ হাজার কবর বিক্রির প্রকল্প গ্রহণ করেছিলাম। ১১ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত আমাদের প্রথম কিস্তির ২০ হাজার কবর বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, প্রতিটি কবর দেয়ার জন্য খরচ পড়বে ২৫০০ ডলার। শিশুদের জন্য ১২০০ ডলার (ইনফেন্ট)। যাদের কবর নেই তাদের ক্ষেত্রে খরচ পড়বে ৩৫০০ ডলার। হেড স্টোনের খরচ পড়বে ১২৫০ ডলার। সব হেড স্টোন একই ধরনের হবে। স্কটটাউন বাংলাদেশ সিমেট্রিতে জানাজা পড়ার ব্যবস্থা থাকবে অস্থায়ী ভবনে। থাকবে পানি এবং ওজু করার ব্যবস্থাও। স্থায়ী ভবনের কাজ অচিরেই শুরু হবে। কবর খোড়া, লাশ নামানোসহ সমস্ত কাজ মেশিনের মাধ্যমে করা হবে। ইতিমধ্যেই সকল যন্ত্রপাতি ও মেশিন কেনা হয়েছে। লোকবলও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আপাতত সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত লাশ দাফন করা যাবে। আর রবিবার লাশ দাফন করা যাবে আলোচনা সাপেক্ষে। সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, আগামী জুলাই-আগস্ট থেকে দ্বিতীয় কিস্তির কবরের কাজ শুরু। দ্বিতীয় কিস্তিতে কবরের সংখ্যা হবে প্রায় ৪২ হাজার। বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তা, ট্রাস্টি এবং উপদেষ্টারদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্বিতীয় কিস্তির কবরের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

250TH
250TH YEAR
USA INDEPENDENCE
Celebration
1776 ★★★★ 2026
CELEBRATING 250 YEARS OF FREEDOM
WE WILL CELEBRATE THIS HISTORICAL MOMENT
WITH OUR 250 SENIOR FROM OUR
ALL COUNTY SOCIAL ADULT DAY CARE
AT SKYLINE CRUISE – WORLD FAIR MARINA

ALL COUNTY SOCIAL ADULT DAY CARE
SENIOR CITIZEN CRUISE PROGRAM 2026
DATE: 5TH JULY 2026 SUNDAY
TIME: 11:00 AM
LOCATION: 1 WORLD FAIR MARINA FLUSHING, NEW YORK
Join with us and enjoy this celebration!
THIS CRUISE VISIT PROGRAM FREE FOR OUR HONORABLE PRINT, ELECTRONICS, DIGITAL MEDIA JOURNALIST AS PRE RSVP CONFIRMATION.
SCAN TO RSVP
Contact: 646 444 2266
OR VISIT US:
88-11 179TH PL JAMAICA, NY - 11432
JACKSON HEIGHTS : 7228 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY - 11372
ALL COUNTY SOCIAL ADULT DAY CARE
COURTESY, MUHAMMAD KADER, CIP. PRESIDENT & CEO ALL COUNTY HEALTHCARE GROUP OWNER, NABANNO RESTAURANT GROUP
ORGANIZER: BENGAL FEDERAL CREDIT UNION (PROPOSED)

TRIPWAY TRAVEL
YOUR TRUSTED PARTNER IN TRAVEL
We sell Domestic & International Air Ticket
NOTARY PUBLIC
নোটারি করা হয়
(929) 250-6780
37-42 72 STREET, SUITE 1C JACKSON HEIGHTS, NY 11372
tripwaytravel@gmail.com

ZAKEER HOSSAIN BACCHU
CEO
QATAR TURKISH AIRLINES ETIHAD Emirates IndiGo AirAsia malaysia American Airlines DELTA jetBlue

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Member: naea NYSSEA
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

Bangladesh Festival-2026
বাংলাদেশ মেলা ২০২৬

Date: July 14th, 2026
Tuesday

Venue: Surf Stadium
545 North Albany Avenue
Atlantic City, NJ 08401

2 PM- 11 PM

প্রধান অতিথি:
হাজী আব্দুল কাদের মিয়া
চেয়ারম্যান, আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন

বিশেষ অতিথি:
শাহরিয়ার কবির
সিইও, রিলায়েন্স ক্যাপিটাল ফান্ডিং এলএলসি

সঙ্গীত পরিবেশনায় জনপ্রিয় শিল্পী- আর্জিন কামাল, নাভিন, নীলাদ্রী চৌধুরী, জয়ন্ত সিংহ, তানভীর শাহিন

ট্রাস্টিবোর্ড প্রধান: কাঞ্চন বল
ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য:
সাবির হোসেন ভূঁইয়া
জাহাঙ্গীর হোসেন ভূঁইয়া
সেলিম সুলতান
মনির হোসেন
আব্দুল জামিল
জসিম উদ্দিন
মিল্টন চৌধুরী
আজিজুল ইসলাম ফেরদৌস
সোহাগ করিম

মেলা উপদেষ্টা কমিটি
প্রধান: রেজাউল ইসলাম খালিদ
জহিরুল ইসলাম
খসরুজ্জামান কামাল
মো: রহমান বাবুল
আব্দুর রব
মো: ইসলাম সেলিম
সৈয়দ শহীদ
জয় শংকর চৌধুরী
নুর মোহাম্মদ
এম এ করিম
মাহার উদ্দীন খোকন
জাকির হোসেন
উত্তম দাশ
মনতোষ দত্ত
রতন ভট্টাচার্য
হুমায়ূন কবির
চ্যাবন দাশ

আহ্বায়ক মন্ডলীর সদস্য
মো: সেলিম
আজিজুল ইসলাম ফেরদৌস
আলী হোসেন ফরিদ
আ: জামিল
হাবিব চৌধুরী
সাঈদ আলম মুকুল
মো: কামাল হোসেন (বরিশাল)

মেলা সাংস্কৃতিক কমিটি
প্রধান: জয়ন্ত কুমার সিনহা
সদস্য: তাসলিমা পারভিন হ্যাপি
নিবেদিতা ভট্টাচার্য

অতিথি আপ্যায়ন কমিটি
প্রধান: অপরাজিতা সরকার
সদস্য: মাহাদী মিমো
তপু সেন
মুহিব চৌধুরী
মজিবুর রহমান

স্বেচ্ছাসেবক কমিটি
প্রধান: সেরুজ্জামান মন্ডল
সদস্য: ইমরান আলী
মো: তারেক
আকাশ

যুগ্ম আহবায়ক
জয় শ্রী দে
শেখ সেলিম
মুহিব চৌধুরী
সালাহ উদ্দিন শিহেব
রিপন মিয়া
নজরুল ইসলাম আকাশ
মো: ইসমাইল
জহিরুল ইসলাম খান

যুগ্ম সদস্য সচিব
রায়হান তাই
সুমন চক্রবর্তী
মনিরুজ্জামান মনির
মাহমুদ শাহ
সুব্রত পল
মোহাম্মদ আরিফ
রাজু আহমেদ

যুগ্ম সমন্বয়কারী
মাহদী মিমো
তপু সেন
শহীদুল ইসলাম খান
কামরুজ্জামান খোকন
রাজীব হাসান
জিয়াউর রহমান
রাজীব পল

নিরাপত্তা কমিটি
প্রধান: শফিকুল খোকন
সদস্য: বাবু পাঠান

স্টেজ কমিটি
প্রধান:
সাদ্দাম হোসেন রাজীব
সদস্য: বাবু পাঠান
মো: আরেক
মো: মাহমুদ মুন্না

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা কমিটি
প্রধান: রিমা খান, ৬০৯-৬৬৬-৯২১৫
সদস্য: অপরাজিতা সরকার, ৬০৯-৭২৭-৪৮৭২
তাসলিমা পারভিন হ্যাপি, ৬০৯-২৭১-৩৪৮২

স্টল কমিটি
প্রধান: কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী
৬০৯-৫৪১-১৯৫০
সদস্য: শামিম সাকিব
ইমরান আলী
আকাশ

অর্থ সংক্রান্ত কমিটি
মো: ইসলাম টফি

মিডিয়া পার্টনার
BPAC
সাপ্তাহিক বাংলা গেজেট শেকড় থেকে শিখরে
বিশ্ব বাংলা 24 TV

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

Free Event
Free Parking

আপনারা সবাই আমন্ত্রিত

আমন্ত্রণে

আহসান হাবীব আহবায়ক 609-233-9493	**মো: আবুল কালাম** প্রধান সমন্বয়কারী 609-727-9970	**ফরহাদ সিদ্দিক** সদস্য সচিব 609-247-0218
মিরাজ খাঁন সার্বিক পরিচালনার প্রধান ৬০৯-২১৪-৯৮১০	**কুতুব উদ্দীন এমরান** প্রধান পৃষ্ঠপোষক ৬০৯-২৮৭-৪৪১৯	**বিপ্লব দেব** সার্বিক তত্ত্বাবধানের প্রধান ৬০৯-৫৫৩-৬৪৭৩
বিপ্লব দাশ সার্বিক সহযোগিতার প্রধান ৬০৯-৪৪২-৮৮৪১	**সোহাগ করিম** সার্বিক দিকনির্দেশনার প্রধান ৬০৯-৬৬৫-৯৫৬৮	**রাজিব চৌধুরী** সার্বিক ব্যবস্থাপনার কমিটির প্রধান ৬০৯-৬৬৫-৮২২৫

শুভেচ্ছান্তে

শহীদ খান
সভাপতি
609-839-5441

মো: সোহেল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক
609-442-3374

Sponsored

Gulf Gas Station
Belly Petro Mart Inc

Corner of Tennessee & Atlantic Ave, AC
LOTS CONRNER
General Merchandise
Tel: 609-246-7917, Fax: 609-246-7918

মর্টগেজ
Reliance Capital Funding LLC

BLOOM REALTY & INSURANCE, INC.
RICHARD BLOOM

shaper academy
SHIPON SHAKHAWAT

Syed Ramim Insurance Group
Syed Ramim
Agency CEO
Commercial • Home
Auto • Flood • Life

vylla
SALA UDDIN
BROKER ASSOCIATE
Serving Your South Jersey

HOMESMART
Office: 609-645-6000

KUMON

JITNEY
WE KEEP YOU MOVING 24/7

OCEAN AUTO GROUP

REFERRALS FROM YOUR FRIENDS AND RELATIVES ARE GREATLY APPRECIATED!
Thank you for thinking of me.
SALA UDDIN

Bangladesh Association of Atlantic County, NJ
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি

প্রচারে: কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

Bangladesh Environment Network

28 Years of BEN
1998-2026

২৮ বছর পূর্তি

HONORING

DR. NAZRUL ISLAM
FOUNDER, BEN

Date, Time & Venue: July 18, Saturday, 3:00 PM
Jewish Center of Jackson Heights
37-06 77th St, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ ও বিশ্বের পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত আন্তর্জাতিক সংগঠন

BEN Bangladesh Environment Network

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন)

ben-global.net / নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, এ বছর বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক (বেন) এর ২৮ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ উপলক্ষে আগামী ১৮ জুলাই, শনিবার, জ্যাকসন হাইট্স, জুইস সেন্টারে ২৮ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পরিবেশকে উপজীব্য করে আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা, সম্মাননা প্রদান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক রিলস্ প্রতিযোগীতা, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগরাজ্য থেকে অতিথিরা সমবেত হবেন।

আপনাকেও এই আয়েজনে অংশগ্রহন করার জন্য সাদর আমন্ত্রন জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ

ড. মো. খালেকুজ্জামান
বৈশ্বিক সমন্বয়ক - বেন

অধ্যাপক রানা ফেরদৌস চৌধুরী
আহবায়ক- ২৮ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান
সমন্বয়ক - বেন
নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেক্টিকাট চ্যাপটার

ইফজাল চৌধুরী
সদস্য সচিব- ২৮ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

তথ্য ও যোগাযোগ:
৫৭০.২৯৫.৩৩৩৯/৯১৭.৩৩০.০৩৭৪/৬৩১.৮৫৫.২৭৮৮

USA TIME FORMAT • EASTERN TIME (ET)

FIFA WORLD CUP 2026

One-page fixture planner | Canada • Mexico • USA | 104 matches

GROUP STAGE · KNOCKOUT · FINAL 7/19

GROUP A — 6 fixtures

THU 6/11 3:00 PM	Mexico vs South Africa
THU 6/11 10:00 PM	South Korea vs Czechia
THU 6/18 12:00 PM	Czechia vs South Africa
THU 6/18 9:00 PM	Mexico vs South Korea
WED 6/24 9:00 PM	Czechia vs Mexico
WED 6/24 9:00 PM	South Africa vs South Korea

GROUP B — 6 fixtures

FRI 6/12 3:00 PM	Canada vs Bosnia & Herz.
SAT 6/13 3:00 PM	Qatar vs Switzerland
THU 6/18 3:00 PM	Switzerland vs Bosnia & Herz.
THU 6/18 6:00 PM	Canada vs Qatar
WED 6/24 3:00 PM	Switzerland vs Canada
WED 6/24 3:00 PM	Bosnia & Herz. vs Qatar

GROUP C — 6 fixtures

SAT 6/13 6:00 PM	Brazil vs Morocco
SAT 6/13 9:00 PM	Haiti vs Scotland
FRI 6/19 6:00 PM	Scotland vs Morocco
FRI 6/19 9:00 PM	Brazil vs Haiti
WED 6/24 6:00 PM	Scotland vs Brazil
WED 6/24 6:00 PM	Morocco vs Haiti

GROUP D — 6 fixtures

FRI 6/12 9:00 PM	USA vs Paraguay
SAT 6/13 12:00 AM	Australia vs Türkiye
FRI 6/19 3:00 PM	USA vs Australia
FRI 6/19 12:00 AM	Türkiye vs Paraguay
THU 6/25 10:00 PM	Türkiye vs USA
THU 6/25 10:00 PM	Paraguay vs Australia

GROUP E — 6 fixtures

SUN 6/14 1:00 PM	Germany vs Curacao
SUN 6/14 7:00 PM	Ivory Coast vs Ecuador
SAT 6/20 4:00 PM	Germany vs Ivory Coast
SAT 6/20 8:00 PM	Ecuador vs Curacao
THU 6/25 4:00 PM	Ecuador vs Germany
THU 6/25 4:00 PM	Curacao vs Ivory Coast

GROUP F — 6 fixtures

SUN 6/14 4:00 PM	Netherlands vs Japan
SUN 6/14 10:00 PM	Sweden vs Tunisia
SAT 6/20 1:00 PM	Netherlands vs Sweden
SAT 6/20 12:00 AM	Tunisia vs Japan
THU 6/25 7:00 PM	Japan vs Sweden
THU 6/25 7:00 PM	Tunisia vs Netherlands

GROUP G — 6 fixtures

MON 6/15 3:00 PM	Belgium vs Egypt
MON 6/15 9:00 PM	Iran vs New Zealand
SUN 6/21 3:00 PM	Belgium vs Iran
SUN 6/21 9:00 PM	New Zealand vs Egypt
FRI 6/26 11:00 PM	Egypt vs Iran
FRI 6/26 11:00 PM	New Zealand vs Belgium

GROUP H — 6 fixtures

MON 6/15 12:00 PM	Spain vs Cape Verde
MON 6/15 6:00 PM	Saudi Arabia vs Uruguay
SUN 6/21 12:00 PM	Spain vs Saudi Arabia
SUN 6/21 6:00 PM	Uruguay vs Cape Verde
FRI 6/26 8:00 PM	Cape Verde vs Saudi Arabia
FRI 6/26 8:00 PM	Uruguay vs Spain

GROUP I — 6 fixtures

TUE 6/16 3:00 PM	France vs Senegal
TUE 6/16 6:00 PM	Iraq vs Norway
MON 6/22 5:00 PM	France vs Iraq
MON 6/22 8:00 PM	Norway vs Senegal
FRI 6/26 3:00 PM	Norway vs France
FRI 6/26 3:00 PM	Senegal vs Iraq

GROUP J — 6 fixtures

TUE 6/16 9:00 PM	Argentina vs Algeria
TUE 6/16 12:00 AM	Austria vs Jordan
MON 6/22 1:00 PM	Argentina vs Austria
MON 6/22 11:00 PM	Jordan vs Algeria
SAT 6/27 10:00 PM	Algeria vs Austria
SAT 6/27 10:00 PM	Jordan vs Argentina

GROUP K — 6 fixtures

WED 6/17 1:00 PM	Portugal vs DR Congo
WED 6/17 10:00 PM	Uzbekistan vs Colombia
TUE 6/23 1:00 PM	Portugal vs Uzbekistan
TUE 6/23 10:00 PM	Colombia vs DR Congo
SAT 6/27 7:30 PM	Colombia vs Portugal
SAT 6/27 7:30 PM	DR Congo vs Uzbekistan

GROUP L — 6 fixtures

WED 6/17 4:00 PM	England vs Croatia
WED 6/17 7:00 PM	Ghana vs Panama
TUE 6/23 4:00 PM	England vs Ghana
TUE 6/23 7:00 PM	Panama vs Croatia
SAT 6/27 5:00 PM	Panama vs England
SAT 6/27 5:00 PM	Croatia vs Ghana

KNOCKOUT STAGE

ROUND OF 32

- M73 A2 vs B2 • Los Angeles
- M76 C1 vs F2 • Houston
- M74 E1 vs 3rd A/B/C/D/F • Boston
- M75 F1 vs C2 • Monterrey
- M78 E2 vs I2 • Dallas
- M77 I1 vs 3rd C/D/F/G/H • NY/NJ
- M79 A1 vs 3rd C/E/F/H/I • Mexico City
- M80 L1 vs 3rd E/H/I/J/K • Atlanta
- M82 G1 vs 3rd A/E/H/I/J • Seattle
- M81 D1 vs 3rd B/E/F/I/J • SF Bay Area
- M84 H1 vs J2 • Los Angeles
- M83 K2 vs L2 • Toronto
- M85 B1 vs 3rd E/F/G/I/J • Vancouver
- M88 D2 vs G2 • Dallas
- M86 J1 vs H2 • Miami
- M87 K1 vs 3rd D/E/I/J/L • Kansas City

ROUND OF 16

- M90 W73 vs W75 • Houston
- M89 W74 vs W77 • Philadelphia
- M91 W76 vs W78 • NY/NJ
- M92 W79 vs W80 • Mexico City
- M93 W83 vs W84 • Dallas
- M94 W81 vs W82 • Seattle
- M95 W86 vs W88 • Atlanta
- M96 W85 vs W87 • Vancouver

QUARTERS

- M97 W89 vs W90
- M98 W93 vs W94
- M99 W91 vs W92
- M100 W95 vs W96

FINISH

- M101 SF: W97 vs W98
- M102 SF: W99 vs W100
- M103 Third place
- M104 FINAL

JAMALPUR ZILLA SOCIETY USA INC JAMALPUR UNITY IS OUR STRENGTH

জামালপুর জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

JAMALPUR ZILLA SOCIETY USA INC.

নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি (২০২৬-২৮) এর

অভিষেক

ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখঃ ২১ শে জুন, ২০২৬
রবিবার, বিকাল ৬টা

স্থানঃ Al-Aqsa Party Hall
148-01 Hillside Ave, Jamaica
NY 11435

প্রিয় জামালপুরবাসী,

আসসালামু আলাইকুম, যুক্তরাষ্ট্রে জামালপুর প্রবাসী সম্মানিত সকল ভাই ও বোনদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১শে জুন রবিবার ২০২৬ জামালপুর জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক এর উদ্যোগে নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি/ আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে -

রবিউল ইসলাম
সভাপতি

জহুরুল ইসলাম
আহ্বায়ক
৬৪৬-৫৫২-২৫৬১

এ.এস.এম আশাফুদ্দৌল্লাহ (লিটন)
সদস্য সচিব
৬৪৬-৪০৬-৭৪৬৭

আব্দুর রহমান (বাবু)
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ দুলাল হোসেন
সহ-সভাপতি

মিজানুর রহমান
সহ-সভাপতি

মোঃ শামীম চৌধুরী
সহ-সভাপতি

হুমায়ুন কবির
সহ-সভাপতি

সুলতান মাহমুদ
সহ-সভাপতি

শরিফুল ইসলাম (মিন্টু)
সহ-সভাপতি

শামছুল ইসলাম (রাজা)
সহ-সভাপতি

নূর উন নবী (নবীন)
সহ-সাধারণ সম্পাদক

খোরশেদ আলম
সহ-সাধারণ সম্পাদক

শাহিদুল হাসান (মিন্টু)
সহ-সাধারণ সম্পাদক

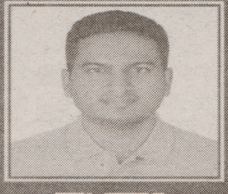
মোঃ সোহাগ
সহ-সাধারণ সম্পাদক

আহসান তানিন
সাংগঠনিক সম্পাদক

মোঃ আব্দুল লতিফ
কোষা ধ্যক্ষ

মোঃ শাকিল আহমেদ
আপ্যায়ন সম্পাদক

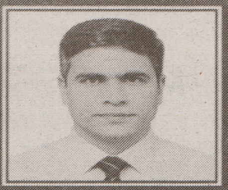
এস এম হাসান আরিফ
প্রচার সম্পাদক

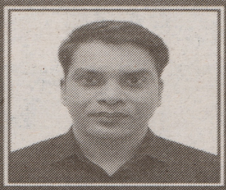
ফারিদুল ইসলাম
দপ্তর সম্পাদক

সামিউল ইসলাম
ক্রীড়া সম্পাদক

আব্দুর রাজ্জাক (বাবু)
সাংস্কৃতি সম্পাদক

আমজাদ হোসেন
সাহিত্য সম্পাদক

জান্নাতুল অন্তরা
মহিলা সম্পাদক

মোঃ মামুনুর রশীদ
সমাজ কল্যান সম্পাদক

আনোয়ার হোসেন
গন সংযোগ সম্পাদক

ইঞ্জিঃ শফিউল্লাহ বাদল
কার্যকরি সদস্য

মোঃ খলিলুল্লাহ
কার্যকরি সদস্য

জহুরুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য

এ এস এম আশাফুদ্দৌলাহ
কার্যকরি সদস্য

মোঃ রফিকুল হাসান সাফি
কার্যকরি সদস্য

মোঃ সামসামুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য

রফিকুল ইসলাম বাবলু
কার্যকরি সদস্য

মাসুদ কবির রসুল
কার্যকরি সদস্য

মোঃ আব্দুল রশিদ
কার্যকরি সদস্য

মোঃ সাদাকুজ্জামান
কার্যকরি সদস্য

তামিম ইকবাল
কার্যকরি সদস্য

মোঃ নরুল ইসলাম
কার্যকরি সদস্য

ফয়সাল হক জন তালুকদার
কার্যকরি সদস্য

উপদেষ্টামন্ডলী

- বীরমুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার
- মোর্শেদা জামান
- অজিত ভৌমিক
- ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম শফিকুল ইসলাম আকন্দ (পিই)
- ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম
- সৈয়দ হাসিবুল গনি গালিব
- সালাহ উদ্দিন কাব্য
- ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল হাসান
- মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার খোকন
- মোঃ লিয়াকত হোসাইন

প্রচারে : জামালপুর জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইন্‌ক

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে গুরুত্ব পাবে প্রতিরক্ষাসহ অনেক বিষয়

তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন

ঢাকা সংবাদদাতা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আসন্ন চীন সফরে 'প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে অনেক বিষয়' থাকার কথা বলেছেন চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। এ সফর সামনে রেখে চীনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনেক কাজ 'খুব দ্রুত' এগিয়ে আনা হয়েছে বলেও দাবি করেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান।
জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। বিপরীত প্রবণতা দেখা যায় ঢাকা-বেইজিং সম্পর্কের ক্ষেত্রে।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে চীন সফর করতে দেখা গেছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের। চিকিৎসা খাতে ভারতের বিকল্প হিসেবে চীনের কথাও আলোচনা এসেছে বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়। সেই ধারাবাহিককায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়েও। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্বিতীয় বিদেশ সফর হিসেবে চীনকে বেছে নিয়েছেন তারেক রহমান। চলতি মাসের শেষ দিকে (২৩ থেকে ২৬ জুন) এ সফর হওয়ার কথা রয়েছে।
প্রথম সফরে মালয়েশিয়া যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তবে আঞ্চলিক রাজনীতি কিংবা বাণিজ্যের বিচারে চীন সফরকেই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের আলোচনার মধ্যে গত মঙ্গলবার একনেকে অনুমোদন পায় ৪ হাজার ১৮৯ কোটি টাকার একটি প্রকল্প, যেখানে বেইজিংয়ের ঋণে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্প গত এক দশক ধরে আলোচনায় থাকলেও নানা জটিলতায় তা আটকে ছিল। মঙ্গলবার প্রকল্পটি অনুমোদনের পর ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকির কাছে জানতে চাওয়া হয়, এ প্রকল্পের অনুমোদনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সফরের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা। জবাবে তিনি বলেন, সেটা 'খোঁজা আপনার দায়িত্ব'। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের নিয়ে বিডা একটি কর্মশালা আয়োজন করলে সেখানেও তারেক রহমানের চীনা সফরের প্রসঙ্গ আসে। প্রসঙ্গক্রমে আসে অর্থনৈতিক অঞ্চলের কথাও। জবাবে বিডা নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, "চীনে আমাদের বিনিয়োগের দিকটা নিয়ে বলি, কারণ অবশ্যই আপনারা জানেন যে, কূটনৈতিক জায়গা থেকে তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ধরনের একটা অংশীদার।
"সুতরাং সামগ্রিকভাবে চীন সফরটা বাংলাদেশের জন্য 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ সফর'। সেটার মধ্যে শুধু বিনিয়োগ না, এটার বাইরে আরও অনেকগুলা বিষয়, প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে আরও অনেকগুলো বিষয় উঠে আসবে। রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসবে, অনেক বিষয় উঠে আসবে।" বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামগ্রিকভাবে তুলে ধরবে বলে তার ভাষ্য।
এদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। বৈঠকে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানায়, বৈঠকের শুরুতে চীনের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২০২৬-২০২৭ সেশনের সভাপতি পদে ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান। বৈঠকে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো জোরদারের বিষয়েও আলোচনা হয়। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কারিগরি শিক্ষা এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

ভয়ঙ্কর হ্যান্টাভাইরাস যা জানা জরুরি

রোহন হক

হ্যান্টাভাইরাস এনজে (Hantavirus nj) ভাইরাসের ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রেইনের একটি গোষ্ঠী, যা সম্প্রতি উচ্চ ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। আরও কিছু টাইপ আছে, তবে এই ১৪টি টাইপ গুরুতর সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম বলে পরিচিত। এটি একটি মারাত্মক সংক্রমণ, যা প্রয়োজনে প্রাণঘাতীও হতে পারে; এটি ফুসফুস ও কিডনিকে লক্ষ্যবস্তু করে। সংক্রমিত ইঁদুরজাত প্রাণী যেমন (deer mouse, white-footed mouse, rice rats Ges red-backed voles) এর মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। এই ভাইরাস দুটি রোগ ঘটাতে পারে। প্রথমটি হল হ্যান্টাভাইরাস পালমোনারি সিন্ড্রম তথা এইচপিএস। এই রোগটি ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। দ্বিতীয় রোগটি হল হেমর‍্যাজিক ফিভার উইথ রিনেল সিনড্রম (Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS), এটি কিডনিকে আক্রান্ত করে।
উভয় সিনড্রমের ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলো সংক্রমিত জীবের সংস্পর্শের পর ১-৮ সপ্তাহের মধ্যে দেখা দিতে পারে। এইচপিএস'র জন্য লক্ষণসমূহ : ১-৮ দিনঃ জ্বর ও কাঁপুনি, অবসাদ, মাংসপেশিতে ব্যথা, বমি ভাব, বমি, ডায়ারিয়া এবং পেটব্যথা।
৪-১০ দিনঃ কাশি, বুকে চাপ ধরা, শ্বাসকষ্ট, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ কমে যাওয়া।
'প্রাথমিক অসুস্থতার চার থেকে দশ দিন পর এইচপিএস'র দেরিতে দেখা দেওয়া উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়। এই উপসর্গগুলোর মধ্যে কাশি ও শ্বাসকষ্ট রয়েছে। ফুসফুসে তরল জমার ফলে রোগীদের বুকে চাপ অনুভূত হতে পারে। এইচপিএস প্রাণঘাতী হতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের উপসর্গ দেখা দেওয়া ব্যক্তিদের ৩৮ শতাংশ এই রোগে মারা যেতে পারেন।"
এইচএফআরএস'র জন্য লক্ষণসমূহঃ তীব্র মাথাব্যথা, পিঠ ও পেটব্যথা, জ্বর/কাঁপুনি, বমি ভাব, দৃষ্টিক্ষীণতা।
"মানুষের মুখ লাল হয়ে যেতে পারে, চোখে প্রদাহ বা লালভাব দেখা দিতে পারে, অথবা চামড়ায় ফুসকুড়ি উঠতে পারে। পরবর্তী উপসর্গগুলোর মধ্যে থাকতে পারে রক্তচাপ কমে যাওয়া, রক্ত প্রবাহ কমে যাওয়া (তীব্র শক), অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ (রক্তনালীর লিকেজ), কিডনি অকার্যকরতা, যার ফলে মারাত্মক তরল জমা হতে পারে
এটি বহুবছর ধরে ঘটছে, যার সবচেয়ে পুরাতন রিপোর্ট ১৯১৩ সালের। "যা অনুমান করা হয় যে সেটি ছিল এইচএফআরএস-এ ধরনের অন্য প্রাদুর্ভাব ১৯১৩ ও ১৯৩২-এ রাশিয়ায়। ১৯৩২ সালে জাপানি বাহিনীর মধ্যে মানচূরিয়াতে (২,৬), এবং ১৯৩৪ সালে সুইডেনে (৭,৮) রিপোর্ট হয়েছে" (Peters et al., 1997)। তবে সাম্প্রতিক সময়ে হ্যান্টাভাইরাস নতুন করে আলোচনায় এসেছে। যদিও বহু স্ট্রেইন রয়েছে, শুধু একটি স্ট্রেইন মানুষের মধ্যে সরাসরি সংক্রমণ ঘটাতে পারে, এটিকে অ্যান্ডেজ ভাইরাস (Andes Virus) বলা হয়।
অ্যান্ডেজ ভাইরাস সম্পর্কে আরও একটি হ্যান্টাভাইরাসের স্ট্রেইন এবং একমাত্র পরিচিত ধরন যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে সংক্রমিত হতে পারে। এটি এইচপিএসতেও ঘটাতে পারে। এইচপিএস এর লক্ষণ ও উপসর্গ সাধারণত সংস্পর্শের ৪-৪২ দিন পর দেখা দিতে পারে। কিছু ব্যক্তি উপসর্গবিহীনও থাকতে পারেন। ঝুঁকি কমাতে হাত ঘন ঘন ধুতে হবে, যাকে আপনি আক্রান্ত বলে মনে করেন তার সাথে শারীরিক সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন এবং যাকে আক্রান্ত বলে মনে করেন তার সাথে চুম্বন বা পানি ভাগাভাগি করবেন না।
হান্টাভাইরাস নিয়ে কেন এত আলোচনাঃ
২০২৬ সালের ১ এপ্রিল, এমভি হোন্ডিয়াস উশুয়াইয়া, আর্জেন্টিনা থেকে যাত্রা শুরু করে। এমভি হোন্ডিয়াস একটি ডাচ পতাকাবাহী ক্রুজশিপ, যেখানে ১৭০ জন যাত্রী থাকতে পারে। সেই সময় নৌকায় ১৪৭ জন ছিলেন। প্রতিটি টিকিটের দাম ছিল ১১,০০০ থেকে ২৫,০০০ ডলার পর্যন্ত। ভ্রমণের পরিকল্পনায় ছিল মেইনল্যান্ড অ্যান্টার্কটিকা, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ জর্জিয়া, নাইটিঙ্গেল দ্বীপ, ত্রিস্তান দা কুনিয়া, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসেনশন দ্বীপ, কেপ ভার্দে, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ।
২০২৬ সালের ৬ এপ্রিল, লিও শিলপারুর্ড শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে। এই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশত রোগে আক্রান্ত প্রথম ভিকটিমে পরিণত হন। জাহাজে ওঠার ৪ দিন আগে শিলপারুর্ড এবং তার সঙ্গী উশুয়াইয়ার এক ল্যান্ডফিলে পাখি দেখতে গিয়েছিলেন, যেখানে পর্যটকরা হোয়াইট-থ্রোটেড ক্যারাকারা দেখতে ভিড় করেন। "কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করছে, ওই দম্পতি অ্যান্ডিজ জাতের হ্যান্টাভাইরাস বহনকারী লং-টেইলড পিগমি রাইস র‍্যাটের মল থেকে ভাইরাসের কণা শ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন।" ২০২৬ সালের ১১ এপ্রিল, শিলপারুর্ড মারাত্মক শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা (SARI) এবং শ্বাসযন্ত্রের ব্যর্থতায় মারা যান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃতদেহ ২৪ এপ্রিল সেন্ট হেলেনায় জাহাজ থেকে নামানো হয়। পরের দিন তার সঙ্গী (Patient 2)-এর একই ধরনের উপসর্গ শুরু হয়। তারা জোহান্সেবার্গ ফেরার যাত্রা শুরু করেন। দুর্ভাগ্যবশত, ২৬ তারিখে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই তিনিও মারা যান। এরপর আরও একজন পুরুষ একই ধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হন এবং ২৭ এপ্রিল অ্যাসেনশন আইল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রমোদতরী থেকে অনেক মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং প্রাদুর্ভাবের আগে কিছু ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে জাহাজ ত্যাগ করেছিলেন। জাহাজের যাত্রীরা নেমে এসে কঠোর কোয়ারান্টাইনে আছেন, এদের মধ্যে ১৮ জন নেব্রাস্কা, ওমাহাতে; ২৫ জন রোটারডামে এবং ৬ জন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ায় আছেন। এছাড়াও অভিযানের সময় ইনফ্লুয়েন্সার জেক রসমারিন ক্রুজ জাহাজে এবং নামার পর কোয়ারান্টাইনে তার অভিজ্ঞতা ডকুমেন্ট করছিলেন। তিনি একটি ভিডিও বানান, যেখানে জাহাজে থাকার সময় তার চিন্তা, অনুভূতি ও ভয় প্রকাশ করেন এবং বলেন "আমাদের পরিবারের মানুষজন বাড়িতে অপেক্ষা করছেন', এতে সকলে যেন তার প্রতি সহানুভূতি দেখান, এই প্রত্যাশা ছিল। বর্তমানে তিনি নেভাদায় কোয়ারান্টাইনে আছেন এবং এখনো তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন।
হ্যান্টাভাইরাস প্রতিরোধঃ এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন বা চিকিৎসা নেই। তবে এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কিছু পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। ইঁদুরের মূত্র, বিষ্ঠা, লালা, ও বাসার উপকরণের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন, কারণ এসব বর্জ্যের সংস্পর্শে ভাইরাসের কণিকা বাতাসে মিলিত হতে পারে। বাড়িতে ইঁদুর থাকলে তাদের বিতারণ করুন। ইঁদুরের উপদ্রব প্রতিরোধ করুন। বাড়ি পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আপনি যদি কোনোভাবে ইঁদুর বা হ্যান্টাভাইরাসের সংস্পর্শে আসেন, তাহলে নিজে পর্যবেক্ষণ করুন, শরীরের তাপমাত্রা ও লক্ষণ যাচাই করুন, অপরের সংস্পর্শ এড়ানোর চেষ্টা করুন। যদি কোনো উপসর্গ দেখা দেয়, তবে দ্রুত হাসপাতালে যান।

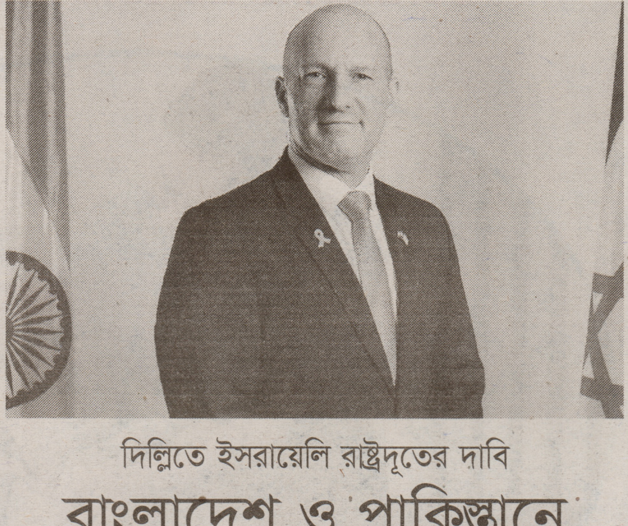

দিল্লিতে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতের দাবি

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হামাসের কার্যক্রম চলছে

নিউজ ডেস্ক

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের কার্যক্রম বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে চলছে বলে দাবি করেছেন ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার। একই সঙ্গে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীটির হামলার পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হামাসের সম্ভাব্য কার্যক্রম ইসরায়েল পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির জ্যেষ্ঠ নির্বাহী সম্পাদক আদিত্য রাজ কাউলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব দাবি করেন তিনি।
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হামাস-সংশ্লিষ্ট তৎপরতায় মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে চরমপন্থী প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছ বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলি ওই রাষ্ট্রদূত। সাক্ষাৎকারে আঞ্চলিক কূটনীতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় ইসলামাবাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মাঝে সেতু হিসেবে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রিউভেন আজার বলেন, ইসরায়েল পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না এবং তাদের কূটনৈতিক অবস্থানকে সতর্কতার সঙ্গে দেখে। ইসলামাবাদ নিজেকে আঞ্চলিক শান্তি প্রচেষ্টার অংশীদার হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং একই সঙ্গে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়া ও অঞ্চলের কিছু অংশে অস্থিরতা তৈরির অভিযোগ নিয়ে নজরদারির মুখোমুখি হচ্ছে। এর মাঝেই ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত এসব মন্তব্য করেছেন।
তিনি বলেন, "এমন কিছু দেশ আছে যারা মনে করে, শান্তি মানে এমন এক পরিস্থিতির প্রচার করা, যেখানে ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।" রিউভেন আজার বলেন, শান্তির বিষয়ে ইসরায়েলের ধারণা অঞ্চলের কিছু পক্ষের চেয়ে মৌলিকভাবেই আলাদা। এছাড়া কেবল পাকিস্তানের উদ্দেশ্য নিয়েই যে ইসরায়েল প্রশ্ন তুলছে তা নয়; আঞ্চলিক বিষয়ে কাতারের ভূমিকারও সমালোচনা করেন তিনি। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি এই রাষ্ট্রদূতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাবিটি ছিল হামাসকে কেন্দ্র করে। আজারের মতে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের হামলার পর থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হামাসের সম্ভাব্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল। কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ্যে থাকা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে বলে স্বীকার করলেও তিনি বলেন, এর বাইরেও কিছু কার্যক্রম থাকতে পারে; যা জনসাধারণের নজরের আড়ালে রয়েছে।
আমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হামাসের কার্যক্রমের ওপর নজর রাখছি মন্তব্য করে রিউভেন আজার বলেন, চরমপন্থী সংগঠনগুলো ৭ অক্টোবরের হামলাকে অন্য জায়গায় কার্যক্রম চালানোর একটি মডেল কিংবা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারে। এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি ওই অঞ্চলের সরকারগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ইসরায়েল তাদের এই উদ্বেগের কথা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে। ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত বলেন, চরমপন্থী আন্দোলনের ওপর নজর রাখেন এমন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ও ব্রিফিংয়ের জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত করেছেন। একই সঙ্গে তিনি জোর দিয়ে বলেন, কট্টরপন্থী নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য বিস্তার একটি বড় ধরনের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: aziz@nyhcs.org

www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Baily Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জি সেভেন: যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর পথে হাঁটছে মিত্ররা

নিউজ ডেস্ক

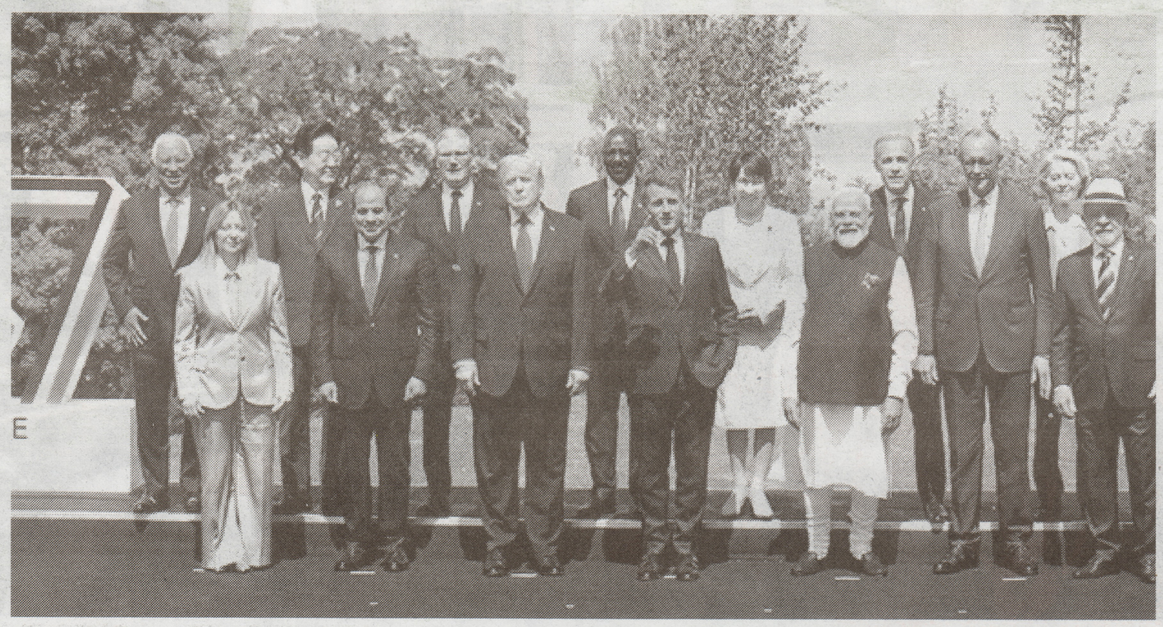

ফ্রান্সের এভিয়ান-লে-বেঁ শহরে বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি সেভেন এর সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান নতুনভাবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সে পৌঁছানোর আগে থেকেই মিত্রদেশগুলোর নেতাদের মধ্যে তাকে 'না' বলার প্রবল এক মানসিকতা তৈরি হয়েছে। বছরের পর বছর শুল্কের হুমকি, কূটনৈতিক টানাপোড়েন এবং প্রকাশ্য বাদানুবাদের পর, অনেক বিশ্বনেতাই এখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ট্রাম্প আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কোনও সাময়িক প্রতিবন্ধকতা নন, বরং এটিই এখন মার্কিন নীতির স্থায়ী চরিত্র।

ওভাল অফিসে কে বসলেন তা এখন আর বড় বিষয় নয়, এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হতে চলেছে। আর তাই, বিশ্বনেতারা কেবল ট্রাম্পকে তোষামোদ করার নীতি বাদ দিয়ে এমন এক ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য অংশীদার থাকবে না এবং ইউরোপও আমেরিকার সিদ্ধান্ত চোখ বন্ধ করে মেনে নেবে না।

জি সেভেনে ইরান সংকটের ছায়া :

১৫ জুন থেকে শুরু জি সেভেন সম্মেলনে ইরান যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনৈতিক অভিঘাতের স্পষ্ট ছায়া রয়েছে। যদিও ট্রাম্প গত রোববার যুদ্ধ অবসানে চুক্তি সইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন, তবুও এই যুদ্ধ ইতোমধ্যেই বিশ্ব জ্বালানি বাজারকে ওলটপালট করে দিয়েছে এবং নতুন করে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে। এ পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ফ্রান্সে আয়োজিত সম্মেলনে গেছেন এটি প্রমাণ করতে যে, তার কৌশল কার্যকর হয়েছে। কূটনীতি, বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নিরাপত্তা এবং চীনের ক্ষেত্রে মিত্রদেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন; সম্মেলনে সমবেত হওয়া অনেক নেতাই যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে একমত হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের চাপ প্রতিরোধে এবার তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ওয়াশিংটনভিত্তিক থিংক ট্যাংক 'কৌশলগত ও আন্তর্জাতিক অধ্যয়ন কেন্দ্র'-এর ইউরোপ, রাশিয়া এবং ইউরেশিয়া কর্মসূচির পরিচালক ম্যাক্স বার্গম্যান বলেন, "ইউরোপ এখন কয়েক বছর আগের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। ওয়াশিংটনের প্রতিটি দাবি মুখ বুঁজে মেনে নেওয়ার রাজনৈতিক সীমা এখন শেষ হয়ে গেছে।"

ইউরোপের স্বনির্ভরতার প্রশ্ন : যুক্তরাষ্ট্র এখনও পশ্চিমা সামরিক জোট নেটোর অপরিহার্য শক্তি, যা পারমাণবিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, গোয়েন্দা সক্ষমতা এবং নেটো জোটের প্রধান লজিস্টিক সরবরাহ করে। তবুও ইউরোপের অনেক নেতাই এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সংকটে নেতৃত্ব দিতে না চায় বা না দেয়, তাহলে বিশ্বের রূপ কী হবে?

ইরান সংকট নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজধানীতে তীব্র অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া সিদ্ধান্তের মাশুল গুণতে হচ্ছে তাদের। গ্রিনল্যান্ড দখল বিতর্ক ও নেটো জোটে ফাটল : এই সপ্তাহে ট্রাম্পের নির্ধারিত চারটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের তিনটিই হবে পশ্চিম এশিয়ার নেতাদের সঙ্গে। বিশ্বনেতারা ইরান যুদ্ধের স্থায়ী সমাধান চাইলেও এর প্রভাব এখনও রয়ে গেছে। তাছাড়া বিদেশে ট্রাম্পের কম জনপ্রিয়তার কারণে তার সঙ্গে যে কোনো করমর্দন, ছবি তোলা বা প্রকাশ্য আলিঙ্গন এখন মিত্র দেশগুলোর নেতাদের জন্য বড় ধরনের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করছে। তবে ইউরোপীয় নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রস্তুতি নিলেও, ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি কোনও প্রকাশ্য সংঘাতে জড়াতে চান না। তাই জি সেভেন সম্মেলনের আয়োজকরা এবার যে কোনও কূটনৈতিক জটিলতা এড়াতে সতর্ক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিন উদযাপনের জন্য সম্মেলনের সময়সূচি একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হোয়াইট হাউ য অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল "ইউএফসি ফ্রিডম ২৫০"। জে ে এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, যিনি গত বছর ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে এক উত্তপ্ত বৈঠকে জড়িয়েছিলেন, তাকে এবার আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। অন্যদিকে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ ট্রাম্পকে খুশি করতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে বিখ্যাত ভার্সাই প্রাসাদে এক রাজকীয় ব্যক্তিগত নৈশভোজের আয়োজন করেন।

তবুও বিশ্বনেতাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে ট্রাম্পের কোন রূপটি নেমে আসে তা আগে থেকে আঁচ করা। ট্রাম্প যেমন উষ্ণ ব্যক্তিগত কূটনীতি ও চুক্তি করতে পারেন, তেমনই মিত্রদের সঙ্গে প্রকাশ্য বাদানুবাদ, হঠাৎ নীতি পরিবর্তন এবং যত্ন সহকারে তৈরি করা ঐকমত্য থেকে এক নিমেষে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যও তিনি পরিচিত।

ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের এই খামখেয়ালি মেজাজ সামলানোর বিদ্যায় গত এক দশকে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন এবং গত বছরের বৈঠকগুলো ভালোভাবেই পার করেছিলেন। কিন্তু চলতি বছর সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে যায়, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেনমার্কের কাছ থেকে বরফে ঢাকা দ্বীপাঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে মরিয়া চেষ্টা শুরু করেন।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কোনো কোনো ইউরোপীয় নেতা আশঙ্কা করেছিলেন ট্রাম্প হয়ত ওই দ্বীপে মার্কিন সেনা পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে বসবেন। এমন পদক্ষেপ নিলে তা যুক্তরাষ্ট্রকে নেটোর প্রধান সামরিক রক্ষকের পরিবর্তে নেটোর জন্য প্রধান সামরিক হুমকিতে পরিণত করত। এই গ্রিনল্যান্ড কেলেঙ্কারি ইউরোপজুড়ে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তাকে তলানিতে নামিয়ে এনেছে। এমনকি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স এবং তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স যখন গ্রিনল্যান্ডের পিটুফিক স্পেস বেস পরিদর্শনে যান, তখন থেকেই ইউরোপের উদ্বেগ আরও বাড়ে।

বিশ্লেষক ম্যাক্স বার্গম্যানের মতে, "ইতিহাসবিদরা গ্রিনল্যান্ড বিতর্ককে সেই মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করবেন, যখন ট্রান্সআটলান্টিক জোটের ভাঙন সত্যিই শুরু হয়েছিল।" ইউরোপীয় নেতারা এখন নিজেদের প্রশ্ন করছেন, ট্রাম্পের সামনে নতজানু হয়ে আসলে তাদের লাভ কী?

ইউরোপীয় স্বায়ত্তশাসনের লড়াইয়ে ম্যাক্রোঁ : ইউরোপের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সবচেয়ে জোরালো সওয়াল করছেন সম্মেলনের আয়োজক দেশ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। বছরের পর বছর ধরে তিনি ইউরোপকে সামরিক ও কৌশলগতভাবে স্বাধীন হওয়ার তাগাদা দিচ্ছেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের সঙ্গে ইউরোপের অগ্রাধিকার না মিললেও তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এবং প্রভাব ধরে রাখতে পারে।

নিজের প্রেসিডেন্সির শেষ বছরে এসেও ম্যাক্রোঁ এই ধারণার পক্ষে লড়ছেন, যদিও কিছু ইউরোপীয় দেশ এখনও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ছত্রছায়াই বেশি পছন্দ করে। হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ট্রাম্প ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিজেদের প্রতিরক্ষায় আরও বেশি অর্থ ব্যয়ের জন্য চাপ দেওয়া বজায় রাখবেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে নেতৃত্ব দিতে পারে না। ইউরোপের অনেক দেশেরই প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বড় বোঝা ভাগ করে নেওয়ার অসাধারণ সক্ষমতা রয়েছে।" এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমালোচনায় আরও বেশি সোচ্চার হয়েছেন।

গত এপ্রিলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে তিনি সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, "আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এটি এমন এক অনন্য মুহূর্ত যেখানে একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, একজন রুশ প্রেসিডেন্ট এবং একজন চীনা প্রেসিডেন্ট, সবাই ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তাই আমাদের জেগে ওঠার এটিই সঠিক সময়। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ইউরোপীয় হিসেবে আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।"

তবে মাক্রোঁর এই স্বাধীন চেতনার মানে ট্রাম্পকে পুরোপুরি পরিহার করা বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা নয়। তিনি প্রায়ই ট্রাম্পের অহংবোধকে খুশি করতে নানা জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন করেন, যেমন আইফেল টাওয়ারে আতিথেয়তা, বাস্তিল দিবসের সামরিক প্যারেডে ট্রাম্পকে ফ্রন্ট-রো সিট দেওয়া কিংবা নটরডেম ক্যাথেড্রালের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানে ট্রাম্পকে স্বাগত জানানো। কিন্তু সাম্প্রতিক ইরান যুদ্ধ ইউরোপের রাজনীতিবিদদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট থেকে দূরত্ব বজায় রাখার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ইউরোপীয় মিত্রদের অস্বস্তি : ট্রাম্পের কিছু ঘনিষ্ঠ মিত্রর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। তিনিও এখন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। গ্রিনল্যান্ড সংকট ও ইরান যুদ্ধবিধ্বস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতির কারণে ট্রাম্পের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাজনৈতিকভাবে আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম জি সেভেন সম্মেলনে যোগ দেওয়া সানায়ে তাকাইচি অবশ্য ট্রাম্প এবং মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদারদের সাথে জাপানের সুসম্পর্ক ব্যবহার করে এই উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা নিতে আগ্রহী।

তবে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে আছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল। নিজ দেশে নেতৃত্বের বড় চ্যালেঞ্জ এবং রাজনৈতিক জনপ্রিয়তার সংকটে থাকা স্টারমার ইরানে মার্কিন হামলায় যোগ না দেওয়ায় ট্রাম্পের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েছেন।

All County Health Care
NYS Licensed Home Care Agency
PCA/HHA/LHCSA/DAY CARE/ PCA Training সকল সার্ভিস একই অফিসে
ALL COUNTY MEDICAL TRAINING SCHOOL
ALL COUNTY SOCIAL ADULT DAY CARE
Tel: 646 444 2266
150-47 HILLSIDE AVE JAMAICA, NY 11432
718-593-0932
allcountyhealthcaregroup.com
88-11 179 PLACE, JAMAICA, NY 11432

বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত গাড়িতে ময়নু জামান চৌধুরী ছবি-বাংলা গেজেট

গাড়ির চারপাশেই বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত স্টিকার ছবি-বাংলা গেজেট

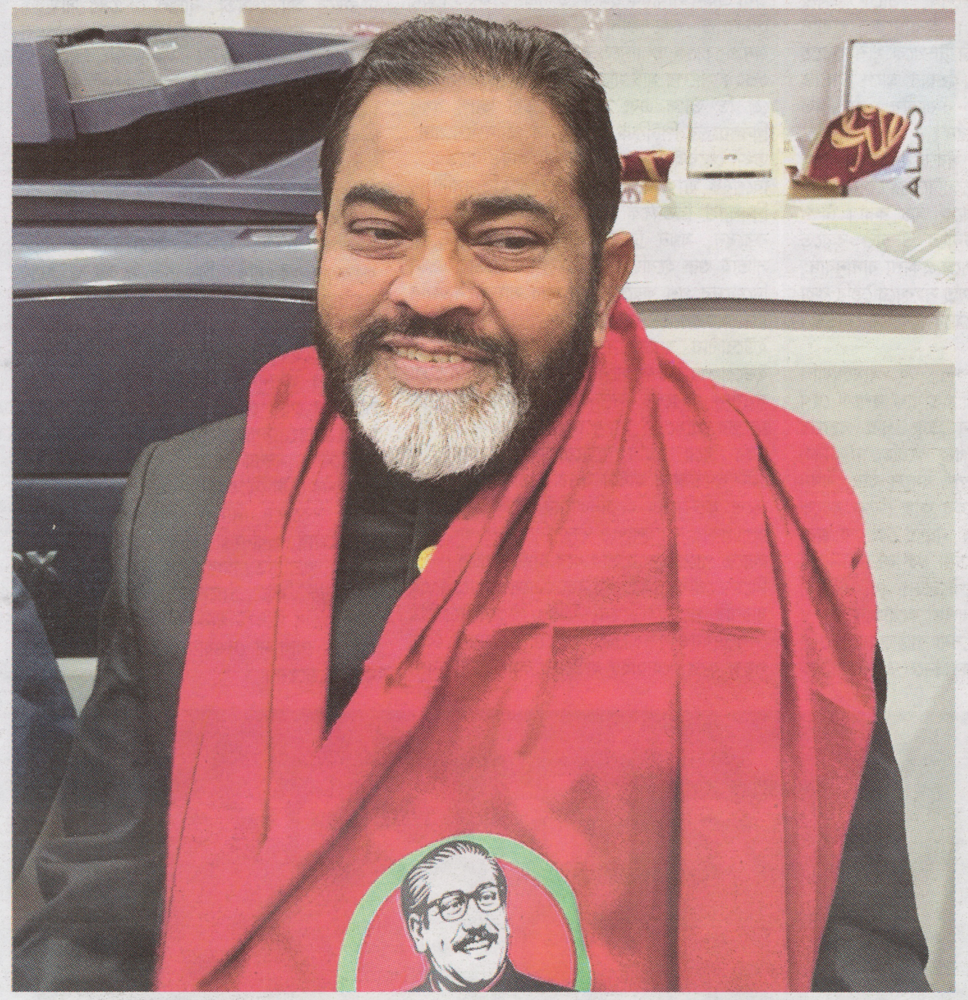

বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত উত্তরীয় গায়ে ময়নু জামান চৌধুরী ছবি-বাংলা গেজেট।

বিয়ানিবাজারে বীর মুক্তিযোদ্ধা খসরুজ্জামান চৌধুরী পাঠাগার ছবি-বাংলা গেজেট।

ময়নু জামান চৌধুরী: একজন অন্তঃপ্রাণ বঙ্গবন্ধু অনুরাগী

[শেষ পৃষ্ঠার পর] রহমানকে দেশি-বিদেশি সকল মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় তার উজ্জল উদাহরণ হচ্ছেন ময়নু জামান চৌধুরী। তার এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের একমাত্র কারণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার অসীম আবেগ, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টে দেশি-বিদেশি চক্রান্তের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজন হতবিহ্বল ও বিচলিত হয়ে পড়েন। ৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িসহ সারাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল স্মৃতিচিহ্ন মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এই ঘৃণ্য অবমাননা ও অসম্মান প্রবাসে যারা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত শুধু তাদের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেনি, যারা দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করেন তাদেরই অন্যতম ময়নু জামান চৌধুরীও প্রতিবাদ করেছেন।

এখানকার নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে সিলেটের বিয়ানীবাজার থেকে আসা ময়নু জামান চৌধুরীর আগে খুব বেশি পরিচিতি ছিল না। চাকরি, ব্যবসা আর পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সময় কাটিয়েছেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত তার পরিচয় ছিল মূলত একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও একজন নীরব সমাজসেবক হিসেবে। কিন্তু ৫ আগস্টের পর প্রবাসীদের মাঝে তার পরিচিতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পেছনের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ঘৃণ্য অবমাননা ও অশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে তার ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিবাদ।

৫ আগস্টের পর নিউইয়র্কে যখন অনেকেই প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি চরম অবমাননা ও অসম্মানের প্রতিবাদ জানাতে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন তখন ময়নু জামান চৌধুরী তার ব্যক্তিগত গাড়িতে বঙ্গবন্ধুর পোস্টার ও স্টিকার লাগিয়ে নিউইয়র্ক শহরে বীরত্বের সাথে চলাফেরা শুরু করেন, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তার এই ব্যতিক্রমধর্মী তথা সাহসী প্রতিবাদ নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি বিশেষ করে যারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেন তাদের দারুণ প্রশংসা কুড়াচ্ছে। বাংলাদেশের এই দুঃসময়ে ময়নু জামান চৌধুরীর এই সাহসী কাজের জন্য তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং এটি অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

ময়নু জামান চৌধুরী ময়নু জানান, যখনই তিনি তার গাড়ি নিয়ে বের হন তখনই উৎসুক লোকজন তার গাড়িতে লাগানো বঙ্গবন্ধুর পোস্টার দেখে অবাক ও অভিভূত হন এবং বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বর বাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে তার ভাস্কর্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল চিহ্ন মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলা হয়েছে তা তাঁকে খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত করেছে।

ময়নু বলেন, ৫ আগস্টের পর যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা ও অশ্রদ্ধা করা হয়েছে তা খুবই নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ। “এর প্রতিবাদ স্বরূপ এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার গভীর আবেগ, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার কারণে আমি এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি এবং আমি তা অব্যাহত রাখতে চাই,” যোগ করেন মৃদুভাষী ময়নু। ময়নু দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেন, এটাই তো সময় বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান জানানো এবং সে দায়িত্বটি আমি স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছি।

ভাগ্যের অন্বেষণে ১৯৭৯ সালে পাড়ি জমান সৌদি আরবে এবং সেখানে ডিসপ্রো (উরংঢ়ৎড়) নামে একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে অপারেটর-কাম-সুপারভাইজার হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করেন। সৌদি আরবে ৭ বছর কাজ করার পর তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে যান। একই বছর বাংলাদেশ থেকে ট্যুরিস্ট ভিসায় কিছুদিনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। দুইবছর পর আবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং তারপর থেকে তিনি স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। নিউইয়র্কে এসে তিনি প্রথমে ব্রঙ্কস এলাকায় বাসা নেন এবং সেখানে দুইবছর থাকার পর এস্টোরিয়ায় চলে আসেন। তারপর থেকে অদ্যাবধি সেখানেই পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন।

ময়নু চৌধুরীর জন্ম সিলেটের বিয়ানীবাজারের মরিয়া ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। ১৯৮৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে করেন এবং তার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশের পাবনায়। তিনি বর্তমানে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এরইমধ্যে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। এদের নিয়ে এখন বিশ্বের রাজধানী বলে পরিচিত নিউইয়র্কে বসবাস করছেন।

নিউইয়র্কে তার কাজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সিলেটের বিয়ানীবাজারের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উঠে আসা ময়নু বলেন, সৌদি আরবে থাকতে তাঁকে জীবনের তাগিদেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। “যদিও সবাই বলে নিউইয়র্কে কাজ করা খুবই পরিশ্রমের কিন্তু সৌদি আরবে সেই সময়ের কঠোর পরিশ্রমের অভিজ্ঞতার কারণে নিউইয়র্কে আমার জন্য কাজ করা সহজ হয়ে গেছে,” মন্তব্য করেন তিনি।

ময়নু নিউইয়র্কে প্রথমে কাজ শুরু করেন ম্যানহাটানের একটি ইলেকট্রনিকসের দোকানে। একজন সিরিয়ান বংশোদ্ভূত জুইশ আমেরিকান ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন এই দোকানে তিনি প্রথমে স্টক ম্যানেজার হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে কাজের সুনামের পুরস্কার হিসেবে ধাপে ধাপে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও ম্যানেজার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ম্যানহাটানের সেই ইলেকট্রনিকসের দোকানে কাজ করেন টানা ২১ বছর। ৯/১১ এর পর যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা শুরু হলে দোকানের মালিক ওই দোকান বিক্রি করে দেয়। ওই সময় সেই দোকানের মালিক দোকানের অর্ধেক শেয়ার তার কাছে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে জানান ময়নু। কিন্তু ধর্মীয় কারণে কিছু মানুষ নিরুৎসাহিত করায় তিনি সেই প্রস্তাবে সম্মত হননি, যা তার জীবনের অন্যতম বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে তিনি এখনো মনে করেন। সেই দোকানের চাকরি চলে গেলে তিনি শুরু করেন স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের ব্যবসা। কিন্তু সেই ব্যবসায় থিতু হওয়ার আগেই ২০০৭/২০০৮ সালে শেয়ার মার্কেটে ধ্বস নামে।

যার দরুন অনেকের সাথে তাঁকেও বিপুল অংকের আর্থিক লোকসান গুনতে হয় বলে তিনি জানান। এরপর চার বছর তেমন কিছু না করতে পেরে পরে তিনি যোগ দেন একটি লিমুজিন কোম্পানিতে এবং সেখানে ৯ বছর কাজ করেন। এই কোম্পানিতে কাজ করার সময় ২০২০ সালে করোনার প্রাদুর্ভাবের সময় অনেকের মতো তিনিও করোনাতে আক্রান্ত হন। তখন তিনি প্রায় আড়াই মাস কর্নেল হসপিটালে আইসিইউতে ছিলেন এবং মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে একসময় সুস্থ হন। সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর ময়নু চৌধুরী যুক্ত হন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়, যা এখনো তিনি করছেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন। সিলেটের বিয়ানীবাজারে নিজের চাচা সাবেক সচিব খসরুজ্জামান চৌধুরীর নামে প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, যেখানে বঙ্গবন্ধুসহ সকল জাতীয় নেতার ওপর লেখা বই রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ৫ আগস্টের পর একটি চিহ্নিত মহল তার গড়া সেই লাইব্রেরিতে হামলা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল। যার কারণে প্রায় ৭ মাস এই লাইব্রেরির কার্যক্রম বন্ধ ছিল। পরে হুমকি সত্ত্বেও এটি খুলে দেওয়া হয় এবং বর্তমানে এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি। ময়নু কিছুটা ক্ষোভের সাথে উল্লেখ করেন, আমার কাছে থেকে অনেকেই বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত স্টিকার নিয়েছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কারো গাড়িতে তা দেখিনি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঐক্য সেবা শান্তি

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

তারিখঃ ২০ জুন শনিবার

স্থান:
বেল্টমন্ট লেক স্টেট পার্ক
ওক প্যাভিলিয়ন

বিশেষ আকর্ষণ
র‌্যাফেল ড্রঃ,
মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
ও খেলাধুলা

বাস ছাড়ার স্থান
528 McDonald Ave, Brooklyn
200 Forbell St. Ozone Park
সকাল: ৮:০০টা

ধন্যবাদান্তে

আহবায়ক:
আলহাজ্ব মাস্টার সানা উল্লাহ
৩৪৭-২৭২-৭১৮০

প্রধান সমন্বয়কারী
মোঃ হাসান মহিউদ্দিন
৯১৭-৬২৭-১০৫১

সদস্য সচিব
প্রিন্স মুরাদ
৭১৮-৪৫০-৭২৩৩

যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ মনিরুজ্জামান সোহাগ

আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা
আলহাজ্ব আবুল বাশার ভূইয়া

সভাপতি
হাজী মো: জাফর উল্যাহ
৯১৭-৩৬১-০১০৪

সাধারণ সম্পাদক
মোঃ আকবর হোসেন মাস্টার
৩৪৭-২৪৭-৩৯২২

সন্দীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র
Sandwip Pourashava Kollan Somity USA

তোফায়েল আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন স্মরণ সমাবেশে বক্তব্য দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান
ছবি-বাংলা গেজেট

ফ্লোরিডায় তোফায়েল-মোশাররফ স্মরণ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি

সদ্য প্রয়াত মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন স্মরণে ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগ গত ১১ জুন এক দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। মায়ামির লেইক ওয়ার্থে ক্র্যাজি ম্যারিয়ো রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত এ শোক-সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন

ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নান্নু আহমেদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুজিব উদ্দীনের পরিচালনায় মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এ কে এম রহমতুল্লাহ আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহ-ফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের (দক্ষিণ) সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এম ফজলুর রহমান বলেন, অবৈধ, অযোগ্য, অনির্বাচিত, অসাংবিধানিক ও দখলদার ইউনূস সরকারের উত্তরসূরি বিএনপি বাংলাদেশের সুর্য সন্তানদের যথাযথ সম্মান না দিয়ে এটাই প্রমাণ করেছে যে, বিএনপি সরকার জনগণের সরকার নয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারি সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আরো বক্তব্য রাখেন ফ্লোরিডা স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সালমা রহমান মিনু, নাফিজ আহমদ, শেখ বাবুল এবং এম রহমান জহির, সিনিয়র সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল চৌধুরী এবং কাজী শাফায়েত, যুগ্ম সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম খান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদুর রহমান, আলী আক্কাস, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবু, শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক মুজাম্মেল হক, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক আবু জাকের খান বাবু, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. আসমা আক্তার রুবী, সদস্য এ, কে, এম তাজুল ইসলাম, যুবলীগের সহ-সভাপতি আনোয়ারুল শাহীন, মহিলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডলি আহমেদ, সেলিনা চৌধুরী প্রমুখ।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগ নেতা এ, কে, এম তাজুল ইসলাম।

আপন আলোয় উদ্ভাসিত আলফি নাশিয়া

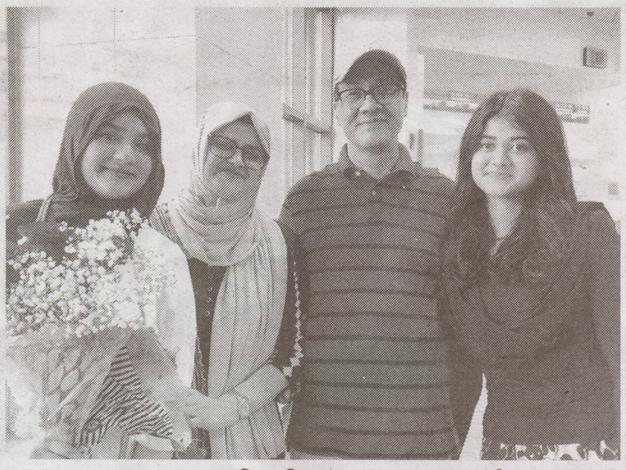

মা-বাবা ও বোনের সাথে আলফি নাশিয়া
ছবি-বাংলা গেজেট

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটি হাই স্কুলের কৃতি ছাত্রী আলফি নাশিয়া দ্বাদশ গ্রেডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। সে তার অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আইভি লীগের "ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভোনিয়া'য় ভর্তির সুযোগ পেয়ে সবাইকে গর্বিত করেছে।

আলফি নাশিয়ার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, ২০০৭ সালে। তার বাবা মো. নাজিম উদ্দিন ও মা সাবিনা আক্তার কমিউনিটির পরিচিত মুখ। দুই বোনের মধ্যে আলফি নাশিয়া বড়। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের প্রবীণ আইনজীবী আলহাজ্জ এডভোকেট নূর আহমেদের নাতনি আলফি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজেও নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। অবসর

সময়ে সে সিনেমা দেখতে ভালোবাসে, ছবি আঁকে এবং রান্নার নতুন নতুন রেসিপি শেখে। বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়াকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বেছে নেয়া আলফির ইচ্ছা ডাক্তার হওয়া, আর তা হতে পারলে তার অদম্য বাসনা বাংলাদেশের গরিব-দুঃখী মানুষদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেওয়া।

Faheem Hossain
Mortgage Broker

P: 718-864-4417
E: faheem@gorascal.com
185 Wythe Ave Suite A2, Brooklyn, NY 11249
gorascal.com

GoRascal

ind nmls 1024024 co nmls 2072896

হোমিও চিকিৎসা
রোগীর সাথে বিস্তারিত আলাপ করে আমরা নিউইয়র্ক সিটির বাহিরেও ঔষধ মেইল করে থাকি।

এফ হক
হোমওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. HOM (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যাথা, পাইলস্, গ্যাস্ট্রিক, কিডনি ও প্রশ্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

USA HOMEOPATHY INC.
CELL: 347-596-3111, 347-485-8020
37-15 73RD STREET, BANGLADESH PLAZA (LOWER LEVEL)
JACKSON HEIGHTS, NEW YORK 11372
BUSINESS HOUR: EVERYDAY 4PM-11AM

ALL COUNTY HOME CARE

WE ARE NOW AN OFFI CIAL PROVIDER FOR
RIVERSPRING

ENROLLMENT STARTS TODAY

✔ Home Care Services
✔ Day Care Services

We warmly welcome your referrals!

646-444-2266
180-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Muhammad Kader, CIP
President & CEO, All County Healthcare
180-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

ছবি-বাংলা গেজেট।

সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের

[শেষ পৃষ্ঠার পর] কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে সদস্য-সংগ্রহের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দেবে এই আহবায়ক কমিটি। গত ১৩ জুন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীনে 'লিটল বাংলাদেশ' এলাকায় অবস্থিত রাঁধুনি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানকারি সাবেক সভাপতি, সেক্রেটারিসহ বিশিষ্টজনদের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আহবায়ক কমিটির সদস্যরা হলেন আবুল কাশেম (অর্থ), মোহাম্মদ নোয়াব, হুমায়ূন কবির, মবিনুল হক সুমন, মোহাম্মদ মামুন, ছায়দুল কাদের এবং তরিকুল ইসলাম মাসুম।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে গঠিত কমিটির মেয়াদ ছিল দুই বছরের। কিন্তু অতিবাহিত হচ্ছে নয় বছর। কোনো কর্মসূচি পালনেও সক্ষম হয়নি। বারবার তাগিদ দিয়েও সংগঠনকে গতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণে সীমাহীন অনীহার পাশাপাশি রীতি অনুযায়ী সদস্য নবায়ন/নতুন সদস্য তালিকাভুক্তির ন্যূনতম কোনো উদ্যোগ নেয়নি এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। এ অবস্থায় ৩৯ বছরের পুরনো সংগঠনটি বিলুপ্তির উপক্রম হওয়ার ক্ষণে সকলকে অব্যাহতি দিয়ে এই আহবায়ক কমিটি গঠিত হলো। সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী এবং পরিচালনা করেন যৌথভাবে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সেলিম এবং সিরাজুল মাওলা। প্রধান অতিথি ছিলেন সন্দ্বীপের সন্তান ও ব্রুকলীনে বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আলহাজ্ব মো. আবুল হাশেম। সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকপাত করেন সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোতাহার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুল মাওলা, আলহাজ মফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম বাবুল, আলহাজ নূরল আমিন এবং আলহাজ মোস্তফা কামাল পাশা। স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আরো বক্তব্য দেন আব্দুল হামিদ, মোশারফ হোসেন, মো. শাহাদৎ, মবিনুল হক সুমন, মাইনুল আবেদিন বাবুল, ছায়দুল কাদের, মোহাম্মদ নোয়াব, কাজী হায়াত নজরুল, আবুল কাশেম, মোহাম্মদ তাদের, মোহাম্মদ কামরুল, মেসবাহউদ্দিন, ইসমত হক খোকন, আব্দুল কাদের মিয়া, মোবারক হোসেন, নুরল ইসলাম নজরুল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউল আলম জগলু, মেজবাহউদ্দিন তুহিন, আবুল হাসান মহিউদ্দিন প্রমুখ।

এ সময় অভিযোগ করা হয় যে, ২০১৭ সালে গঠিত কমিটির সভাপতি আশরাফউদ্দিনসহ কর্মকর্তাদের কেউই যোগ্যতার ন্যূনতম স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম না হওয়ায় প্রবাসের সন্দ্বীপবাসীর আস্থা হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কসহ সমগ্র আমেরিকায় বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জনকারি 'সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন'কে সেবামূলক অলাভজনক সংগঠনের চরিত্র পাল্টিয়ে বাণিজ্যিক সংগঠন হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। এ নিয়ে অনেকের মাঝে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা গেছে। আলোচনাকালে আরো জানানো হয় যে, সংগঠনকে স্থবিরতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অভিযুক্ত কমিটির অনেকেই পদত্যাগ করেছেন কিংবা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগেই। এ অবস্থায় আশরাফউদ্দিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই সভায় এসে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যার পর নবউদ্যমে সংগঠনকে গতিশীল করার প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু তিনি আসেননি।

সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের হারানো ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্পে গঠিত এই কমিটির আহবায়ক সিরাজুল মাওলা এবং সদস্য সচিব মো. আব্দুল কাদের মিয়াসহ সবাই সন্দ্বীপবাসীর কাছে আন্তরিক সহযোগিতা চেয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় স্থবিরতায় আক্রান্ত সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন আবারো গতি পাবে বলে সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা। কারণ আহবায়ক কমিটির সবাই নানা ক্ষেত্রে সাংগঠনিকভাবে বেশ সরব। পেশাজীবী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে কমিউনিটি সার্ভিসে নিবেদিতপ্রাণ সিরাজুল মাওলা এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ছাড়াও চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা এবং মানবতার কল্যাণে নিরন্তরভাবে কর্মরত 'আব্দুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান মো. আব্দুল কাদের মিয়ার সমন্বয়ে এসোসিয়েশনকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকবে না বলে মন্তব্য অভিজ্ঞজনদের।

সভায় বক্তব্য দেন নজরুল ইসলাম বাবুল

ছবি-বাংলা গেজেট।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারস্থ ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী

POPULAR CAPITAL INC

Ph: +1 (800) 990 8307
www.popularcapitalinc.com

কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Hard Money / Private Money Lender

FIX & FLIP LOANS
NEW CONSTRUCTION LOANS
MULTIFAMILY BRIDGE
LANDLORD MORTAGE

UPTO
85% LTC/LTV
100% CONSTRUCTION COSTS
75% ARV
6 - 18 MONTHS
90% REHAB

$75K up to $10M

20% Down Payment-এ No Doc Loan

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
Loan Originator & CEO
NMLS # 2316476

সকল প্রকার বৈধ ব্যবসায়ে লোন দিয়ে থাকি

- Working Capital Loan
- Business Line of Credit
- At Sight LC
- Merchant Cash Advance
- Business Acquisition Loan
- Equipment Financing

Corporate Office :
One World Trade Center (85th FL)
285 Fulton St, New York, NY-10007

Mid Town Office:
1407 Broadway (Suite # 2312)
New York, NY-10018

Loan Officer Wanted
Broker Welcome

অতিথি-কর্মকর্তাদের পাশে নিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দোহার উপজেলা সমিতির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ ছবি-বাংলা গেজেট

দোহার উপজেলা সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখার সংকল্প

অজিৎ ভৌমিক

দলমত নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে মানবতার কল্যাণে নিবেদিত থাকার পাশাপাশি প্রবাস প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে রাখার সংকল্পে গত ১৩ জুন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্রস্থ দোহার উপজেলা সমিতির নতুন কমিটির কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হলেন। সংগঠনের বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ এ সময় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করতে দোহারবাসীর অবদান যেমন অনস্বীকার্য, ঠিক একইভাবে আজকের অনুষ্ঠানে সুদূর এই প্রবাসেও দোহারের অপরিহার্যতাকে দৃশ্যমান করছে। রাজধানী ঢাকার প্রায় সব এলাকার বিশিষ্টজনদের সরব উপস্থিতি কমিউনিটির এগিয়ে চলার পথেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। গিয়াস আহমেদের আহবানে বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। অভিষেক উৎসবের জন্য গঠিত কমিটির আহবায়ক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দুলাল বেহেদুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোমা এস সাঈদ।

নতুন কমিটির অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন সভাপতি-মোস্তফা কামাল মুকুল, সাধারণ সম্পাদক-রবিউল আলম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট-শাহিনুর রহমান বিপ্লব, ভাইস প্রেসিডেন্ট-সাইফুর রহমান টুটুল এবং ডা. নিজামউদ্দিন খান, যুগ্ম সম্পাদক-রহমতউল্লাহ, সহকারি সাধারণ সম্পাদক-বিমল চন্দ্র বর্মন এবং ওয়াহিদুর রহমান খান মুক্তি, সাংগঠনিক সম্পাদক-আসিয়া আকতার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক-ইমরান আহমেদ পরশ, কোষাধ্যক্ষ-আবুল কালাম আজাদ পনির, প্রচার সম্পাদক-সুমন মাহমুদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-জিয়াসমিন রহমান ডালিয়া, সহকারি সাংস্কৃতিক সম্পাদক-কানিজ দিপ্তি, ক্রীড়া সম্পাদক-শোয়েব আকতার, সহকারি ক্রীড়া সম্পাদক-শওকত হোসেন শুভ, মহিলা সম্পাদক শাহিনা আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক-তাহমিনা আকতার মায়া, সহকারি সমাজকল্যাণ সম্পাদক-মাহফুজ খান শিমুল, আন্তর্জাতিক সম্পাদক-কবির আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক-মো. সিদ্দিকুর রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক-জাকির হওলাদার কাঞ্চন, সহকারি আপ্যায়ন সম্পাদক-আবুল কালাম আকন্দ, ধর্ম সম্পাদক-আল্লামা ইকবাল এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন দুলাল বেহেদু, সৈয়দ শফিকুর রহমান তপন, হীরা খান, মোস্তাকুর রহমান খান, আলমগীর কবির সেন্টু, নুরুন্নাহার আকতার হ্যাপি, কাজী আকতার পল্লবী, জাকির হোসেন, আব্দুল গফুর, আব্দুর রৌফ চকদার, আব্দুল আজিজ, শফিউদ্দিন সোফা এবং সাইফুল ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টা-হাফিজুর রহমান গীনি, সালাহউদ্দিন আহমেদ খোকন, আলম হোসেন আলমগীর, আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, আব্দুর রাজ্জাক নান্নু, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জাহাঙ্গির আলম মন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভূইয়া, নজরুল ইসলাম ব্যাপারি, শফিকুল আলম বরকত, ইঞ্জিনিয়ার মাহবুব আহমেদ এবং মো. ইয়াকুব আলী।

প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপক শারমিন সিরাজ সোনিয়ার সাবলিল সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন হাফিজুর রহমান গীনি, রোকসানা মির্জা, মোস্তফা কামাল মুকুল, ডালিয়া রহমান, কানিজ দীপ্তি প্রমুখ। এর আগে অতিথিদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গিয়াসউদ্দিন, আমিনুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্নে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান দুলাল বেহেদু এবং আবুল কালাম আজাদ পনির। পরিবর্তিত ব্যবস্থাপনায় 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'র আন্তরিক আতিথেয়তায় সুস্বাদু ডিনারের মাধ্যমে গভীর রাতে সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরেন তৃপ্তির ঠেকুর তুলতে তুলতে।

স্বাগত বক্তব্য দেন অভিষেক উৎসব কমিটির আহবায়ক দুলাল বেহেদু ছবি-বাংলা গেজেট

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোলাম ফারুক শাহীন ছবি-বাংলা গেজেট।

তারেক রহমানকে অভিনন্দন

প্রথম পৃষ্ঠার পর] সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ। শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এজাজ আহম্মেদ শাহীন। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শাহজাহান সিরাজ এবং পরিচালনা করেন সৈয়দ জিল্লুর রহমান জিল্লু। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ আবদুল লতিফ সম্রাট। গেস্ট অব অনার ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির বিশেষ সহকারী গোলাম ফারুক শাহীন। প্রধান বক্তা ছিলেন স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রইসউদ্দিন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া (সদস্য-সচিব, জাতীয়তাবাদী কৃষক দল, যুক্তরাজ্য), সৈয়দ রফিউল হক (সাবেক চেয়ারম্যান গালিমপুর ইউনিয়ন, বড়ুরা, কুমিল্লা), বদরুল হক আজাদ (সাবেক যুগ্ম আহবায়ক-নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি), দেওয়ান কাউছার (সাবেক যুগ্ম আহবায়ক-নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি), আশরাফ হোসেন (সাবেক যুগ্ম আহবায়ক-নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি)।

অনুষ্ঠানে সুদূর বাফেলো থেকে টেলিফোনে বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা জসিম উদ্দিন ভিপি (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি)। আরো বক্তব্য রাখেন রুমানা আক্তার জুথী, কাওছার আহম্মেদ, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, নাজমুল হাসান, ইকবাল হোসেন, মোহাম্মদ আরিফ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। বক্তারা লং আইল্যান্ডের সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করার জন্য নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। শেষে সুস্বাদু খাবার ও সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আগে ছিল গোপালগঞ্জ, এখন কী বলব 'সবার আগে বগুড়া': সংসদে এনসিপি সদস্য

ঢাকা সংবাদদাতা

বাজেটে আঞ্চলিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে বগুড়ায় বেশি দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে জাতীয় সংসদে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির সদস্য আতিকুর রহমান মোজাহিদ বলেছেন, আগে শোনা যেত সবার আগে গোপালগঞ্জ, এখন কি বলা হবে সবার আগে বগুড়া? বৃহস্পতিবার সংসদের বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি আঞ্চলিক বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এনসিপির এই সদস্য বলেন, 'নিন্দুকেরা বলে, নতুন একটা উপজেলার আবির্ভাব ঘটেছে-এটাকে নবাবী উপজেলা বলা হচ্ছে। আমি বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার কথা বলছি। যেখানে অন্যান্য এলাকা বাজেট পায় না, সেখানে এক উপজেলায় ৭৬ কোটি টাকা চলে যায়।"

আতিক মোজাহিদ বলেন, "আগে শুনতাম সবার আগে গোপালগঞ্জ। এখন কি আমরা বলব সবার আগে বগুড়া?

"আমরা এই বাংলাদেশ চাই না। সবার আগে বাংলাদেশ হলে প্রতিটা প্রান্তের মানুষের জন্য সমান ধরনের বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।"

প্রস্তাবিত ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনায় প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি, আঞ্চলিক বরাদ্দে বৈষম্যের অভিযোগ, শিক্ষা খাতের অনিয়ম এবং বাজেট বাস্তবায়নে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য। কুড়িগ্রাম-২ আসনের এমপি আতিক মোজাহিদ দাবি করেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাতে উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্দ যথেষ্ট নয়।

প্রতিরক্ষা খাতে ৪২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা তুলে ধরে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক এনসিপির এই সদস্য বলেন, 'এর মধ্যে ৩৫ হাজার কোটি টাকাই পরিচালনা ব্যয়; বাকি ৭ হাজার কোটি টাকা দিয়ে আধুনিক প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা কঠিন।"

তিনি বলেন, "এই আজাদী ভূমিকে রক্ষার জন্য যদি এক বেলা না খেয়েও থাকতে হয়, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে বেশি বরাদ্দ দিতে হবে।"

'আমিই বস'

প্রথম পৃষ্ঠার পর] যোগ দেওয়ার সময়। সেখানে উপস্থিত রাষ্ট্রনেতা এবং সাংবাদিকদের সামনে ট্রাম্প নিজেকে 'বস্' বলেছেন। তার এই কথায় আলোচনার টেবিলে বসে থাকা জি-সেভেন নেতাদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে যায়।

অধিবেশন কক্ষে সম্মেলনের নেতাদের সবার শেষে প্রবেশ করেছিলেন ট্রাম্প। সেখানে বিশ্ব বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর পাশের আসনে বসার জন্য এগিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাম্প ওই মন্তব্য করেন। আন্তর্জাতিক নানা সংকট, ইউক্রেন যুদ্ধ, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির চেষ্টার মতো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় সম্মেলনের গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে ট্রাম্পের ওই কৌতুকপূর্ণ বক্তব্য এবং নেতাদের হাস্যরসে হালকা মেজাজের এক আবহ তৈরি হয়।

নেতারা পরে ইরানের সঙ্গে ট্রাম্পের প্রাথমিক শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে এটি বাস্তবায়নে সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে জানান, যদিও চুক্তিটির বিস্তারিত খুঁটিনাটি এখনও প্রকাশ পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্ররা ইরান-যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিক সমঝোতা স্মারককে প্রকাশ্যে সমর্থন দিলেও কূটনীতিকরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে স্থায়ী কোনো চুক্তি হওয়া কিংবা পশ্চিম এশিয়ায় ছায়া গোষ্ঠীগুলোকে ইরানের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করার বিষয়টি এখনও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে।

ইতোমধ্যে ট্রাম্পের সঙ্গে রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক হয়েছে। জি সেভেন ভুক্ত দেশগুলো একটি যৌথ বিবৃতিও দিয়েছে। বুধবারের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল দুষ্প্রাপ্য খনিজ এবং অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা। রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও তার মিত্ররা এবারের সম্মেলনে ট্রাম্পকে একথা বোঝানোর আশা নিয়ে এসেছিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের অগ্রগতি ফল দিচ্ছে এবং শান্তি আলোচনায় রাশিয়া একতরফাভাবে শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থানে নেই।

সম্মেলনের যৌথ বিবৃতি এবং নেতাদের মন্তব্য থেকে এ আভাসই পাওয়া গেছে যে, ট্রাম্প ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে নিয়ে দীর্ঘদিনের সংশয়ের পর এবার তার প্রতি আন্তরিক হয়েছেন।

তবে রাশিয়াকে শান্তি আলোচনায় বাধ্য করার ক্ষেত্রে এখনও অনেকটাই ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হবে।

মেসির হ্যাটট্রিকে আর্জেন্টিনার উড়ন্ত শুরু

স্পোর্টস ডেস্ক

আর দিন পাচেক পরেই বয়স হবে ৩৯। বেশির ভাগ ফুটবলারের ক্যারিয়ারের এপিটাফ লেখা হয়ে যায় এর অনেক আগেই। কিন্তু নামটি যখন লিওনেল মেসি, সাধারণ হিসাবের গণ্ডিতে তো তাকে আটকে রাখা যায় না! এই বয়সেও নতুন ইতিহাস লিখলেন তিনি বিশ্বকাপে নিজের প্রথম হ্যাটট্রিক উপহার দিয়ে। বিশ্বকাপ ইতিহাসেও গোলের তালিকায় পৌঁছে গেলেন চূড়ায় অধিনায়কের অবিস্মরণীয় দিনটিতে বড় জয়ে শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করল আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপের 'জে' গ্রুপের ম্যাচে ১৭ জুন আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ক্যানসাস সিটিতে ম্যাচের সপ্তদশ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে দলকে এগিয়ে দেন মেসি। ৬০তম মিনিটে প্রতিপক্ষ গোলকিপার লুকা জিদানের উপহার লুফে নিয়ে তিনি ব্যবধান বাড়ান। ৭৬তম মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে পূর্ণ করেন হ্যাটট্রিক।

এ দিন মাঠে নেমেই ইতিহাসে নাম লেখা হয়ে যায় তার। ছয়টি বিশ্বকাপ খেলা প্রথম ফুটবলার তিনিই। আর্জেন্টিনার প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছুঁয়ে ফেলেন ম্যাচ খেলার ডাবল সেঞ্চুরিও। পরে উপলক্ষটি রাঙান তিনি ঐন্দ্রজালিক পারফরম্যান্সে। ১৬ গোল নিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় স্পর্শ করলেন তিনি সাবেক জার্মান ফরোয়ার্ড মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। ২০০৬ সালের ১৬ জুন বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সর্বকনিষ্ঠ গোলস্কোরার হয়েছিলেন তিনি ১৮ বছর ৩৫৮ দিন বয়সে গোল করে। ঠিক ২০ বছর পর আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলস্কোরারও তিনি।

ম্যাচের প্রথম দশ মিনিটেই ছিল দারুণ নাটকীয়তা। লড়াইটা তখন ছিল সমানে সমান। চতুর্থ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের দুর্বল হেড সহজেই ধরে নেন আলজেরিয়ার গোলকিপার লুকা জিদান।

পরের মিনিটেই মার্তিনেসের কাছ থেকে বল পেয়ে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকে জিদারে পাশ দিয়ে চিপ করে বল জালে জড়ান মেসি। ধারাভাষ্যকার চিৎকার করে ওঠেন মেসির নামে। কিন্তু তার কণ্ঠ মিইয়ে আসে রেফারির বাঁশি শুনে, "স্বপ্নের মতো শুরু হতে পারত আর্জেন্টিনার।" হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কারণ, মেসি ছিলেন অফসাইড।

দুই মিনিট পর সেই অভিজ্ঞতা হয় আলজেরিয়ার। বক্সের একটু বাইরে থেকে আর্জেন্টিনার তিনজনের মধ্য থেকে চোখধাঁধানো পাস বাড়ান ফারিদ এল মেলালি শেইবি। সেই বল ধরে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে বল জালে জড়ান এহমেদ কেন্দুসি মাজা। কিন্তু তাদের আলজেরিয়ানদের উল্লাসের পর ভিএআর রেফারি জানান অফসাইডের সিদ্ধান্ত। মাজার বাড়িয়ে ধরা বাঁ হাতটুকু ছিল শুধু অফসাইড!

ম্যাচের প্রথম বৈধ গোলের জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। সপ্তদশ মিনিটেই মেসির জাদুর ঝলক। রদ্রিগো দে পল মাঝমাঠ থেকে বল বাড়ান মেসির দিকে। বল দিয়ে দ্রুত একটু এগিয়ে বক্সের বাইরে থেকে দুই ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বাঁ পায়ের গোলা ছোড়েন তিনি। গোলকিপার জিদানের কিছু করার ছিল না। উড়ন্ত ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি তিনি।

বিশ্বকাপে বক্সের বাইরে থেকে তার পঞ্চম গোল এটি, ১৯৬৬ আসর থেকে এখনও পর্যন্ত যা বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ।

২০০৬ বিশ্বকাপে মেসির অভিষেক আসর ছিল কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের শেষ বিশ্বকাপ। ২০ বছর পর সেই মেসি নিজের শেষ বিশ্বকাপে গোল করলেন জিদানের ছেলের বিপক্ষে।

আগে গোল হজম করে বিশ্বকাপে কখনোই জিততে পারেনি আলজেরিয়া। আগের ছয়টি তারা হেরেছে, জিতেছে দুটি। এরপর বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে খেলতে থাকে আর্জেন্টিনা। হাইড্রেশন বিরতির পর একটু গুছিয়ে ওঠে আলজেরিয়া।

৩৭তম মিনিটে প্রায় ৪০ মিটার দূর থেকে ফ্রি কিকে সরাসরি গোলের চেষ্টা করেন মেসি। কিন্তু বল চলে যায় বেশ ওপর দিয়ে। ৩৯তম মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া শেইবির শট ফেরান এমি মার্তিনেস। পরের মিনিটেই শেইবির হেড বাইরে চলে যায়।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আনিস হাজ মুসা বক্সের ভেতর দুজনকে কাটিয়ে বর বাড়ান মাঝখানে। সেখানে একজনের পায়ে লেগে গতি হারানো বল সহজেই মুঠোয় নেন আর্জেন্টিনার গোলকিপার মার্তিনেস।

একদম শেষ সময়ে ফ্রি কিক থেকে আলিক্সেস মাক আলিস্তেরের হেড উড়ে যায় গ্যালারিতে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুটা হয় একটু ঢিমেতালে। ৫১তম মিনিটে বক্সের মাথা থেকে মেসির শট ওপর দিয়ে চলে যায়।

দুই মিনিট পর মেসির চমৎকার পাস থেকে লাউতারো মার্তিনেসের শট ফিরিয়ে দেন জিদান। মেসির সেই গোলের পর ম্যাচে প্রথমবার লক্ষ্যে বল রাখতে পারে আর্জেন্টিনা। ৬০তম মিনিটে বক্সের অনেক বাইরে থেকে মাক আলিস্তেরের গড়ানোর শট শুয়ে পড়ে ঠেকালেও নিরাপদ করতে পারেননি জিদান। বরং বল পেয়ে যান সামনেই ফাঁকায় থাকা মেসি। আলতো টোকায় বল জালে জড়ান তিনি। তার ক্যারিয়ারের সহজ গোলগুলির একটি। ধারাভাষ্যকাররা আলোচনা করছিলেন, এত কিছু অর্জন করলেও বিশ্বকাপে এখনও হ্যাটট্রিক নেই মেসির। এসব আলোচনার মধ্যেই ৬৫তম মিনিটে দারুণভাবে বল নিয়ে ছোটেন। ধারাভাষ্যকারের কণ্ঠে উত্তেজনা, "এটিই কী সেই মুহূর্ত.!" কিন্তু না, মেসির বাঁ পায়ের আরেকটি গোলা দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন জিদান। সেই মুহূর্তটি আসে একটু পরই। পাল্টা আক্রমণে নিকো গন্সালেরে কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের ঠিক মাথা থেকে দারুণ এক গড়ানো শটে জিদানকে পরাস্ত করেন তিনি। ৭৯তম মিনিটে তুলে নেওয়া হয় তাকে। গোটা গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানায় তাকে। ম্যাচের বাকি সময়ে আর তেমন কিছু হয়নি। মেসিময় ম্যাচে আরও কিছু হওয়ার প্রয়োজনও নেই!

গোলের চূড়ায় ক্লোসার সঙ্গী এখন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক

আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের বয়স তখন ৬৫ মিনিট। এক ধারাভাষ্যকার বলছিলেন, "বিশ্বকাপে তৃতীয়বার এক ম্যাচে জোড়া গোল করলেন মেসি, কিন্তু হ্যাটট্রিক করতে পারেননি কখনও।" আরেক ধারাভাষ্যকার বললেন, "আজকেই করে ফেললে সোনায় সোহাগ হয়ে যায়!" ঠিক তখনই অল্পের জন্য গোল পেলেন না লিওনেল মেসি। তবে খুব বেশি দেরিও হলো না। মিনিট দশেক পরই এলো সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি। রূপকথার মতো এক ক্যারিয়ারে অপূর্ণতা খুব একটা নেই মেসি। যা টুকটাক বাকি আছে, এর একটিও পূরণ করে ফেললেন এবার। বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক! নিজের এই প্রাপ্তির দিনটিতে গৌরবময় রেকর্ডের এক পাতায় খোদাই হয়ে গেল তার নাম। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গোল!

১৬ গোল করে ২০১৪ বিশ্বকাপ থেকে রেকর্ডটি মিরোস্লাভ ক্লোসার। সাবেক জার্মান স্ট্রাইকার এবার পেলেন একজন সঙ্গী। এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকে ১৬ গোল হয়ে গেল মেসিরও।

ক্যানস্যাস সিটিতে ম্যাচটি ছিল মেসিময়। মাঠে পা রাখা মাত্রই তার রেকর্ড যাত্রা শুরু হয়ে যায়। বিশ্বকাপ ইতিহাসের প্রথম ফুটলার হিসেবে খেলছেন তিনি ছয়টি আসরে। আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রথম ফুটবলার হিসেবে পূর্ণ করেন ২০০ ম্যাচ খেলার অসাধারণ কীর্তিও।

ম্যাচের শুরুতেই একবার জালে বল জড়িয়ে গোল পাননি অফসাইড হওয়ায়। সপ্তদশ মিনিটে সেসবের কোনো সুযোগ রাখেননি। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে তীব্র গতির শটে বল জালে জড়ান তিনি।

দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করলেন তিনি। এতদিন এই কীর্তি ছিল কেবল ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর।

বিশ্বকাপে মেসির এটি ১৪তম গোল।

এ দিনই আগের ম্যাচে সেনেগালের বিপক্ষে জোড়া গোল করে ১৪ গোল হয়েছিল কিলিয়ান এমবাপের। বিশ্বকাপে সেটি তার ১৫তম ম্যাচ। জার্মান কিংবদন্তি জার্ড মুলার দুই বিশ্বকাপে ১৩ ম্যাচে ১৪ গোল নিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করেছেন অনেক আগেই।

ম্যাচের ৬০তম মিনিটে এই দুজনকে ছাড়িয়ে যান মেসি। আলজেরিয়ান গোলকিপার লুকা জিদানের হাত থেকে ফসকে আসা বল জালে পাঠান তিনি আলতো টোকায়।

১৫ গোলে তার নাম লেখা হয় তখন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদোর পাশে। দুটি বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ফরেয়ার্ড চারটি আসরে ম্যাচ খেলেছেন মোট ১৯টি।

তাকে ছুঁয়েই থামেননি মেসি। রেকর্ডের নেশায় পেয়ে যাওয়া জাদুকরকে থামাবে কে! ৭৬তম মিনিটে বক্সের বাইরে দুর্দান্ত গড়ানো শটে গোল করে মেসি পৌঁছে যান আরও একটি ইতিহাসের ঠিকানায়।

চার বিশ্বকাপে ২৪ ম্যাচে ১৬ গোল করে রেকর্ডটি এতদিন ছিল ক্লোসার একার। ২৭ ম্যাচে তার পাশে উঠে এলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। ৩৮ বছর ৩৫৮ দিন বয়সে হ্যাটট্রিক করে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি বয়সে হ্যাটট্রিকের রেকর্ডও এখন তার। ছাড়িয়ে গেলেন তিনি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে (৩৩ বছর ১২২ দিন)।

৭৯তম মিনিটে তাকে তুলে নেওয়া হয়। নইলে কে জানে, হয়তো এ দিনই রেকর্ডটি এককভাবে নিজের করে নিতে পারতেন তিনি। তবে এ দিন না হলেও পরের যে কোনো দিন হবে, এটা নিয়ে কোনো সংশয়ই নেই। বিশ্বকাপের তো সবে শুরু। রেকর্ডটি কোন উচ্চতায় তুলে থামবেন তিনি, কৌতূহল সেখানেই।

হ্যাটট্রিক করে যা বললেন মেসি : অসাধারণ! অবিশ্বাস্য! বিশ্বকাপে হয়তো একটা হ্যাটট্রিকই শুধু বাকি ছিল!

বিশ্বকাপ জিতেছেন, গোল্ডেন বল জিতেছেন দুবার। এবার ২০২৬ বিশ্বকাপ শুরুই করলেন বাকি থাকা অপূর্ণতা ঘুচিয়ে। ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার জয়ে ৩টি গোলই করেছেন লিওনেল মেসি। এই হ্যাটট্রিক মেসিকে নিয়ে গেছে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে। ছুঁয়েছেন জার্মানির কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। বিশ্বকাপে দুজনের গোলই এখন ১৬টি করে।

এমন মাইলফলকের ম্যাচের পর মেসির অনুভূতিটা ছিল বেশ সাধারণই, 'আমার পরিবার, সতীর্থ, যারা সব সময় আমার পাশে থাকে, তাদের সঙ্গে মুহূর্তটি উপভোগ করতে পারা সত্যিই দারুণ এক অভিজ্ঞতা। আমি খুব বেশি।'

৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল ২০২২ সালে কাতারে। এবার টানা দ্বিতীয় শিরোপার লক্ষ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছে মেসির দল। আর প্রথম ম্যাচেই মেসির এমন হ্যাটট্রিক আর্জেন্টিনার সেই স্বপ্নকে করে তুলেছে আরও উজ্জ্বল। অধিনায়ক হিসেবে দল নিয়ে মেসি বলেছেন, 'আমাদের দলটি গোছানো ও শক্তিশালী। আমার নিজেরও বেশ ভালো লাগছে। কঠিন। সৌভাগ্যবশত ম্যাচটা আমরা জিততে পেরেছি। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করাটা সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ।'

গ্যালারি মাতানো আর্জেন্টাইন সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতেও ভোলেননি মেসি, 'আমি ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ, তাঁরা আবারও প্রমাণ করেছেন যে আর্জেন্টিনা ফুটবলকে কতটা ভালোবাসেন।'

খেলা শেষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আর্জেন্টিনা কোচের মুখে ঝরল মেসির প্রতি মুগ্ধতা, 'মেসিকে নিয়ে কী বলব, ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

আলজেরিয়াকে হারিয়ে শুভসূচনার পর স্কালোনির লক্ষ্য এখন আগামী সোমবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া। ম্যাচটি জিতলেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত হয়ে যাবে লাতিন আমেরিকার পরাশক্তিদের।

মেসিকে নিয়ে স্কালোনি

'জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছি, বলেছি অনেক ভালোবাসি'

খেলা ডেস্ক

কাতারে বিশ্বকাপ জেতার পরপরই ক্যামেরাটা গিয়েছিল লিওনেল স্কালোনির দিকে। আর্জেন্টিনার কোচ তখনো ছিলেন চুপচাপ। খুব একটা আবেগাপ্লুত হতে দেখা যায়নি তাঁকে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

তবে গত বিশ্বকাপে ওই একবারই স্কালোনিকে একটু আবেগপ্রবণ হতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই তাঁকে কাঁদতে দেখা গেছে। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন মেসি। ম্যাচের ৮০ মিনিটের সময় তাঁকে তুলে বদলি হিসেবে নিকো পাজকে নামান স্কালোনি। মেসি ডাগআউটে ফিরতেই চোখে জল দেখা যায় স্কালোনির। তাঁকে জড়িয়েও ধরেন আলবিসেলেস্তে কোচ।

ওই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়েই ম্যাচের পর স্কালোনি বলেছেন, 'আমি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছি। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরেছি, চুমু খেয়েছি, তারপর বলেছি–তোমাকে অনেক ভালোবাসি। আমি জানি না, এর বাইরে কী বলব।'

এরপর স্কালোনি ভবিষ্যতের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। মেসির বয়স এখন প্রায় ৩৯ বছর। অনেকে ভেবেছিলেন, সবকিছু জিতে যাওয়ার পর এই বিশ্বকাপটাই হয়তো খেলবেন না। কিন্তু তিনি খেলেছেন, হ্যাটট্রিকও করেছেন। মেসিকে যে খুব বেশি সময় আর পাওয়া যাবে না, তা মনে করিয়ে দিয়ে স্কালোনি বলেছেন, 'সে যেদিন চলে যাবে, আমরা তাঁকে মিস করব। তাই যতক্ষণ আছে, উপভোগ করি। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

স্পেনকে রুখে দিয়ে কেপ ভার্দের চমক

স্পোর্টস ডেস্ক

একের পর এক আক্রমণ শাণাল স্পেন, ম্যাচ জুড়ে খেলা হলো কেপ ভার্দের অর্ধে, তাদের ডি-বক্সের আশেপাশেই থাকল বল; কিন্তু কোনোকিছুতেই আফ্রিকার দলটির মনোযোগে বিঘ্ন ঘটল না। অসাধারণ দৃঢ়তায় রক্ষণ দেয়াল মজবুত রাখল তারা। চোট কাটিয়ে ফেরা লামিনে ইয়ামাল দলের খুব প্রয়োজনে মাঠে নামলেন, তিনিও পারলেন না দলকে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় নিতে।

আটলান্টায় মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ১৫ জুন 'এইচ' গ্রুপের প্রথম ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়। পুরো ম্যাচে প্রায় ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৭টি শট নেয় স্পেন, যার সাতটি ছিল লক্ষ্যে। লক্ষ্যে থাকা সবগুলো রুখে দেন ভজিনিয়া, যদিও স্পেনের বেশিরভাগ শট তেমন ভয়ানক ছিল না। কেপ ভার্দ ছয়টি শট নিয়ে একটিই লক্ষ্যে রাখতে পারে।

প্রত্যাশিতভাবে প্রথম মিনিট থেকে একচেটিয়া পজেশন ধরে রাখে স্পেন। বেশিরভাগ সময় খেলা হচ্ছিল কেপ ভার্দের অর্ধে, মুহুর্মুহু আক্রমণ শাণাচ্ছিলেন গাভি-তরেসরা; কিন্তু কোনোবারই

> পুরো ম্যাচে প্রায় ৭৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৭টি শট নেয় স্পেন, যার সাতটি ছিল লক্ষ্যে

আক্রমণের শেষটা হচ্ছিল না উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ৩৫ মিনিটে তারা গোলের জন্য ছয়টি শট নিলেও, একবারও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের তেমন পরীক্ষা নিতে পারেনি দলটি। প্রথম আধা ঘণ্টায় তাদের স্ট্রাইকার মিকেল ওইয়ারসাবাল একবারও বলে স্পর্শ করতে পারেননি; ১৯৬৬ বিশ্বকাপে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে এমনটা আর কোনো ফুটবলারের ক্ষেত্রে হয়নি।

৩৯ তম মিনিটে পরপর দুটি নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করে স্পেন, সেখানে আবার দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মার্ক কুকুরেইয়ার হেডে করা কাটব্যাক পেয়ে ফেররান তরেসের শট ক্রসবারে লাগে। ওই ফিরতি বল হেড করেন মিকেল ওইয়ারসাবাল, সেটা লাফিয়ে এক হাত দিয়ে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান ৪০ বছর বয়সী ভজিনিয়া।

আগের দিন স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে বলেন, ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে ইয়ামালকে নামানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের কুলিং ব্রেকের আগে তরুণ এই সেনসেশনকে প্রস্তুত হতে দেখা যায় এবং ৭১তম মিনিটে তাকে নামান কোচ।

কিছুক্ষণ পর দানি ওলমো ও নিকো উইলিয়ামসকেও বদলি নামান দে লা ফুয়েন্তে। কিন্তু কেউই কোচ, দল ও দেশের মানুষের চাওয়া পূরণ করতে পারেননি।

রেফারির শেষের বাঁশি বাজাতেই উল্লাসে ফেটে পড়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ কেপ ভার্দের খেলোয়াড়রা। আর কেনই বা নয়! প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, বর্তমান ইউরো জয়ী এবং এবারের বিশ্বকাপের ফেভারিটদের কাছ থেকে পয়েন্ট আদায় করে নেওয়া ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬৪ নম্বর দলটির কাছে জয়ের চেয়ে কম কী!

জাপান কোচের অভিনব কৌশল ভাইরাল

ক্রীড়া ডেস্ক

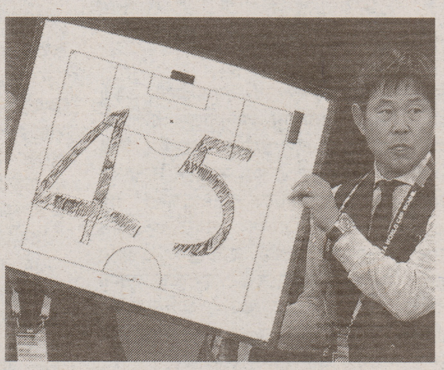

জাপানকে কেন এশিয়ার গর্ব বলা হয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে নেদারল্যান্ডস। ডালাসে ১৪ জুন রাতে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ২-২ গোলে ড্র করেছে জাপান। তবে ম্যাচের ফলের পাশাপাশি আলোচনার কেন্দ্রে এখন জাপানের প্রধান কোচ হাজিমে মরিয়াসু। ম্যাচের শেষ দিকে মরিয়াসুর ব্যবহার করা এক অভিনব কোচিং কৌশল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে। ৮৮ মিনিট পর্যন্ত জাপান ২-১ গোলে পিছিয়ে ছিল। তখন সাইডলাইনে মরিয়াসু ও তার সহকারীরা একটি সাদা বোর্ড ব্যবহার করে খেলোয়াড়দের উদ্দেশে বার্তা দেন। বোর্ডে বড় করে বাকি সময়ের ক্ষণগণনা দেখানো হচ্ছিল– '৫ মিনিট', '৪ মিনিট', '৩ মিনিট', '২ মিনিট', '১ মিনিট'। এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দের মধ্যে জরুরি অবস্থার অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়। এই কৌশলের সুফলও দ্রুত পান মরিয়াসু। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে গোল করে জাপানকে সমতায় ফেরান দাইচি কামাদা। ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মরিয়াসুর এই পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেক সমর্থক ও বিশ্লেষক তার উপস্থিত বুদ্ধি এবং খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করার কৌশলের প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ এটিকে আধুনিক ফুটবলে কার্যকর ও ব্যতিক্রমী কোচিংয়ের উদাহরণ বলেও উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এই কৌশলের সমালোচনাও করেছেন। অস্ট্রেলিয়াকে এএফসি এশিয়ান কাপ ও টটেনহাম হটস্পারকে উয়েফা ইউরোপা লিগ জেতানো কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগ্লু মনে করেন, সময়ের হিসাব দেখানোর কৌশলটি আকর্ষণীয় হলেও জাপানের খেলার ধরনে আরো বেশি আত্মবিশ্বাস ও আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখা উচিত ছিল। তবে যিনি যাই বলুন, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানো এবং কোচ মরিয়াসুর অভিনব নির্দেশনা বিশ্বকাপের শুরুতেই জাপানকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সাইডলাইনের এই দৃশ্যও এখন ফুটবল বিশ্বে অন্যতম আলোচিত বিষয়। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে জাপান তাদের পরের ম্যাচ খেলবে আগামী ২১ জুন, প্রতিপক্ষ তিউনিসিয়া।

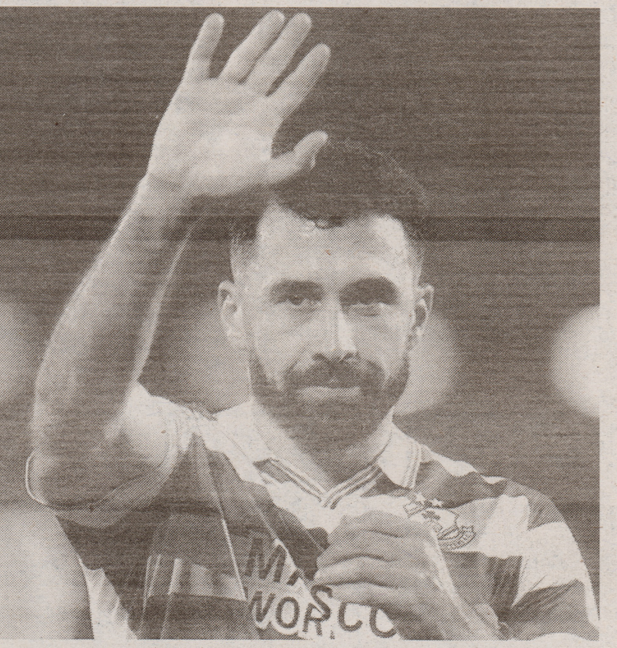

কেপ ভার্দের রূপকথার নায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক

এক দশক আগেও রবার্তো লোপেসের দিন কাটত ব্যাংকের অফিসে। মর্টগেজ পরামর্শক হিসেবে ডেস্কে বসে কাজ করতেন, আর অবসরে খেলতেন স্থানীয় ক্লাব ফুটবল। তখন হয়তো তিনিও ভাবেননি, একদিন ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসর বিশ্বকাপে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আজ সেই লোপেসই কেপ ভার্দের জার্সিতে বিশ্বকাপ খেলতে প্রস্তুত। স্পেনের বিপক্ষে ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে মাঠে নামার অপেক্ষায় থাকা এই ডিফেন্ডারের গল্প যেন সিনেমাকেও হার মানায়।

৩৩ বছর বয়সী লোপেসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আয়ারল্যান্ডে। তার বাবা কার্লোস লোপেস কেপ ভার্দের নাগরিক। ২০১৯ সালে এক অপ্রত্যাশিত বার্তা বদলে দেয় তার জীবন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনে কেপ ভার্দের তৎকালীন কোচ রুই আগুয়াস তাকে জাতীয় দলে খেলার প্রস্তাব পাঠান।

মজার বিষয় হলো, পর্তুগিজ ভাষায় লেখা সেই বার্তাকে প্রথমে স্প্যাম ভেবে উপেক্ষা করেছিলেন লোপেস। এভাবে কেটে যায় আরো কিছু দিন। প্রায় নয় মাস পর দ্বিতীয়বার বার্তা পাওয়ার পর সেটি অনুবাদ করে দেখেন। তখনই জানতে পারেন, কেপ ভার্দে তাকে জাতীয় দলে চায়।

সে সময়ের কথা স্মরণ করে লোপেস বলছিলেন, 'আমি খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম। এক সেকেন্ডও ভাবিনি। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, অবশ্যই আমি খেলতে চাই।' এরপর থেকেই শুরু হয় নতুন অধ্যায়। কেপ ভার্দের হয়ে নিয়মিত খেলতে থাকেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে সাত বছরের পথচলায় দেশের প্রথম বিশ্বকাপ নিশ্চিত করার ইতিহাসের অংশও হয়ে যান।

বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও এসেছে নতুন আনন্দ। কেপ ভার্দে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার কয়েক দিন পরই প্রথম সন্তানের বাবা হন তিনি। ছেলে দিয়েগোকে কোলে নেওয়ার অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার আনন্দ মিশে গেছে এক সুতোয়।

লোপেস যেমন বলছিলেন, 'ছোটবেলা থেকে প্রতিটি ফুটবলারের স্বপ্ন থাকে সবচেয়ে বড় মঞ্চে খেলার। আমার কাছে সেই মঞ্চ বিশ্বকাপ। পরিবারের নাম বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পারা গর্বের।'

মাত্র পাঁচ লাখের কিছু বেশি মানুষের দেশ কেপ ভার্দে এবারই প্রথম বিশ্বকাপে খেলছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রটির জন্য এটি শুধু ফুটবল নয়, জাতীয় গৌরবেরও এক অনন্য মুহূর্ত। আর সেই স্বপ্নযাত্রার অন্যতম মুখ রবার্তো লোপেস। যিনি প্রমাণ করেছেন, জীবনের কোনো স্বপ্নই অসম্ভব নয়। ব্যাংকের ডেস্কে বসে কাজ করা এক সাধারণ মানুষও একদিন বিশ্বকাপের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের ইতিহাসের অংশ হতে পারেন।

উল্লেখ্য, চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী স্পেনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে নবাগত কেপ ভার্দে।

প্রথম ম্যাচ শেষেই বরখাস্ত!

ক্রীড়া ডেস্ক

এমনটা কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন সাবরি লামৌচি। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ শেষেই বরখাস্ত হবেন তিনি। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, তিউনিশিয়ার প্রথম ম্যাচ শেষেই চাকরি হারালেন তিনি।

সুইডেনের সঙ্গে বিশাল ব্যবধানে হারায় লামৌচিকে ছাঁটাই করেছে তিউনিশিয়ার ফুটবল ফেডারেশন। ইএসপিএনের ফরাসি ক্রীড়া সাংবাদিক রমাঁ মলিনা এমনটিই নিশ্চিত করেছেন। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অবশ্য এখন পর্যন্ত দেয়নি তিউনিশিয়ার ফেডারেশন।

অথচ, তিউনিশিয়াকে নিয়ে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন লামৌচি। এবারের আগে ৬ বার বিশ্বকাপ খেলেছে তিউনিশিয়া। তবে কোনোবারই গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারেনি। এবার দলকে নিয়ে সেটাই উতরানোর স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, 'আমাদের লক্ষ্য হলো, পরের ধাপে যাওয়া। আমরা আগে কখনো গ্রুপ পর্ব পেরোতে পারিনি। বিশ্বাস পরের ধাপে যেতে পারব।' কিন্তু সুইডেনের কাছে ৫-১ ব্যবধানের বিশাল হার লামৌচির চাকরিই খেয়ে দিল। বিশ্বকাপের প্রথম কোচ হিসেবে চাকরি হারালেন ফ্রান্সের সাবেক এই মিডফিল্ডার।

ভিনি দেখিয়ে দেবে সে কে : কার্লোস

স্পোর্টস ডেস্ক

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে তিনি প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের জন্য এক আতঙ্কের নাম। কিন্তু ব্রাজিলের হলুদ-সবুজ জার্সিতে নামলেই যেন চেনা ছন্দের ভিনিসিউস জুনিয়রকে খুঁজে পাওয়া ভার! জাতীয় দলের হয়ে বড় টুর্নামেন্টে আশানুরূপ পারফর্ম করতে না পারায় প্রায়শই সমালোচকদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় এই তারকা ফরোয়ার্ডকে। তবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি ডিফেন্ডার রবের্তো কার্লোস মনে করেন, চলমান বিশ্বকাপেই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে নিজেকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন ভিনিসিউস।

সম্প্রতি ইএসপিএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কার্লোস বলেন, 'ভিনিকে সবসময়ই প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে এবং সে প্রশংসাও পাবে। তাকে বুঝতে হবে যে সে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ এবং বিশ্বের সেরা জাতীয় দল ব্রাজিলের হয়ে খেলে।'

২৫ বছর বয়সী ভিনিসিউসের ওপর ব্রাজিলের হেক্সা মিশনের বড় দায়িত্ব রয়েছে। কার্লোস মনে করেন, এই চাপকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং তা উপভোগ করা উচিত ভিনির। ভিনিসিউসের উদ্দেশ্যে সাবেক এই তারকা লেফট-ব্যাক পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'তাকে শান্তভাবে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে এবং মেনে নিতে হবে যে সে এই দলের অন্যতম প্রধান নেতা। সে সমালোচনা থেকেও পালাতে পারবে না এবং নিজের দায়িত্ব থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে না।'

চলমান বিশ্বকাপে ব্রাজিলের শুরুটা খুব একটা মন্দ হয়নি। মরক্কোর সঙ্গে প্রথম ম্যাচে দলের ড্র করার দিনে গোলটি এসেছিল ভিনির পা থেকেই। ম্যাচজুড়ে কিছু ঝলক দেখালেও ভিনির কাছ থেকে আরও অতিমানবিক পারফরম্যান্সের অপেক্ষায় আছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কার্লোস অবশ্য ভিনির সামর্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দিহান নন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এই বিশ্বকাপেই ভিনি দেখিয়ে দেবে সে কে এবং পায়ে বল নিয়ে সে কী করতে পারে।' সাক্ষাৎকারে কার্লোস আরও জানান, রিয়াল মাদ্রিদ ও সেলেসাওদের এই বর্তমান তারকার সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে, 'সে রোমাঞ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী। আমি নিয়মিত তার সঙ্গে কথা বলি। আমি তাকে বিশ্বের সমস্ত শুভকামনা জানাই, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ শিরোপাটি আবারও জেতার লড়াইয়ে সে-ই এই ব্রাজিল দলের প্রধান ভরসা।'

নবান্ন পার্টি হলে ছাত্রলীগের শোডাউন ছবি-বাংলা গেজেট।

সভাপতি হাসান, সাধারণ সম্পাদক হৃদয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর] সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কমিটি ঘোষণার পরপরই নবনির্বাচিত কমিটির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ এক বিবৃতিতে নবনির্বাচিত কমিটির প্রতি গভীর আস্থা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, "দলের দুর্দিনে আমাদের সকলের প্রিয় জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা অনেক আশা নিয়ে তোমাদের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তোমাদের মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে দলের কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আশা করি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই নতুন কমিটি আওয়ামী লীগের আদর্শ প্রচার, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা এবং দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে।" প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল হামিদ স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। একই সাথে প্রবাসে ছাত্র রাজনীতিকে গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে এই দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানকেও বিশেষ ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানানো হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা : সভাপতি: মাহমুদুল হাসান। সহ-সভাপতি (৩২ জন): মো. বায়েজীদ শুভ, খাজা আফজাল, মেজবা উদ্দিন জাবেদ, মো. সানজিদ হোসাইন, রাশেদুল আলম বন্ধন, নূরল ইসলাম রাজু, আল হাফিজিল মুঈন বাঁধন, কে এম এ জর্জ, শাহাদাত হোসেন, এস এম সুলতান আহমেদ, নাজমুল ইসলাম রাহাত, উজ্জ্বল আহমেদ, রাসেল হোসেন, মেহেদী হাসান ফয়সাল, আবু সাইদ ইপক, অনিন্দ্য বড়ুয়া, সৈয়দ মাহফুজ আলী, মো. সাহেদুল ইসলাম, তাহামিদ বকশী রিফাত, মলয় মন্ডল, রবিউল ইসলাম মিঠু, সামিউল ইসলাম অন্তন, মো. রিসালাত হোসেন অন্তর, জহিরুল ইসলাম জয়, হৃদয় মাতব্বর, আরিফ আরমান জিসান, মো. আল রাসেল, রায়হান ভূঁইয়া, মাহফুজুল করিম সেজান, মো. তুহিন মিয়া, আবু বকর সিদ্দিকী আরিফ এবং জুনেদ আহমেদ।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (১১ জন) : আলী হোসেন আরমান, মো. উল্লাহ এন্থনি, নাহিদুল ইসলাম সৈকত, মো. মোজাম্মেল হোসেন, মো. মুশফিকুজ্জামান মন্ডল, রেজাউল হাসান, জয় হোসেন, জাকির হোসেন রাহুল, উদয় সাহা, রাকিবুল ইসলাম এবং আশিকুর রহমান শিহাব।

সাংগঠনিক সম্পাদক (১১ জন) : সারফারাজুল হক ইফাজ, মুন্না তালুকদার, হোসাইন আহমদ, রাফসান ভূঁইয়া, আরিফুর রহমান, মিফতাহুল ইসলাম আবিদ, আহম্মেদ আফনান, ইমরান হোসেন নাহিদ, শিপলু চন্দ্র মালাকার, মো. তানভীর সাগর এবং ফাহাদ হোসেন।

কমিটিতে প্রচার সম্পাদক হয়েছেন লিখন জুবায়ের, দপ্তর সম্পাদক ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়া। ছাত্রী ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক হলেন ফারহানা মিতু টুম্পা। নবগঠিত এই কমিটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের চর্চা ও জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি আরও বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করছেন প্রবাসে থাকা দলের প্রবীণ ও নবীন নেতা-কর্মীরা।

নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

চ্যাম্পিয়ন শেখ কামাল, রানার আপ ধানমন্ডি ৩২

স্পোর্টস রিপোর্ট

নিউইয়র্কে উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবলে টুর্নামেন্ট-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শেখ কামাল টিম। রানার আপের পুরস্কার জিতে নিয়েছে ধানমন্ডি ৩২ টিম। ১৬ জুন র‍্যান্ডেলস আইল্যান্ড পার্কে যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শেখ কামাল টিম, শেখ রাসেল টিম, জয় বাংলা টিম এবং ধানমন্ডি-৩২ টিম। বিপুলসংখ্যক প্রবাসীর সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতা শেষে সন্ধ্যায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালে বক্তব্য দেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি আয়োজকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সময়ের প্রয়োজনে সব সময়ই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অবিস্মরণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপের আয়োজন করে সেই ভূমিকারই স্বাক্ষর রাখছে। এ সময় সেখানে অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল (এমপি), যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. মাসুদুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী , ভাইস প্রেসিডেন্ট সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি সেবুল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী সেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান। মাঠে ও পুরস্কার বিতরণের সময় অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালি আসিফ ইনান। সভা সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হৃদয় মিয়া এবং সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান।

বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবলের এই আসর এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো যখন বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে আমেরিকায় তুমুল হৈচৈ চলছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারি সরকার কর্তৃক আওয়ামী রাজনীতি নিষিদ্ধের পাশাপাশি কল্পিত হত্যা মামলায় জড়িয়ে হাজারো নেতা-কর্মীকে কারাগারে নেয়ার মধ্য দিয়ে গোটা বাংলাদেশকে সন্ত্রস্ত জনপদে পরিণত করার ফলে প্রবাসে ফুসে উঠা নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড়কে আরো সুসংগঠিত করবে বলে বিদগ্ধজনেরা মনে করছেন। আয়োজকরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সর্বস্তরের প্রবাসীর প্রতি।

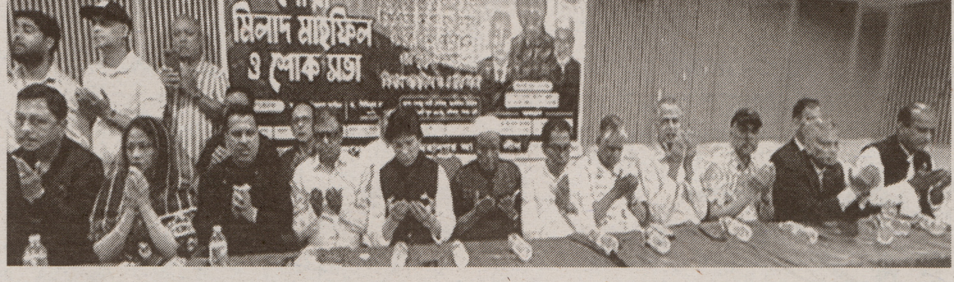

তোফায়েল আহমেদ, মোশাররফ হোসেন ও রহমতুল্লাহর আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন নেতৃবৃন্দ ছবি-বাংলা গেজেট।

তোফায়েল আহমেদ, মোশাররফ হোসেন ও রহমতুল্লাহর আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন নেতৃবৃন্দ ছবি-বাংলা গেজেট।

তোফায়েল-মোশাররফ-রহমতুল্লাহকে

[শেষ পৃষ্ঠার পর] বিশাল এ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল। হোস্ট সংগঠনের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিকের সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরীর পরিচালনায় সমাবেশে বিশেষ সম্মানিত অতিথির মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার, বিএফইউজের সাবেক মহাসচিব শাবান মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা. মাসুদুল হামান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. ইসমাইল হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহানা। এছাড়া অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম বরকত, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা শামসুল আবদিন, নুরল আমিন বাবু, মাসুদ হোসেন সিরাজি, নুরুল আবসার সেন্টু, নূরল ইসলাম নজরুল প্রমুখ। মূলধারার রাজনীতিতে প্রবাসীদের পথিকৃত মোর্শেদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি সেবুল মিয়া এবং সেক্রেটারি মিজানুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুল হাসান ও সেক্রেটারি হৃদয় মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল ও সেক্রেটারি সৈয়দ কিবরিয়া জামানকেও বিশেষ অতিথির সম্মান জানানো হয়।

মাওলানা মইনউদ্দিনের নেতৃত্বে দোয়া-মাহফিলের পর আলোচনা পর্ব শুরু হয়। বক্তারা প্রয়াত নেতাদের আত্মার মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি স্মৃতিচারণ করেন। তারা বলেন, তোফায়েল আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং এ কে এম রহমতুল্লাহর মৃত্যুতে গোটা বাংলাদেশ তার বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিকদের হারিয়েছে এবং এই শূন্যতা কোনোভাবেই পূরণ হওয়ার নয়। এ সময় বক্তারা বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন। ক্ষমতাসীনদের হিংস্র আচরণ আর লাগামহীন অন্যায়-অবিচারের ঘটনায় তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বৈষম্যহীন সমাজ কায়েমের অঙ্গিকারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ওরা প্রতিদিনই নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করছে। মিথ্যা মামলায় কারাগারে আটক রেখেছে। এ রকম অপকর্মে ক্ষুব্ধ-অতিষ্ঠ বাংলার সর্বস্তরের মানুষ। এখন দেশের সবাই জননেত্রী শেখ হাসিনার শূন্যতা দারুণভাবে উপলব্ধি করছেন। বক্তারা আরো বলেন, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতেই যত দ্রুত সম্ভব শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নাগরিক

[শেষ পৃষ্ঠার পর] আরেক সংগঠক, রণাঙ্গনের সম্মুখযোদ্ধা, ছয়বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জননেতা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের স্মরণে এক নাগরিক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে। ২৬ জুন সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে তা অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশ ও প্রবাসের বিশিষ্টজনেরা অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। প্রয়াত নেতাদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি আওয়ামী রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও বিদগ্ধজনেরা আলোকপাত করবেন। প্রয়াত দুই নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের এ অনুষ্ঠানে সবার উপস্থিতি প্রত্যাশা করেছেন আয়োজক সংগঠনের সভাতি মো. আব্দুল কাদের মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন মিঠু।

যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর

প্রথম পৃষ্ঠার পর] করার লক্ষ্যে বুধবার এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তারা। ট্রাম্প ও পেজেশকিয়ান উভয়েই ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় সমঝোতা স্মারকটিতে ডিজিটালি স্বাক্ষর করেছেন বলে মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বুধবার থেকে অন্তর্বর্তী চুক্তিটি কার্যকর হওয়া শুরু হয়ে গেছে।

ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে একটি জমকালো নৈশভোজ শুরুর আগ মুহূর্তে ট্রাম্প এই সমঝোতা চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন, জানিয়েছে রয়টার্স। এই চুক্তিতে ইরানি কর্মকর্তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র আবার আক্রমণ শুরু করবে ও এই কর্মকর্তাদের হত্যা করবে বলে হুমকি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ট্রাম্প জি-৭ সম্মেলনে যোগ দিয়ে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে এখন ফ্রান্সে আছেন। চুক্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানকে আক্রমণ করার পেছনে তার দেওয়া অন্তত একটি যুক্তি প্রত্যাহারও করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তেহরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র না থাকাটা 'অন্যায্য' হবে। অথচ আগে ইরানের এসব ক্ষেপণাস্ত্র নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় জানিয়েছিলেন তিনি।এক সংবাদ সম্মেলনে ইরানকে নিয়ে ট্রাম্প বলেন, "তারা যদি চুক্তি লঙ্ঘন করে আমরা ওদের ওপর বোমা মেরে সব ধ্বংস করে দেবো। আমি চাই না তারা তা (করুক) । আমি চাই তারা চুক্তির প্রতি সম্মান দেখাক।" এ সময় তিনি ইরানিদের 'স্মার্ট মানুষ' বলে অভিহিত করেন। দুই পক্ষের মধ্যে হওয়া অন্তর্বর্তী চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকটি শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে দুই পক্ষের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করার কথা আছে। এরপর পরবর্তী ৬০ দিনে একটি স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছতে আলোচনা শুরু করবেন মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তারা। ট্রাম্প আশা প্রকাশ করে বলেছেন, এই চুক্তি পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি আনবে আর তেলের দাম কমাবে। এর আগে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমি এটি (চুক্তি) পছন্দ না করি, তারা যদি ভালো আচরণ না করে, আমরা গিয়ে ঠিক তাদের মাথার মাঝখানে বোমা ফেলবো, ঠিক আছে?"

রয়টার্স জানিয়েছে, ইরানি নেতারা মুহূর্তটি উদযাপন করার সময় ট্রাম্পের এই নতুন হুমকি নিয়ে কিছু বলেননি। তারা চুক্তির ছবি প্রকাশ করেছেন। এই চুক্তিকে ১৯৭৯ সালে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তি হিসেবে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ইরানি পক্ষের নেতৃত্ব দেওয়া পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাকের কালিবফ বলেন, "সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা যা কিছু অর্জন করতে চেয়েছিলাম, আলোচনার মাধ্যমে আমরা তার কয়েকগুণ বেশি পেয়েছি, এ নিয়ে কোনো তুলনাই চলে না।"

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক

Ruposhi Chandpur Foundation New York Inc

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬
ANNUAL PICNIC 2026

Place:
Heckshel State Park
Field #2, Taylor Pavilion
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730

5 JULY, SUNDAY

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: সকাল ৮:৩০টা
ব্রডওয়ে এবং ৭৩ স্ট্রিট (স্টারলিং ব্যাংকের সামনে)
1164 Cromwell Ave, Bronx, NY 10452
1866 Westchester Ave, Bronx, NY 10472

বাসে যাওয়ার জন্য যোগাযোগ ঃ
মোঃ আবু ছাদেক ৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭
মোঃ কবির ৯১৪-৮৮২-১২৯০
আবু বকর সিদ্দিক মিসরী ৬৩১-৫৪৫-০২৪৯

Grand Sponsors:
THE BARI GROUP
BARI TOWER · BARI & BARI · BARI MEDIA · BARI HOME CARE · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE · BARI SHOWROOM · BARI ESTATE · BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT
37-16 73rd Street, Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
718-898-7100

প্রধান অতিথি:
আখতার হোসেন বাদল
বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও মূলধারা রাজনীতিবিদ
চেয়ারম্যান, আর.এল.বি গ্রুপ

উদ্বোধক : ডা. এনামুল হক
ট্রাষ্ট্রি বোর্ড মেম্বার, বাংলাদেশ সোসাইটি

বিশেষ অতিথি:
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি

সম্মানিত সুধী,
আসছে ৫ই জুলাই, রবিবার রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজনে স্বপরিবারে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সিনিয়র সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি	সহ-সভাপতি
মোঃ আক্তার হামিদ	মোঃ কবির	মোবারক হোসাইন	মোঃ রেজাউর রহমান রাজু	মিঞা ওবায়দুর রহমান	মোঃ মিজানুর রহমান	মোকসেদুর রহমান সেলিম
৯১৭-৪৫৯-৮৩৭৯	৯১৪-৮৮২-১২৯০	৯২৯-৫০৭-৭৯৩১	৮৬০-৬০৫-৪৯৬০	৯১৭-৪৭০-৮৮৪০	৬৪৬-২১০-০৪৯১	৯২৯-৪২৭-৩৩৭৭

আহবায়ক
মু ফখরুল ইসলাম মাছুম
৬৪৬-৪৩৬-৬৮৩০

সদস্য সচিব
ফরহাদ প্রধান
৯২৯-৩২৮-৬৪৯৮

যুগ্ম আহবায়ক
সাফায়েত হোসেন রুমান
৩৪৭-৭৫১-৭১৭৭

যুগ্ম আহবায়ক
ডা: মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
৯২৯-৪৪৯-২০০৬

যুগ্ম আহবায়ক
রাজন হাসান
৯১৭-৪৯৭-৪৯৯৬

যুগ্ম সদস্য সচিব
আবু বকর সিদ্দিক মিসরী
৬৩১-৫৪৫-০২৪৯

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
৬৪৬-৭০৪-৮০৩৮

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ জাকির হুসাইন
৯১৭-৯৭১-৭১৩৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটওয়ারী
৯১৭-৫৬৬-৬১১৪

প্রধান সমন্বয়কারী
আমিন খান জাকির
৬৪৬-৬৪১-৮৭৯০

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ আবু ছাদেক
৬৪৬-৬৪২-৮২৪৭

ফারহানা আক্তার শিমু
৩৪৭-৭৬১-৪১০৮

সমন্বয়কারী
নূরে আলম মনির
৬৪৬-৫৭৫-৪০৯৭

আনোয়ার হোসেন মিয়াজী
৩৪৭-৭৮১-১০২১

মাসুদ আলম
২০১-৯১৬-২৯৭৬

সম্মানিত সদস্য
মাহমুদা আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফারুক আহমেদ ৩৪৭-২৫৭-৬৬৭২, ফাতেমা আক্তার ৩৪৭-৪৯৩-২০১৬, খোরশেদ আলম ৯২৯-৪০১-৭৮৭৪ মোঃ বেলায়েত হোসেন সোহাগ ৬৪৬-৫১৬-৮৩২৪, ফজল এলাহী রুস্মান ৯১৭-৬০৩-৫৮৩১ আক্তার হোসেন নাসিম ৯২৯-৬১৫-২১০৩ মাহমুদুল হাসান ৩৪৭-৭৯১-৭১৮৪, এমদাদুল হক ৩৪৭-৭০৭-৬৪৯২, শাহানারা কবির ৬৪৬-৭৮৬-৯২৬১, মোঃ এম হাসান ৯১৭-৩৩০-৮৩৯২, হাসানুজ্জামান ৬৪৬-৭০৫-৯২৮৪, কাউসার আলম ৩৪৭-৭০৭-৩০৪২, কাওসার পাটোয়ারী ৯২৯-৯৭৯-৩৭৭১, হুমায়ুন কবির ৬৪৬-৮৯৪-৯২৩৯, সাহাবুদ্দিন সাহিন ৯২৯-৬১৩-৬১২৮, আব্দুল মমিন৩৪৭-৯৩৫-২৪৩৯, শাহ আলম ৩৪৭-৬৯৪-৯৩১২, মনসুর আলম ইমন ৯২৯-৭১২-২২৩৯, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তরফদার ৩৪৭-৫৬৭-৮৬০২, মোঃ শাহিন আহমেদ ঢালী ৩৪৭-৮৩৭-৫৩৬৭, এস এম সিকান্দার খান ৯২৯-৩৯৮-০৯১২, মোঃ বিলাল হোসেন ৬৪৬-৬৪১-৬৭৬৭, মোঃ ফয়েজ আমিন তালুকদার ৩৪৭-৭৬১-৪৫৯৬, অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান ৯২৯-৭১০-২৫৭৫, মমিন উল্যাহ পাটওয়ারী ৩৪৭-৪৭৬-৮১৮৩, মোঃ আবদুল কাদের ৩৪৭-৬০৮-১৪২৯, শাহ জালাল ৩৪৭-৬৪৭-৮০৬১

সভাপতি
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
৩৪৭-৩৮৪-০৭৩৬

আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র

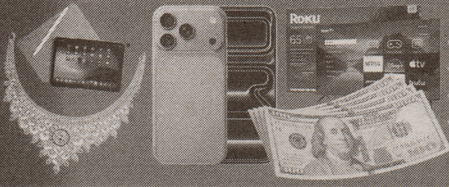

সাধারণ সম্পাদক
হাসান মাহমুদ সোহেল
৯১৭-৪৯৭-১০২৪

প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত নূর হোসাইন ৩৪৭-৬৫৬-৩৯৩৩

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পর্যালোচনা

ইরানের কৌশলেই উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে গোপনে তেল নিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে জ্বালানি রপ্তানি সচল রাখতে গোপনে 'জাহাজ থেকে জাহাজে' তেল স্থানান্তরের একাধিক কার্যক্রম তদারকি করেছে। এই অভিযানে আকাশ, জলপথের ড্রোন এবং হেলিকপ্টার ব্যবহারের মাধ্যমে তেলের বহরগুলোকে হরমুজ প্রণালির বাইরে অপেক্ষমাণ ট্যাংকারগুলোর দিকে নিয়ে গেছে মার্কিন বাহিনী।

হরমুজ প্রণালির কাছে এই অভিযানে একটি 'শাটলিং' পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দীর্ঘদিন ধরে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে কাজে লাগিয়ে এসেছে ইরান। এই তেল স্থানান্তর যেসব জায়গায় হয়েছে সেগুলোর দুটি নির্দিষ্ট স্থান শনাক্ত করেছেন অভিযানের বিষয়ে অবগত ১১ জন। একটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ উপকূলের কাছে, অন্যটি ওমানের সোহার বন্দরের কাছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পর্যালোচনা করা জাহাজ চলাচলের তথ্য ও স্যাটেলাইটে তোলা ছবি অনুযায়ী, এই কার্যক্রম শুরু হয় মে মাসের শুরুতে এবং অন্তত ৯২টি জাহাজ তেল স্থানান্তরের কাজে ব্যবহার হয়েছে।

গত ১১ জুন পর্যন্ত দুই স্থানে একই সময়ে ১৭ জোড়া জাহাজকে তেল স্থানান্তর করতে দেখা গেছে বলে স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে রয়টার্স।

গত ৯ জুন ইরান গুলি করে ভূপাতিত করেছে একটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার, যার জেরে যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা বোমা হামলা চালিয়েছিল। ওই হেলিকপ্টার মূলত এই অভিযানেরই অংশ ছিল বলে জানিয়েছেন, হামলার বিষয়ে অবগত এক সাবেক মার্কিন কর্মকর্তাসহ চারজন।

তবে অভিযানে অ্যাপাচির নির্দিষ্ট ভূমিকা কী ছিল, তা রয়টার্স নিশ্চিত হতে পারেনি। রয়টার্সের প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, অফশোর 'জাহাজ থেকে জাহাজে' তেল স্থানান্তর কার্যক্রমে সেন্ট্রাল কমান্ডের কোনো বাহিনী অংশ নিচ্ছে না।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলছেন, হেলিকপ্টারের দুই ক্রু সদস্যকে একটি ড্রোন নৌযান উদ্ধার করে। এই 'জাহাজ থেকে জাহাজে' তেল স্থানান্তরের ব্যাপ্তি, এর কার্যপ্রণালি ও অভিযানে অ্যাপাচির সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে এর আগে কোনও খবর প্রকাশ হয়নি।

হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে প্রশ্ন সেন্টকমের কাছে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে, তেল স্থানান্তর নিয়ে মন্তব্যের অনুরোধে ইরান সরকার কোনো জবাব দেয়নি।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন ওই অভিযান চলাকালে ফুজাইরাহ বন্দর একাধিকবার ইরানের হামলার মুখে পড়েছে। গত সপ্তাহান্তে ব্রিটিশ সামুদ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ভ্যানগার্ড জানায়, ওমান উপকূলের কাছে একটি ট্যাংকারে অজ্ঞাত উৎস থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে।

এক বিবৃতিতে ভ্যানগার্ড জানায়, জাহাজের ক্রুরা নিরাপদ ছিল এবং ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কিছু তেল বেরিয়ে গেলেও পরিবেশগত ক্ষতি হয়নি। তবে আক্রান্ত ট্যাংকারটি 'জাহাজ থেকে জাহাজে' তেল স্থানান্তর অভিযানের অংশ ছিল কিনা, তা উল্লেখ করেনি তারা।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছিল। বিশ্বের মোট উৎপাদিত জ্বালানি তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (২০শতাংশ) এই হরমুজ প্রণালি দিয়েই পরিবাহিত হয়। হরমুজ অবরুদ্ধ থাকার ফলে বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।

জাহাজ থেকে জাহাজে স্থানান্তর কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ এবং এ কাজে দক্ষতা না থাকলেও এ পদক্ষেপকে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে স্বাভাবিক তেল সরবরাহ আবার শুরু করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

ট্রাম্প বলেছেন, এ সপ্তাহে ঘোষিত ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির আওতায় আগামী শুক্রবার হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া হবে। তবে চুক্তির বিস্তারিত এখনও অস্পষ্ট। চুক্তি এই তেল স্থানান্তরে কোনও প্রভাব ফেলেছে কি না, তা রয়টার্স নির্ধারণ করতে পারেনি।

গত ২০ মে রয়টার্সের প্রকাশিত এক অনুসন্ধানে বলা হয়েছিল, হরমুজ প্রণালির বিপরীত দিকে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণে ইরান নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এ ব্যবস্থায় দ্বীপে চেক পয়েন্ট বসানো হয়েছে, কূটনৈতিক সমঝোতা করা এবং কিছু ক্ষেত্রে ফি আদায়ও করা হচ্ছে।

অভিযানের সঙ্গে জড়িত ৮ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তেল স্থানান্তর কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

ট্যাংকারগুলোকে হরমুজে প্রবেশের আগে একটি নির্ধারিত স্থানে ভিড়তে হয়।

এরপর নির্দিষ্ট বিরতিতে যাত্রা করতে হয়, যাতে প্রতিটি জাহাজের মধ্যে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার মিটার দূরত্ব থাকে। এক সূত্র ও স্যাটেলাইট ছবি থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। চার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ সময় জাহাজগুলোর ট্রান্সপন্ডার বন্ধ রাখা হয় এবং আলো কমিয়ে দেওয়া হয়।

একাধিক ওয়েপয়েন্টের মাধ্যমে মার্কিন সামরিক বাহিনী ট্যাংকারগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে। এগুলো প্রণালি পাড়ি দিয়ে ইরান ঘোষিত নিয়ন্ত্রণসীমার বাইরে পৌঁছলে এরপর সেগুলো অপেক্ষমাণ তেল গ্রহণকারী জাহাজের কাছে গিয়ে ভিড়ে। এই জাহাজগুলো হচ্ছে- মূলত 'ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার' (ভিএলসিসি)। সেখানেই শুরু হয় তেল স্থানান্তর। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে ২৪ থেকে ৪০ ঘণ্টা সময় লাগে। খালি হয়ে যাওয়া ট্যাংকারগুলো আবার প্রণালি পেরিয়ে ফিরে যায় এবং নতুন করে বোঝাই হওয়া ভিএলসিসি জাহাজগুলো গন্তব্যে রওনা হয়।

এই 'জাহাজ-থেকে-জাহাজে' স্থানান্তর সম্ভব হচ্ছে মূলত সেইসব শিপিং প্রতিষ্ঠানের কারণে, যারা ইরানের অবরোধের ঝুঁকি থাকার পরও হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে অপেক্ষমাণ ট্যাংকারগুলোর কাছে তেল পৌঁছে দিতে রাজি আছে। তবে এই অভিযান ঝুঁকিপূর্ণ।

"আপনি জানেন না যে, কখন ইরান ড্রোন বা এমনকি গানবোট ব্যবহার করে জাহাজগুলোর প্রণালি পার হওয়া রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবে, " বলেছেন, সামুদ্রিক ঝুঁকি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট- এর সিনিয়র ফেলো নোম রেইডান, যিনি রয়টার্সের অনুসন্ধানও পর্যালোচনা করেছেন।

ইরান বহু বছর ধরে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে জাহাজ থেকে জাহাজে তেল স্থানান্তরের কৌশল ব্যবহার করে আসছে। কারণ, এ পদ্ধতিতে তেলের উৎস লুকানো যায়।

সাধারণত ইরান একবারে এক জোড়া জাহাজ ব্যবহার করে, যাতে শনাক্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে এবং যুদ্ধের আগে তাদের রপ্তানির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অভিযানে বিপুল পরিমাণ তেল স্থানান্তর করা হচ্ছে। তারা উপসাগরীয় উৎপাদকদের ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক হামলা থেকে তুলনামূলক বেশি সুরক্ষা দিচ্ছে। ফলে তারা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে অশোধিত তেল, কনডেনসেট ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পাঠাতে পারছে।

রয়টার্স ২ মে থেকে ১১ জুনের মধ্যে তোলা এক ডজনের বেশি স্যাটেলাইট ছবি পর্যালোচনা করেছে। এগুলোতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উপসাগরীয় ট্যাংকার বহর ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত যেসব জাহাজ তেল নিয়েছে, তাদের মধ্যে জাহাজ থেকে জাহাজে তেল স্থানান্তর হতে দেখা গেছে।

রয়টার্স আরও এলএসইজি ও কেপলারের শিপিং তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছে, একই সময়ে ওই এলাকায় ট্যাংকারগুলোর মধ্যে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ছবি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রয়টার্স হিসাব করেছে, মে মাসের শুরু থেকে এই অফশোর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্তত ৯ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য স্থানান্তরিত হয়ে থাকতে পারে।

এই হিসাব করা হয়েছে ট্যাংকারগুলোর বহনক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। তবে এই পরিমাণ এখনও যুদ্ধপূর্ব সময়ে প্রণালিটি দিয়ে পরিবাহিত দৈনিক গড় প্রায় ২ কোটি ব্যারেলের তুলনায় অনেক কম।

গত শুক্রবার থিংকট্যাংক 'কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস'- এর প্রেসিডেন্ট মাইকেল ফ্রমান বলেন, পুরোনো সব নিয়ম দুর্বল হয়ে পড়ায় এখন অপ্রত্যাশিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রও চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া এমনকি ইরানের ব্যবহৃত চোরাচালানের কৌশল অবলম্বন করছে। চীন, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ইরানের তথাকথিত 'ডার্ক ফ্লিট' ছিল যুক্তরাষ্ট্রের এখনকার নেওয়া পদ্ধতির পথিকৃৎ। আর এই কৌশল দেশগুলো নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে।

এবার রাশিয়া-ইউক্রেনকে শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান

নিউজ ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনকে একটি শান্তিচুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ফ্রান্সে আয়োজিত জি সেভেন সম্মেলনে ট্রাম্প মঙ্গলবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করার পর এই আহ্বান জানান। এ সময় ট্রাম্প বলেন, তিনি এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার চেষ্টা করবেন। তবে এই চুক্তি করার জন্য রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টির কোনো রকম বাস্তব পদক্ষেপের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ অবসানে প্রাথমিক সমঝোতা চুক্তির ঘোষণা দেওয়ার পরপরই সোমবার ফ্রান্সে বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি সেভেন সম্মেলনে যোগ দেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি ইরান-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি নিয়ে গুনগান গাওয়ার পর ইউক্রেন এবং লেবাননে লড়াই বন্ধের চেষ্টা নেবেন বলে জানান। এর পরদিনই ট্রাম্প সম্মেলনের ফাঁকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এ বৈঠককে 'খুবই ভাল' বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "আমি যা করতে পারি করব।" ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে রণক্ষেত্রে অনেক তরুণ নিহত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "দেখুন, রাশিয়ার উচিত একটি চুক্তি করা।" ইউক্রেনেরও আলোচনার টেবিলে বসে দ্রুত সমাধানে পৌঁছানো উচিত বলে ট্রাম্প মন্তব্য করেন। দুই ইউরোপীয় কূটনতিক জানান, বৈঠকে জেলেনস্কি সোমবার কিয়েভে হওয়া রাশিয়ার হামলার ছবি ট্রাম্পকে দেখিয়েছেন। ট্রাম্প রাশিয়ার এই হামলা সমর্থন করেননি।

জেলেনস্কি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বৈঠকে ইউক্রেনের মূল মনোযোগের বিষয় ছিল আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা। তাছাড়া, রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে আনতে মস্কোর ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ইউরোপীয় কূটনীতিকরা এই বৈঠককে গঠনমূলক বলেছেন। এক ইউরোপীয় কূটনীতিক বলেছেন, "আমাদের যৌথ বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, রাশিয়া এখন প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে আছে।" তবে ট্রাম্প রাশিয়ার ওপর আরও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চাপানোর বিষয়টি এড়িয়ে চলছেন বলে জানান দুই কূটনীতিক।

ভারতের হায়দরাবাদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাস্তা

হায়দরাবাদের 'ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্টে' অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট অভিমুখী রাস্তার নাম হবে 'ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ

নিউজ ডেস্ক

ভারতে তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানকার সরকার। রাস্তাটি চলতি মাসেই উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া'। আগামী ২৩ জুন থেকে হায়দরাবাদের 'ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট'-এ অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেট অভিমুখী এই রাস্তার নতুন নাম হবে 'ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যাভিনিউ'।

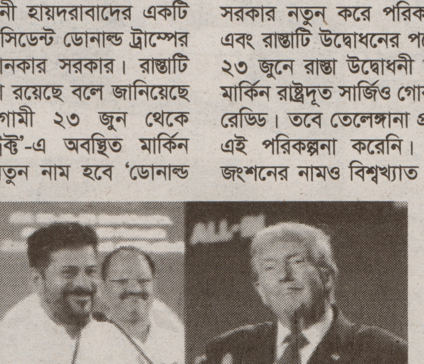

তেলেঙ্গানা সরকারের ভাষ্য, এই পদক্ষেপ ভারত- যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরও জোরদার করারই বার্তা। হায়দরাবাদ বিশ্বের সেইসব মুষ্টিমেয় নগরীর তালিকায় জায়গা করে নেবে, যেখানে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের নামে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। ট্রাম্পের নামে ভারতে রাস্তার নামকরণের এই সিদ্ধান্তের কথা প্রথম জানা যায় গত বছর ডিসেম্বরে। ওইসময় দিল্লিতে বার্ষিক যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্মেলনকালে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি প্রথম এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

এরপর বাস্তবেও পদক্ষেপ নেন তিনি। রাস্তাটি তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। যদিও বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা, ভারতের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কারোপ নিয়ে বিরোধ এবং পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহের মধ্যে রাস্তার কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। তবে এখন ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধের চুক্তির মধ্য দিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা কমে আসায় তেলেঙ্গানা সরকার নতুন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে এবং রাস্তাটি উদ্বোধনের পথে এগুচ্ছে।

২৩ জুনে রাস্তা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তবে তেলেঙ্গানা প্রশাসন কেবল একটি রাস্তা নিয়েই এই পরিকল্পনা করেনি। শহরের নানা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, জংশনের নামও বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি, সংস্থা বা টেক কোম্পানির নামে করারও পরিকল্পনা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে- 'রাভিরিয়ালার গ্রিনফিল্ড রেডিয়াল রিং রোড'- এর নাম বদলে রাখা হবে প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার নামে। কেবল তাই নয়, সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে- গুগল স্ট্রিট ও মাইক্রোসফট রোডের মতো নামও। আরেক রাস্তার নামকরণ করা হতে পারে উইপ্রো রোড। তবে তেলেঙ্গানা সরকার ডনাল্ড ট্রাম্পের নামে রাস্তা করার সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে নিয়েছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রেই ট্রাম্পের নাম ঘিরে বিতর্ক রয়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটনের একটি ফেডারেল আদালত বিখ্যাত কেনেডি সেন্টারের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সেখানে ট্রাম্পের নাম দেওয়ার চেষ্টা আদালতের নির্দেশে বন্ধ হয়। সরানো হয় সংশ্লিষ্ট ফলক। ফলে এই পরিস্থিতিতে ভারতে ট্রাম্পের নামে রাস্তার নামকরণ নতুন রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

ইরানকে কাবু করতে গিয়ে উল্টো মার্কিন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দেখল বিশ্ব

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে অবশেষে অবসান ঘটেছে ২৮ ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটির। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই যুদ্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। এই সংঘাতের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য ও শত্রুদের দমনের ক্ষমতা যেমন বড় ধাক্কা খেয়েছে, তেমনি মার্কিন সামরিক শক্তির সীমাবদ্ধতাও বিশ্বের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে। বিশেষ করে ওয়াশিংটন যখন তার সীমিত অস্ত্রভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছিল, তখন চীন অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করেছে।

এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের একটি চরম ভুল হিসাব-নিকাশের ওপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল। তারা ভেবেছিল তেহরানের শাসনব্যবস্থা দুর্বল এবং এই যুদ্ধ হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজেই বিজয়ী হওয়ার মতো। যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইসরাইলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হন এবং মার্কিন হামলায় দক্ষিণাঞ্চলীয় মিনাব শহরের একটি স্কুল ধ্বংস হয়ে ১২০ জনেরও বেশি স্কুলছাত্রীসহ অন্তত ১৫০ জন বেসামরিক মানুষ মারা যান।

ট্রাম্প ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ভিডিও বার্তায় ইরানের সরকার পতনের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই চরম আঘাতের পরও ইরানের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি, বরং খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনি এবং রেভল্যুশনারি গার্ডসের তরুণ ও আগ্রাসী কমান্ডারদের নেতৃত্বে তারা আরও শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

ইরানের এই প্রতিরোধ ও পালটা কৌশল উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল উৎপাদনকারী আরব রাজতন্ত্রগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্রতায় ফাটল ধরিয়েছে। এত দিন ধরে নিজেদের স্থিতিশীলতার দ্বীপ মনে করা এই দেশগুলোর ব্যবসায়িক মডেল এখন চরম হুমকির মুখে এবং এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বহু বছর লেগে যাবে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, উপসাগরীয় অঞ্চলের কর্মকর্তারা এখন আর কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ভরসা না রেখে তাদের মিত্রতা বহুমুখীকরণের কথা ভাবছেন এবং ইরানের সাথে কীভাবে সহাবস্থান করা যায়, সেই পথ খুঁজছেন।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় যখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা চলছিল, ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে এই যুদ্ধ শুরু করা হয়। যুদ্ধের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল হরমুজ প্রণালি, যা দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কৃষিকাজের জন্য জরুরি সার ও সেমিকন্ডাক্টরের কাঁচামাল পরিবহন করা হয়। এই দীর্ঘ অচলাবস্থার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে এবং আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের মতো দরিদ্র দেশগুলো মারাত্মক খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়। এখন দুই পাতার ১৪ দফার এই সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত হচ্ছে, মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করা হচ্ছে এবং যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতি ও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে। তবে এই সমঝোতা কোনো স্থায়ী শান্তি চুক্তি নয়, বরং ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মতো জটিল বিষয়গুলো ভবিষ্যতের আলোচনার জন্য তোলা রইল। এই চুক্তিতে পূর্ণ অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়েছে, যা নেতানিয়াহু সরকারকে চরম হতাশায় ফেলেছে।

নেতানিয়াহু তার পুরো রাজনৈতিক জীবন যে শত্রুকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ইরানকে অক্ষত রেখে যুদ্ধ শেষ করায় তিনি এখন নিজ দেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন, যা আগামী অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে তার জন্য বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

বর্তমানে অন্যতম প্রধান জটিলতা হিসেবে রয়ে গেছে লেবানন, সিরিয়া ও গাজায় ইসরাইলের দীর্ঘমেয়াদি সামরিক দখলদারিত্বের ঘোষণা। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল দখল করে রাখা এবং বৈরুতে সাম্প্রতিক ইসরাইলি বিমান হামলা মূলত এই শান্তি আলোচনা নস্যাৎ করার একটি চেষ্টা ছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ করে আলোচনা আরও গতি পায়। ট্রাম্প ইতোমধ্যেই নেতানিয়াহুর ওপর তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং ইসরাইল মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আরও আগ্রাসন চালাবে কি না, তা এখন দেখার বিষয়।

সব মিলিয়ে, ২৮ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বেসর্বা ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে মার্কিন পরাশক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখার লড়াইকে এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত নরওয়ের যুবরাজ্ঞীর ছেলে

বান্ধবীকে ও ইনফ্লুয়েন্সার নোরা হাকল্যান্ডকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত

নিউজ ডেস্ক

নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্সেস (যুবরাজ্ঞী) মেটে-ম্যারিটের ছেলে মারিয়াস বোর্গ হইবি ধর্ষণের দুটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এজন্য তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। ১৫ জুন অসলো জেলা আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করে। ধর্ষণের আরও দুটি অভিযোগ থেকে তাকে খালাস দেওয়া হয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে আনা আরও বেশ কয়েকটি অপরাধের অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে।

২৯ বছর বয়সী মারিয়াস বোর্গ হইবি স্বাস্থ্যগত কারণে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তবে তিনি ভিডিও লিংকের মাধ্যমে রায় শুনেন।

কৌঁসুলিরা হইবির জন্য সাত বছর সাত মাসের কারাদণ্ড দাবি করেছিলেন। অন্যদিকে, হইবির আইনজীবীরা আরও কম ১৮ মাসের সাজা চেয়েছিলেন। তারা জানান, হইবি রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে চান।

মারিয়াস বোর্গ হইবি রাজপরিবারে বেড়ে উঠলেও তার কোনো রাজকীয় উপাধি বা রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারের অধিকার নেই। তবে তার বিচার নরওয়ের রাজপরিবারে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে।

হইবির বয়স যখন চার বছর, তখন তার মা মেটে-ম্যারিট নরওয়ের ক্রাউন প্রিন্স (যুবরাজ) হাকনকে বিয়ে করেন। এরপর থেকে হাকনের সৎ ছেলে হিসেবে রাজপরিবারে বড় হয়েছেন হইবি।

যুবরাজ্ঞী মেটে-ম্যারিট ফুসফুসের রোগে ভুগছেন এবং সম্প্রতি তাকে ফুসফুস প্রতিস্থাপনের অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়েছে। অসুস্থ মায়ের পাশে থাকার জন্য হইবির আইনজীবীরা কারাগার থেকে তার মুক্তি দাবি করে এসেছেন বারবার।

রায় ঘোষণার পর হইবির আইনজীবী ফের তার মুক্তি চান আদালতের কাছে। অসলো আদালত অবশ্য গত সপ্তাহে প্রাথমিকভাবে হইবির মুক্তি মঞ্জুর করেছিল। তবে আপিল কোর্টে সে সিদ্ধান্ত উল্টে যায়।

এদিন অসলো আদালতের বিচারকদের একজন জন স্ভেরদ্রুপ রায়ের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন এবং পরে ১২৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়ের ব্যাখ্যা দেন।

হইবি ধর্ষণের চারটি অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। তবে আদালত হইবিকে দুই নারীকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। এর মধ্যে একটি ঘটনা ২০১৮ সালে ক্রাউন প্রিন্সের স্কাউগুম এস্টেটে এবং অপরটি ২০২৪ সালে অসলোতে ঘটে। এছাড়াও হইবি তার সাবেক প্রেমিকা, নরওয়েজিয়ান ইনফ্লুয়েন্সার নোরা হাকল্যান্ডকে অপব্যবহারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং আরেক সাবেক সঙ্গীকে গুরুতর শারীরিক আঘাত করার অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। ওই নারীর বাসা থেকেই ২০২৪ সালের অগাস্টে হইবিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তবে ২০২৪ সালের নভেম্বরে অসলোর একটি হোটেলে পরিচয় হওয়া এক নারী এবং ২০২৩ সালে লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জে অবকাশ যাপনকালে পরিচয় হওয়া আরেক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে হইবিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

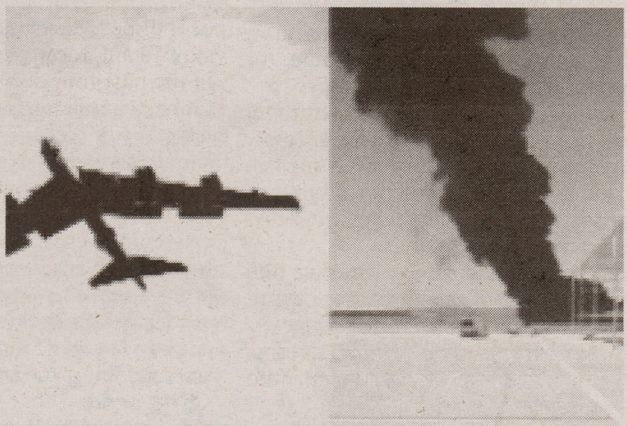

যুক্তরাষ্ট্রের অহংকারের প্রতীক 'বি-৫২ বোমারু' বিমান বিধ্বস্ত

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স ঘাঁটি থেকে উড্ডয়নের পরপরই মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি বি-৫২ বোমারু বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে বিমানটির দুই কর্মীসহ আটজন নিহত হয়েছেন। খবর বিবিসি। সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় সোমবার ১১টা ২০ মিনিটে নিয়মিত পরীক্ষামূলক মিশনে থাকাকালে বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর আকাশে ঘন কালো ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী দেখা যায়, যা বহু মাইল দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল। বিমান বাহিনীর কর্নেল জেমস হেইস বলেন, "আজ এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স ঘাঁটিতে একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি ঘটেছে এবং আমরা আটজন মহান আমেরিকানকে হারিয়েছি।"

নিহতরা সামরিক সদস্য, বেসামরিক সরকারি কর্মী এবং সরকারি ঠিকাদারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের সদস্য বলে জানান তিনি। এর আগে ঘাঁটি কর্তৃপক্ষ বলেছিল, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী এ দুর্ঘটনায় কারো বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কর্নেল হেইস পরে এক ব্রিফিংয়ে জানান, নিহতদের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদের জানানোর ২৪ ঘণ্টা পর নিহতদের নাম প্রকাশ করা হবে।

হেইস বলেন, এ দুর্ঘটনাটি পুরোপুরিভাবে এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স ঘাঁটির রানওয়ের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতের ঘাঁটির কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।

তিনি জানান, ঘাঁটির রাডার আধুনিকীকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা করছিল বি-৫২ বিমানটি। উড্ডয়নের পরপরই এটি বিধ্বস্ত হয়ে আগুনে পুড়ে যায়।

খবরে আরো বলা হয়, দুর্ঘটনার কারণ এখনো জানা যায়নি। তদন্ত শেষ হতে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধানের তদন্তে ছয় মাসেরও বেশি সময় দরকার হতে পারে বলে জানিয়েছেন হেইস।

উড়োজাহাজ নির্মাতা মার্কিন কোম্পানি বোয়িং এক বিবৃতিতে বলেছে, তাদের দুই কর্মী বিমানে ছিলেন, তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কোম্পানি। এ বিষয়ে বিবিসির তরফে বক্তব্যের অনুরোধে কোম্পানি মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এক্স পোস্টে এ দুর্ঘটনাকে 'একটি মর্মান্তিক ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিহতদের পরিবার ও এডওয়ার্ডস এয়ার ফোর্স ঘাঁটি পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বোয়িং বি-৫২ স্ট্রাটোফরট্রেস ১৯৫০-এর দশক থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার হয়ে আসছে। এটির ডাকনাম 'দ্য বাফ', যা 'বিগ আগলি ফ্যাট' শব্দগুচ্ছের সংক্ষেপ রূপ।

উল্লেখ্য বি-৫২ একটি দূরপাল্লার কৌশলগত বোমারু বিমান, যা ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগের নেপথ্যে রাশিয়ার হাত

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের বাড়ি ও গাড়িতে ২০২৫ সালে অগ্নিসংযোগের ঘটনার নেপথ্যে ছিল রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদদ ছিল বলে বিবিসির খবরে বলা হয়েছে। অনুসন্ধানের বরাতে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি লিখেছে, রাশিয়ার নাশকতা ও অনলাইনে উস্কানিমূলক প্রচারের অংশ হিসেবে সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছিল।

২০২৫ সালের মে মাসে উত্তর লন্ডনের কেনটিশ টাউনে প্রধানমন্ত্রীর একটি বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং তার ব্যবহৃত গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

বিবিসি লিখেছে, রুশভাষী এক ব্যক্তি ইউক্রেইনীয় ভাড়াটেদের এই হামলা চালানোর নির্দেশ ও অর্থ দিয়েছিলেন। টেলিগ্রাম সংযোগে নাশকতাকারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন রুশভাষী ইভজেনি লুকশিন, আদ্যক্ষর 'ইএল'।

২৩ বছর বয়সী এই তরুণ একজন রাশিয়ান কূটনীতিক এবং উচ্চপদস্থ এক রুশ সরকারি কর্মকর্তার সন্তান। রাশিয়ান এই কূটনীতিক 'ইএল মানি' ছদ্মনামে অর্থের বিনিময়ে ভাড়াটে অপরাধীদের দিয়ে ওই কাজ করান।

অগ্নিসংযোগের ঘটনায় লন্ডনের ওল্ড বেইলি আদালত দুইজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তারা হলেন ২২ বছর বয়সী ইউক্রেইনীয় নাগরিক রোমান ল্যাভ্রিনোভিচ এবং ইউক্রেইনে জন্ম নেওয়া রোমানীয় ২৭ বছর বয়সী স্তানিস্লাভ কারপিউচ।

ল্যাভ্রিনোভিচ টেলিগ্রামের মাধ্যমে 'ইএল মানি' র কাছ থেকে অর্থ

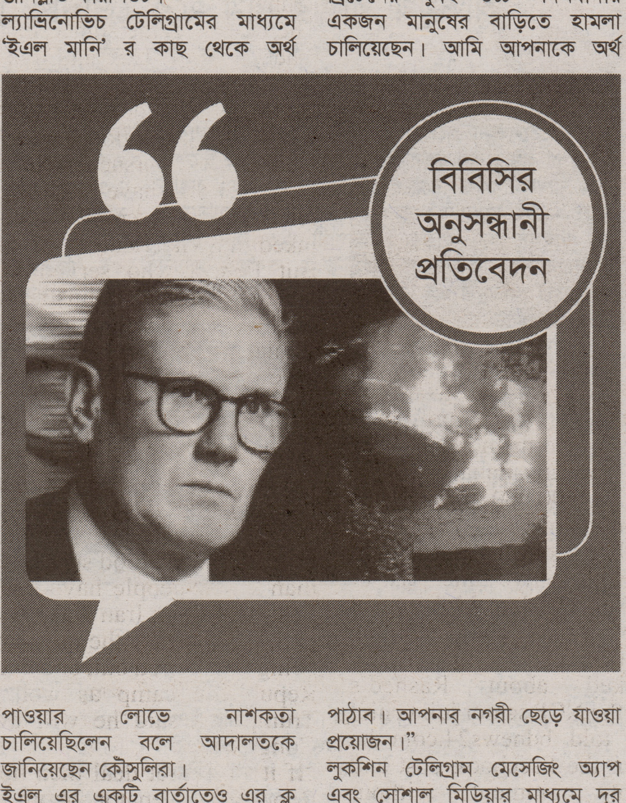

পাওয়ার লোভে নাশকতা চালিয়েছিলেন বলে আদালতকে জানিয়েছেন কৌঁসুলিরা।

ইএল এর একটি বার্তাতেও এর ক্লু পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। যাতে বলা হয়েছে, "দেখুন, আপনি ব্রিটেনের খুবই উচ্চ পদমর্যাদার একজন মানুষের বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। আমি আপনাকে অর্থ পাঠাব। আপনার নগরী ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন।"

লুকশিন টেলিগ্রাম মেসেজিং অ্যাপ এবং সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে দূর থেকে অপরাধীদের নির্দেশনা দিতেন এবং ল্যাভ্রিনোভিচকে তিনি রাশিয়ার নাগরিকত্ব দেওয়ার লোভও দেখিয়েছিলেন।

বিবিসি অনুসন্ধানে আরও বেরিয়ে এসেছে যে, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য মাধ্যমে রাশিয়া ভিত্তিক ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে যুক্তরাজ্যে কট্টর-ডানপন্থি এবং মুসলিমদের নামে জাল গ্রুপ তৈরি করে যুক্তরাজ্যে বিভাজন উস্কে দেওয়া এবং ভয় ছড়ানোর পাশাপাশি ভাঙচুর চালানো হত।

রাশিয়ার এইসব অ্যাকাউন্টে অগ্নিসংযোগের উদ্দেশ্য নিয়ে কিয়ার স্টারমারকে লক্ষ্যবস্তু করে মিথ্যা বক্তব্য পোস্ট করা হত। আর তা ছড়িয়ে দিতেন কট্টর ডানপন্থি ও ইসলাম-বিদ্বেষী কর্মী টমি রবিনসনের মতো মানুষেরা।

যুক্তরাজ্যে রাশিয়ার দূতাবাস প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, আমরা রাশিয়া এবং এর পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কে কোনও বেআইনি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করার যে কোনও চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করছি। রাশিয়া যুক্তরাজ্য বা দেশটির জনগণের জন্য কোনও হুমকি নয়, এমনকি যুক্তরাজ্যের প্রতি কোনও আগ্রাসী অভিপ্রায়ও নেই।

ওদিকে, বিবিসি'র করা প্রশ্নে রুশভাষী লুকশিন কোনো জবাব দেননি। তবে লুকশিনের সঙ্গে যোগাযোগের কয়েকঘণ্টা পর তার যে প্রচার চ্যানেলকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল, সেটি গায়েব হয়ে গেছে।

Iran Deal Includes $300BN Fund

The fund is designed to give both sides economic incentives to finalize a deal

News Desk

A $300 billion private fund designed to trigger investment into Iran is outlined in the US-Iran framework agreement and more than half that sum has already been committed, a source with direct knowledge of the deal told Reuters.

The fund is designed to give both sides an economic incentive to conclude a final deal, said the source, who spoke on condition of anonymity because the plan has not yet been announced as Washington and Tehran prepare to sign on Friday.

US and Iranian officials said on Sunday they had agreed on a framework to end their war, which began when US and Israeli forces attacked Iran on Feb 28, halt the US blockade of Iran and reopen the Strait of Hormuz, a key supply route for global oil and gas.

The new fund is a private investment vehicle, not a reconstruction or reparations programme and will not include any government money or grants, the source said, adding that companies based in the US, the Gulf Arab states, Asia, South America and Africa have agreed to commit financing.

Investments pledged span energy, logistics, manufacturing and transport, the source said.

A senior Iranian source told Reuters that Tehran had originally sought $400 billion as compensation for war damages from the US but Washington had said it would not provide it.

The idea for the fund, which is to be named the Reconstruction and Development Fund, had then emerged.

The mechanism envisages regional countries contributing in various ways, the Iranian source said. These include securing loans, establishing credit lines or directly financing the reconstruction of sites damaged in the war, including facilities such as the Mobarakeh Steel complex, refineries, airports and, more broadly, infrastructure affected by the conflict.

Iran, one of West Asia's largest economies, has attracted almost no significant foreign direct investment in the past four decades, frozen out of global capital markets by successive waves of US and international sanctions. The country has the world's second-largest proven natural gas reserves and the fourth-largest proven oil reserves.

It also has a young, educated population of more than 92 million people, a diversified industrial base and significant untapped potential in sectors ranging from petrochemicals and mining to tourism and agriculture.

The investment fund is entirely separate from a parallel negotiating track over the lifting of US sanctions and the release of Iranian sovereign assets frozen abroad, the source said, describing the two as distinct financial mechanisms with different purposes and timelines.

The fund will not be created or become operational until a final and satisfactory deal is concluded. The memorandum of understanding, once signed, is intended to structure the process over the next 60 days.

"It'll only be created once the final deal is signed," the source said. "During these 60 days the fund administrators will work with Iranians and investors to plan and scope projects."

Iran's foreign ministry and Pakistan's foreign ministry, which helped mediate the investment fund deal, did not immediately respond to requests for comment.

A White House spokeswoman pointed to a CBS interview with Vice President JD Vance on Monday in which he said that Iran could gain access to a $300 billion reconstruction fund backed by Gulf states if it complies with an agreement with Washington, including dismantling its nuclear programme, eliminating its stockpile of enriched material, and accepting a stringent inspection and enforcement regime.

The source would not say how the fund will be administered or by whom, noting that key details were still to be worked out.

The source named companies from South Korea, Japan, Singapore, Malaysia and the United States among those that had made commitments, but declined to provide a comprehensive list.

The 60-day memorandum is a framework, not a final agreement, and US and Iranian negotiators are expected to work across multiple tracks during that period covering nuclear, sanctions and regional security issues. Source : Reuters

Almost All Children Exposed To Climate Hazards: UN

News Desk

Almost all of the world's children are exposed to at least one climate hazard, with as many as 1.8 billion put in danger by droughts and 1.2 billion by extreme heat, the United Nations Children's Fund (UNICEF) said in a report on Tuesday.

UNICEF said children were "disproportionately affected" by a range of intensifying climate-related risks and governments urgently needed to invest in infrastructure, adaptation and disaster management capabilities to reduce their exposure. Here are some of the details of UNICEF's Children's Climate Risk Report.

The report looked at a broad range of climate hazards, as well as the impact of air pollution and the risks of vector-borne diseases like malaria. It also factored in data about access to water, healthcare and social services across the world. As many as 1.1 billion children globally were exposed to at least three overlapping climate risks, the report said, warning of a "dangerous cascade of multiple, overlapping hazards" that could overwhelm governments and social services. "It's not just the exposure to the single hazards like floods or droughts or heat waves and extreme heat that children face, but it is the exposure to multiple hazards," said Rohini Sampoornam Swaminathan, UNICEF statistics manager and one of the authors of the report.As many as 662 million children were at risk from tropical storms, 337 million from riverine floods and 33 million from coastal floods, with 1 billion children also exposed to malaria, mostly in Africa.

In 2024, 242 million children in 85 countries saw their schooling disrupted by climate hazards.

UNICEF identified Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodia and Pakistan as the most vulnerable countries. The highest numbers of drought-exposed children live in agriculture-dependent economies like Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Pakistan and Tanzania. Children in landlocked nations were also facing "disproportionate" risks of drought, desertification, heat stress and flash floods, with water stress set to intensify in countries like Botswana and Burkina Faso. Source : Reuters

Hannan Masud 'Faked' Election Affidavit : BNP's Rashed

News Desk

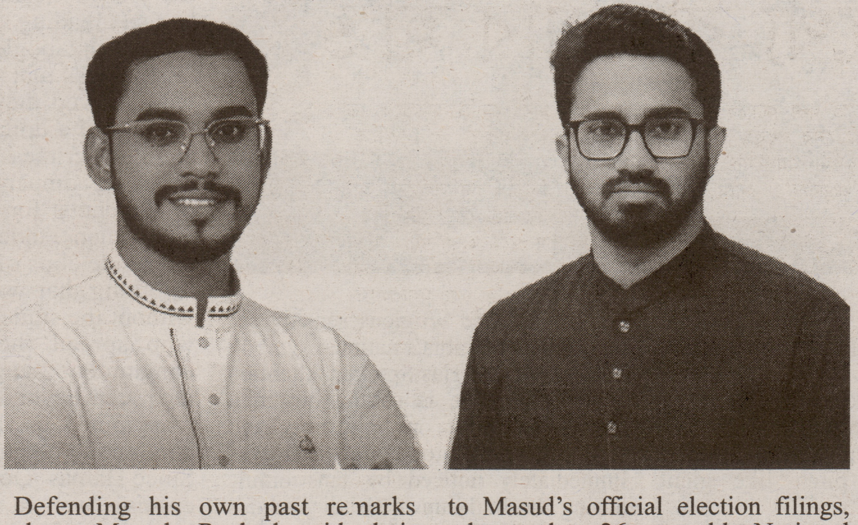

BNP leader Rashed Khan has alleged that Abdul Hannan Masud, the MP for Noakhali-6, gave false information in his election affidavit, and has questioned whether this could lead to the cancellation of his parliamentary seat.

In a Facebook post on Monday, Rashed said the Hatiya MP had admitted on a television talk show to including "inaccurate" details in his affidavit.

According to Rashed, Masud said his lawyer had advised him to file false information in the affidavit, arguing it would make things easier for future business dealings and tax returns.

Yet Masud has also claimed to own no immovable property, which, Rashed said, means his entire affidavit rests on "untrue claims".

Rashed cited remarks made by Election Commissioner Abul Fazal Md Sanaullah on Aug 11, 2025, when he told reporters that the Election Commission (EC) would investigate any false information in an affidavit even after voting.

If the claims were proven true, the candidacy would be annulled and the person would lose their seat as MP, Sanaullah had said, adding that the provision was specifically written into the Representation of the People Order (RPO).

Defending his own past remarks about Masud, Rashed said their accuracy could be checked simply by going through the information in Masud's own affidavit.

He said Masud had recently claimed to have paid his wife's semester fees with money borrowed from a man identified only as "Mahbub Bhai", and to have bought bricks for a new house while still owing Tk 300,000 that he could not repay due to lack of funds.

He also questioned why the honesty and financial struggles the MP spoke of publicly were not fully reflected in his election affidavit.

The allegations stand in stark contrast to Masud's official election filings, where the 26-year-old National Citizen Party (NCP) politician declared assets worth more than Tk 9.8 million and an annual business income of Tk 600,000 through his firm Digilanty Global.

Affidavit submissions filed earlier put Masud's wealth at five times that of his father, Amirul Islam Mohammad Abdul Malek, a rival candidate in the same constituency.

When asked about Rashed's allegations, the NCP senior joint chief coordinator told bdnews24.com he had not seen the Facebook post and would not comment without reviewing it.

Mike Pence And Other Republicans Warn

Iran Deal Is 'Awful' And A 'Mistake'

News Desk

Former Vice President Mike Pence has warned the terms of the U.S.'s deal with Iran are "much bigger than a mistake," adding to the chorus of early Republican criticism of the agreement touted by President Donald Trump.

The details of the signed memorandum of understanding reached by the U.S. and Iran have not been made public, but leaked information suggests the page-and-a-half document includes sanctions relief for Tehran, a $300 billion reconstruction fund for the country and an Iranian pledge to not pursue nuclear weapons.

U.S. officials have said the text of the deal could be released in the coming days and will be ceremonially inked in Switzerland on Friday.

But Pence, who served as Trump's right-hand man during his first administration, said the emerging terms of the agreement could "essentially be a lifeline to the Iranian regime" and that it "smacks of appeasement."

"We ought to keep the pressure on, keep the blockade on, and if need be, let our armed forces get back to work," he told CNN's Kaitlan Collins on Tuesday.

While Trump has lauded the "great" deal, Republicans are among those questioning whether the emerging terms justify the more than three months of war, the deaths of 13 U.S. service members and global concerns over oil prices, food supplies and travel disruption. More than 7,000 people have been killed across the Middle East, largely in Iran and Lebanon.

U.S. officials say the nitty-gritty of the agreement is still being hammered out, and with skepticism swirling in the Republican camp as well as in Democratic circles, Trump has said he will eventually send the deal to Congress.

"If it's a secret deal then how can I take it seriously?" Republican Senator Thom Tillis from North Carolina said Tuesday.

Trump Eyes Ending Ukraine Conflict

Ukraine, global economic imbalances will also be discussed in the meeting

News Desk

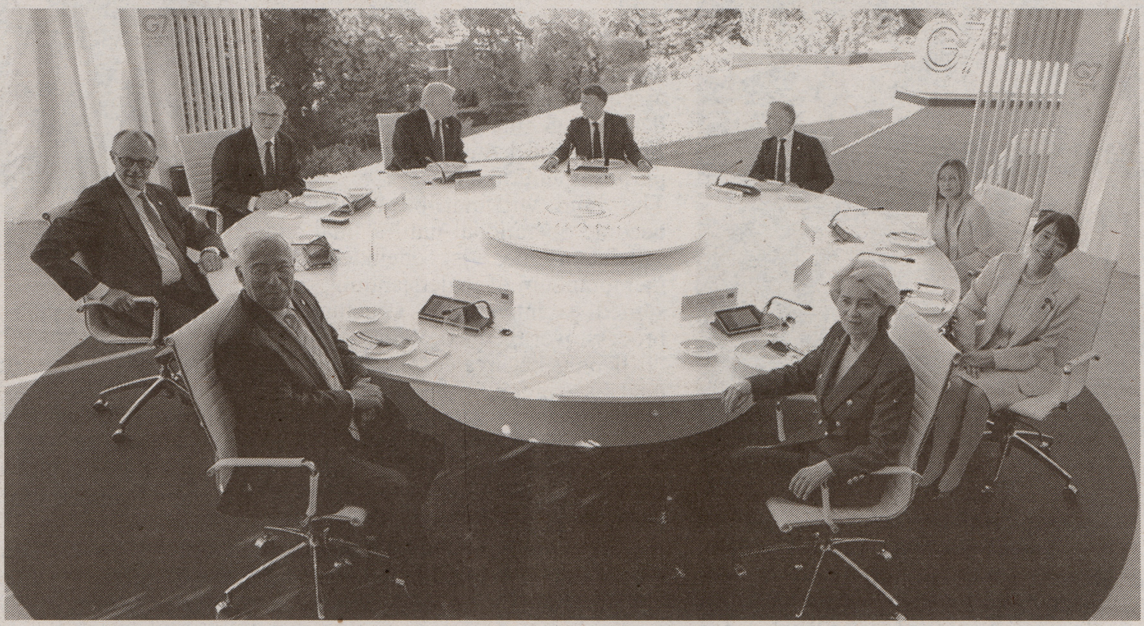

US President Donald Trump joined global leaders on Monday at the Group of Seven summit at a French lakeside resort, where he touted his preliminary deal to end the Iran war and said he would now seek to end the fighting in Ukraine and Lebanon.

Trump’s arrival at the G7 summit in Evian-les-Bains comes as global leaders grow increasingly wary of the United States. While many of them expressed relief over a deal that could bring closure to the Iran conflict, it was tempered by unease over new Trump tariff threats aimed at France and his warnings about the dangers of immigration.

In comments to the press alongside French President Emmanuel Macron, Trump said a memorandum of understanding aiming to end the war in the Gulf has already been signed by the United States and Iran, but he was unclear on when the text would be released.

Trump said some ships were already traversing the Strait of Hormuz, a major shipping route for global oil and gas supplies that Iran had effectively shut down, and that they would be passing toll-free.

With the Iran deal secured, Trump said he would now turn his attention to trying to secure peace between Ukraine and Russia, while also seeking to bring closure to fighting in Lebanon.

“We had a very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin, and I think maybe we can do something there. I really do. I think they’re both open to it,” he said.

The fallout from wars in Eastern Europe and the West Asia is just one of several issues G7 leaders will wrestle with during the Jun 15 to 17 summit. They will also seek common ground on tackling global economic imbalances, sourcing critical minerals outside of the dominant supplier China and AI.

CRUCIAL UKRAINE MEETING : Trump is due to attend a working session with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the summit, whose hand has improved since Trump told him in the Oval Office last year: “You don’t have the cards.” Russian advances in Ukraine have slowed and Ukraine is seeking more military funding from its allies amid a barrage of attacks on Kyiv.

Zelensky said on Monday he had offered to meet Russia’s President Vladimir Putin at the G7 summit for talks to end their more than four-year-old war, but Putin was not ready to speak.

It remains to be seen if Zelensky can secure greater US support while Trump prioritises drawing a permanent line under an Iran conflict that has dented his support domestically.

Securing guarantees from Trump may be hard. He is viewed as a volatile partner by G7 leaders, many of whom have been directly impacted by unilateral Trump decisions that have upended the Middle East, global trade and diplomacy, and prompted deeper soul-searching over the US commitment to the post-war global order it helped establish.

FRESH TARIFF THREATS : Underscoring the tensions, Trump told the New York Post before leaving for France he would “have no choice” but to apply 100% tariffs on French wine unless Paris eliminates its digital tax on US tech giants.

Then, in a social media post just before arriving at the summit, he turned to a subject that has been a regular source of tension with centrist European allies: immigration.

“Sadly, if you import people from Third World Countries, you quickly become a Third World Country — And there’s not a thing you can do about it,” he wrote.

Macron, whose term ends next year, is increasingly seen as a lame duck at home but he was still able to lure Trump to a glitzy dinner at the Palace of Versailles on Wednesday to mark 250 years of US independence.

The French leader told TF1 that France would not yield to Trump’s threats, adding, “tariffs don’t do anyone any good, especially tariffs between G7 countries.” Source : Reuters

Why Every Nation’s Flags Are Placed on Pitch at World Cup Except One

Desk News

The pre-match ceremony, featuring flags and national anthems, is one of the most recognizable and enduring elements of the FIFA World Cup. It is a powerful visual designed to celebrate identity, unity and global competition, reinforcing the idea that the tournament is a meeting point for nations from around the world—and this time, it’s even bigger.

For the 2026 World Cup, FIFA has redesigned the pre match ceremony to place even greater emphasis on national symbolism, with oversized flag banners and all players gathering around the center circle during the national anthems. FIFA says the aim is to create a “unique, immersive experience” that can be enjoyed “from every seat” in the stadium.

In most matches, this involves laying each nation’s flag flat on the pitch, where it briefly becomes part of the spectacle before kick-off. However, viewers have noticed that one country does not follow this same protocol: Saudi Arabia.

Why Saudi Arabia Is Different

Unlike every other participating nation, Saudi Arabia’s flag is never placed on the ground during World Cup ceremonies. Instead, it is always held above the pitch by volunteers.

The reason lies in the flag’s unique religious significance. The Saudi flag features the Shahada—an Islamic declaration of faith—making it more than just a national emblem. Because of its sacred nature, strict rules govern how it can be displayed. It must not be lowered in a way that could be seen as disrespectful, and it is prohibited from touching the ground or any surface below.

This creates a clear conflict with FIFA’s standard presentation format, which typically involves spreading flags across the pitch like giant banners.

How FIFA and Saudi Arabia Found a Solution : Rather than abandoning the visual spectacle entirely, organizers have adapted the ceremony to respect these cultural requirements.

When Saudi Arabia is involved, its flag is kept elevated throughout the pre-match ritual, carried by a group of volunteers so that it never touches the grass. To ensure visual fairness and avoid singling out one team, the opposing nation’s flag is often treated the same way during those matches—also held aloft rather than laid on the pitch. This compromise allows FIFA to maintain the overall look and feel of its pre-match ceremony while respecting the cultural and religious sensitivities tied to Saudi Arabia’s national symbol.

Why the Detail Has Sparked Attention : The difference is subtle, but in a tournament built on uniformity and symbolism, it stood out and was immediately noticed by fans online during the build-up to Saudi Arabia’s opening game against Uruguay.

Rather than criticize the Arab nation, many of those posting about the difference on platforms like X sought to educate followers on the reasons behind it, explaining the significance of the words written on the Saudi Arabian flag—the foundational declaration of faith in Islam, known as the Kalimah Tayyibah.

US-Arab Relations : The decision to respect Saudi Arabia’s flag protocol during a U.S. hosted World Cup can be viewed as a positive signal in U.S. Arab relations, highlighting a willingness to prioritize cultural understanding on a global stage.

When Google CEO Starts Speech

Stanford Students Walk Out of Graduation

News Desk

Numerous Stanford University students reportedly walked out of their graduation ceremony as Google CEO Sundar Pichai took the stage to deliver a keynote address.

Around 200 students walked out as Pichai took the stage during Sunday’s event, SFGate reported.

The walkout was organized by Students for Justice in Palestine and other groups to protest Google’s ties to Israel, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and other companies. Videos posted on social media showed some of the students walking out were carrying Palestinian flags, while others displayed banners reading “Genocide Runs on Google” and “ICE spies with Google AI.”

“Pichai was met with the sight of hundreds of students who showed they could not be allured anymore with the talk of a dollar or rapidly expanding AI. We know about the crimes of Google in collaborating with Israel, ICE, and companies like Palantir,” the Stanford chapter of Students for Justice in Palestine (SJP), a pro-Palestinian student organization. said on Instagram, alongside clips of the walkout.

“Nothing that was done today could have been done without the students, faculty, and community members who spread the word and who showed up. We congratulate the graduates as they continue on to their next step beyond Stanford. To the graduates of today who joined us. May your future steps to the future continue to be guided towards doing whats right.”

Since Hamas’ October 7, 2023, attack on Israel and the ensuing war in Gaza, U.S. college campuses have become a focal point for sustained pro Palestinian activism, with demonstrations, encampments, walkouts and building occupations unfolding at hundreds of institutions. Research from the Crowd Counting Consortium has recorded more than 3,700 days of protest activity across over 500 schools, including encampments at more than 130 campuses.

The movement surged in the spring of 2024, when protests that began at Columbia University spread nationwide and helped trigger more than 3,000 arrests, as well as disciplinary crackdowns by universities.

While many demonstrations were peaceful, the scale and persistence of the activism have often disrupted campus operations and high-profile events, including commencement ceremonies, invited speeches and official gatherings, prompting institutions to tighten protest rules and increase security.

"All County Social Adult Day Care—আপনার দ্বিতীয় বাড়ি, যত্ন ও বন্ধুত্বে সমৃদ্ধ সোনালী সময়ের ঠিকানা"

ALL COUNTY SOCIAL ADULT DAY CARE
THRIVE TOGETHER DAILY

88-11 179th pl,
Jamaica, NY-11432

www.allcountysadc.com

All County Social Adult Day Care

(Department of AGE & OMIG approved adult day care center)

929 365 2594

We cover most of the insurance / MLTC.

Anthem — CENTERLIGHT Healthcare PACE — VNS Health — elderplan homefirst. (a participating agency of MJHS Health System) — healthfirst (Health Insurance for New Yorkers)

OUR FACILITIES

- Unlimited Food, Fun, Game & Social Activities
- নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে প্রবীণদের আনা নেয়া হয়
- সেলুন সুবিধা
- নামাজ এবং ধর্মীয় অন্যান্য প্রোগ্রামের ব্যবস্থা।
- সামাজিক, বিনোদনসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে জয়েন ফ্রি।
- Free English-speaking class
- Free computer training class
- Free Medical check up
- জন্মদিনসহ বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে ফ্রি ব্যবস্থা করা হয়।
- ব্যায়ামের ব্যবস্থা।
- আউটডোর এবং বিভিন্ন পার্কের প্রোগ্রামে ফ্রি যোগদান।

শুক্রবার
১৯ জুন, ২০২৬
সাপ্তাহিক বাংলা গেজেট
শেকড় থেকে শিখরে
www.weeklybanglagazette.com

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর] নতুন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাবে। ছেলেটির নাম ইলন রিভ মাস্ক।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। শুধু সম্পদের হিসাবে তিনি ধনী নন, ধনসম্পদের ভাষাও যেন তিনি নতুন করে লিখে দিয়েছেন। ২০২৬ সালের জুনে তাঁর সম্পদ এক ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এই গল্পটি শুধু অর্থের নয়। এটি একটি অদ্ভূত মনের গল্প। সাফল্য, ব্যর্থতা, জেদ, বিতর্ক এবং ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে টেনে আনার এক বিপজ্জনক উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প।

১৯৭১ সালের ২৮ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় জন্ম নেন ইলন মাস্ক। মায়ের নাম মায়ে মাস্ক, কানাডায় জন্ম নেওয়া মডেল ও পুষ্টিবিদ। বাবা এরল

মাস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ী। পরিবারটি শিক্ষিত, স্বচ্ছল, উচ্চাভিলাষী হলেও ইলনের শৈশব রঙিন ছিল না।

সে ছিল বইপোকা। স্কুলের আড্ডার চেয়ে বইয়ের পাতায় তার আশ্রয় ছিল বেশি। বন্ধুরা যখন মাঠে ছুটত, সে ডুবে থাকত বিজ্ঞানকল্প, কম্পিউটার আর মহাকাশের গল্পে। শিশুকালেই তার ভেতরে তৈরি হয় এক অদ্ভূত অভ্যাস, কোনো জিনিস শুধু ব্যবহার করা নয়, জিনিসটি কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হবে। পৃথিবীকে সে দেখত খুলে রাখা যন্ত্রের মতো।

মাত্র ১২ বছর বয়সে সে নিজেই একটি ভিডিও গেম বানায়। নাম দেয় ব্লাস্টার (ইষধংঃধৎ)। পরে সেটি একটি কম্পিউটার ম্যাগাজিনে বিক্রি করে। অনেক শিশুর কাছে এটি হতো আনন্দের ঘটনা। ইলনের কাছে ছিল সংকেত। সে বুঝে গেল, মাথার ভেতরের অদৃশ্য ধারণাও একদিন বাস্তব জিনিসে পরিণত হতে পারে।

ব্যক্তিগত জীবনে সে সহজ পথ পায়নি। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, স্কুলে একাকিত্ব, অপমান ও কঠিন সম্পর্ক তাঁর ভেতরে এক ধরনের কঠোরতা তৈরি করে। শৈশব তাঁকে কোমল করেনি, বরং ভেতরে জেদ জমিয়েছে। এই জেদই পরবর্তীতে তাঁর শক্তি হয়েছে, আবার অনেক বিতর্কের উৎসও হয়েছে।

ইলন মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়েন মূলত আমেরিকায় পৌঁছানোর পথ খুঁজতে। তাঁর মা কানাডিয়ান হওয়ায় কানাডার পাসপোর্ট পাওয়ার সুযোগ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা, বর্ণবৈষম্যের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং প্রযুক্তির বড় মঞ্চে পৌঁছানোর স্বপ্ন, সব মিলিয়ে কানাডা হয় তাঁর প্রথম সেতু।

কানাডায় এসে কোনো রাজকীয় জীবন তিনি পাননি। আত্মীয়ের বাড়ি, ছোটখাটো কাজ, অনিশ্চয়তা, শীত, অচেনা দেশ, সবকিছুর ভেতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। পরে কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া। অর্থনীতি ও পদার্থবিজ্ঞান, দুই দিকেই তাঁর আগ্রহ। কারণ তাঁর কাছে অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর চলার হিসাব, আর পদার্থবিজ্ঞান ছিল মহাবিশ্বের চলার নিয়ম।

১৯৯৫ সালে ইলন মাস্ক স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র দুই দিন পরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর জায়গা ক্লাসরুমে নয়, ইন্টারনেটের নবীন দুনিয়ায়। তখনও ইন্টারনেট আজকের মতো সর্বব্যাপী হয়ে ওঠেনি। সবাই বুঝতে পারেনি, এই অদৃশ্য নেটওয়ার্ক একদিন দোকান, পত্রিকা, ব্যাংক, রাজনীতি, সম্পর্ক, সংবাদ, সবকিছু বদলে দেবে। মাস্ক বুঝেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। অতঃপর ভাই কিম্বল মাস্ককে সঙ্গে নিয়ে তিনি শুরু করেন জিপ২। এটি সংবাদপত্র ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন ম্যাপ এবং ডিরেক্টরি সেবা দিত। আজ এটি সাধারণ মনে হলেও নব্বইয়ের দশকে ধারণাটি ছিল সময়ের চেয়ে এগিয়ে। মানুষ যখন কাগজের ফোনবুক ও মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে অভ্যস্ত, মাস্ক তখন পর্দায় পথ খোঁজার ভবিষ্যৎ দেখছিলেন। ১৯৯৯ সালে কমপ্যাক কোম্পানি জিপ২ কিনে নেয় ৩০৭ মিলিয়ন ডলারে। মাস্ক পান প্রায় ২২ মিলিয়ন ডলার। অনেকেই এত টাকা পেলে নিরাপদ জীবন বেছে নিতেন। মাস্ক করলেন উল্টো কাজ। তিনি ঝুঁকি আরও বাড়ালেন। জিপ২ বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি শুরু করলেন এক্সডটকম। এটি ছিল অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ধারণা। তখন মানুষ ইন্টারনেটে টাকা পাঠাতে ভয় পেত। মাস্ক ভাবলেন, টাকা কেন কাগজে থাকবে, ব্যাংকের কাউন্টারে থাকবে? টাকা তো তথ্যও হতে পারে। যদি মেইল পাঠানো যায়, টাকা পাঠানো যাবে না কেন? এক্সডটকম পরে কনফিনিটির (ঈড়হভরহরঃু) সঙ্গে একীভূত হয়, এবং জন্ম নেয় প্যাপল (চধুচধষ)। সেখানে ক্ষমতার লড়াই, মতবিরোধ, পরিচালনা-সংকট, সবই ছিল। মাস্ক এক সময় সিইও পদ থেকেও সরে যান। কিন্তু প্যাপল তাঁকে শুধু অর্থ দেয়নি, বড় ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও দিয়েছে। ২০০২ সালে ইবিএ (বইধ) কোম্পানি প্যাপল কিনে নেয় ১.৫ বিলিয়ন ডলারে। মাস্ক পান বিশাল অঙ্কের অর্থ।

২০০২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন স্পেসএক্স (ঝঢ়ধপবঢ)। লক্ষ্য ছিল মহাকাশযাত্রাকে রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের বাইরে এনে বেসরকারি উদ্যোগের ভেতরে দাঁড় করানো। তাঁর বড় স্বপ্ন ছিল মানুষকে এক গ্রহে আটকে না রাখা। প্রথম দিকে স্পেসএক্স ছিল হাসির খোরাক। রকেট বানানো কি কোনো তরুণ ইন্টারনেট উদ্যোক্তার কাজ? রাষ্ট্র ও মহাকাশ সংস্থাগুলো যেখানে দশকের পর দশক ধরে কাজ করছে, সেখানে বেসরকারি কোম্পানি এসে কী করবে?

ইলন মাস্কের ফালকোন১ (ঋধষপড়হ ১) রকেটের প্রথম তিনটি উৎক্ষেপণ পরপর ব্যর্থ হয়। প্রতিটি ব্যর্থতা মানে ছিল কোটি কোটি ডলার পুড়ে যাওয়া। স্পেসএক্স প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে ছিল। চতুর্থ উৎক্ষেপণের সাফল্য তাই শুধু প্রযুক্তিগত বিজয় ছিল না, ছিল মাস্কের উদ্যোক্তা জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত।

পরবর্তীতে নাসার (ঘঅঝঅ) সঙ্গে চুক্তি হয়। তারপর স্পেসএক্স মহাকাশ ব্যবসার নিয়ম বদলে দেয়। রকেট একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া নয়, আবার ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করা যায়, এই ধারণাই বদলে দেয় খরচের অঙ্ক। যে মহাকাশ একসময় প্রায় পুরোপুরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল, মাস্ক সেখানে বেসরকারি ব্যবসার নতুন দরজা খুলে দেন।

ইলন মাস্ক টেসলা (ঞবংষধ) প্রতিষ্ঠা করেননি। তবে তিনি ছিলেন কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের একজন। পরে তিনিই টেসলার মুখ হয়ে ওঠেন এবং ২০০৮ সালে সিইও হন। সেই সময় বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে দুনিয়ার বড় গাড়ি কোম্পানিগুলোর আগ্রহ সীমিত। অনেকের চোখে ইলেকট্রিক কার ছিল দুর্বল, ধীর, অপ্রয়োজনীয়। মাস্ক টেসলাকে শুধু গাড়ি কোম্পানি হিসেবে দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন জ্বালানির রাজনীতির বিপরীতে এক প্রযুক্তিগত বিদ্রোহ। পেট্রোলের যুগ থেকে ব্যাটারির যুগে যাওয়ার সাহসী ঘোষণা। ইলন মাস্কের ব্যবসার ধরন আলাদা। তিনি সাধারণত শুধু প্রচলিত লাভের অঙ্ক দেখে কোম্পানি শুরু করেন না। তিনি বড় সমস্যাকে সামনে রাখেন। রকেটের খরচ থেকে স্পেসএক্স, পেট্রোলনির্ভর গাড়ির বিপরীতে টেসলা, বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটের স্বপ্ন থেকে স্টারলিঙ্ক, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের সংযোগ থেকে নিউরালিঙ্ক (ঘবঁৎধষরহশ), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ থেকে এক্সএআই (ীঅও)। এই মানসিকতা তাঁকে সাহসী করেছে, একই সঙ্গে বেপরোয়া বলেও চিহ্নিত করেছে। মাস্কের ব্যক্তিগত জীবনও তাঁর ব্যবসার মতোই আলোচিত। প্রথম স্ত্রী কানাডিয়ান লেখক জাস্টিন উইলসন। তাঁদের পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, বিয়ে ২০০০ সালে, বিচ্ছেদ ২০০৮ সালে। এরপর ব্রিটিশ অভিনেত্রী টালুলাহ রাইলিকে তিনি দুইবার বিয়ে করেন এবং প্রতিবারই বিচ্ছেদ ঘটে। কানাডিয়ান সংগীতশিল্পী গ্রিমস এবং নিউরালিঙ্ক নির্বাহীন শিভন জিলিসের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ও সন্তান নিয়ে বিশ্বমাধ্যমে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তাঁর সন্তানসংখ্যা ১৪ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইলন মাস্ক বহুবার বলেছেন, জন্মহার কমে যাওয়া মানবসভ্যতার জন্য বড় ঝুঁকি। তাঁর সন্তানসংখ্যা নিয়ে আলোচনা তাই শুধু ব্যক্তিগত কৌতূহল নয়, তাঁর দর্শনের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যায়।

২০২২ সালে ইলন মাস্ক টুইটার (ঞরিঃঃবৎ) কিনে নেন এবং পরে নাম বদলে করেন 'এক্স'। তাঁর লক্ষ্য ছিল এটিকে একটি সর্বজনীন অ্যাপ বানানো, যেখানে সামাজিক যোগাযোগ, সংবাদ, ভিডিও, মতামত ও পেমেন্ট এক জায়গায় থাকবে। কিন্তু অধিগ্রহণের পর কর্মী ছাঁটাই, কনটেন্ট নীতির বদল এবং রাজনৈতিক বিতর্ক এক্স-কে প্রযুক্তি-জগতের সবচেয়ে আলোচিত প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে।

মাস্ক নিজেও এই প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যবহারকারীদের একজন। তাঁর একেকটি পোস্ট শেয়ারবাজার কাঁপাতে পারে, রাজনীতি উত্তপ্ত করতে পারে। ইলন মাস্কের প্রভাব এখন শুধু প্রযুক্তি বা ব্যবসার ভেতরে সীমাবদ্ধ নেই। রাজনীতি, শেয়ারবাজার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সব জায়গাতেই তাঁর উধপস্থিতি আলোচনার জন্ম দেয়। এই প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অভূতপূর্ব সম্পদের হিসাব।

এক ট্রিলিয়ন ডলার সংখ্যাটি সাধারণ কল্পনায় ধরা কঠিন। সহজ করে বললে, এক ট্রিলিয়ন ডলার পৃথিবীর প্রায় ৮১০ কোটি মানুষের মধ্যে ভাগ করলে মাথাপিছু পড়বে প্রায় ১২৩ ডলার। আর ১.১ ট্রিলিয়ন ডলার হলে তা দাঁড়ায় প্রায় ১৩৬ ডলার। এটি বাস্তব বণ্টনের প্রস্তাব নয়, শুধু সংখ্যাটির আকার বোঝানোর একটি সহজ হিসাব।

ইলন মাস্কের জীবন তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর জীবন শেখায়, বড় স্বপ্ন দেখতে হয়, কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তব করতে পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও ঝুঁকি নেওয়ার সাহস লাগে। ব্যর্থতা মানেই শেষ নয়, যদি আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি থাকে।

ইলন মাস্কের গল্প কেবল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষের গল্প নয়, এটি সময়ের গল্পও। এমন এক সময়ের গল্প, যখন প্রযুক্তি রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, ব্যবসা মহাকাশে যায়, আর একজন মানুষের ধারণা কোটি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে।

প্রিটোরিয়ার সেই কিশোর একদিন আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। আজও সে তাকিয়ে আছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, এখন তাঁর হাতে রকেট আছে।

তথ্যসূত্রঃ ফোর্বস, রয়টার্স।

নিউজার্সিতে বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামের ভিআইপি লাউঞ্জে চোখ ধাধানো চিত্রকর্মটির শিল্পী বাংলাদেশি জিহান ওয়াহেদ। ছবি-বাংলা গেজেট

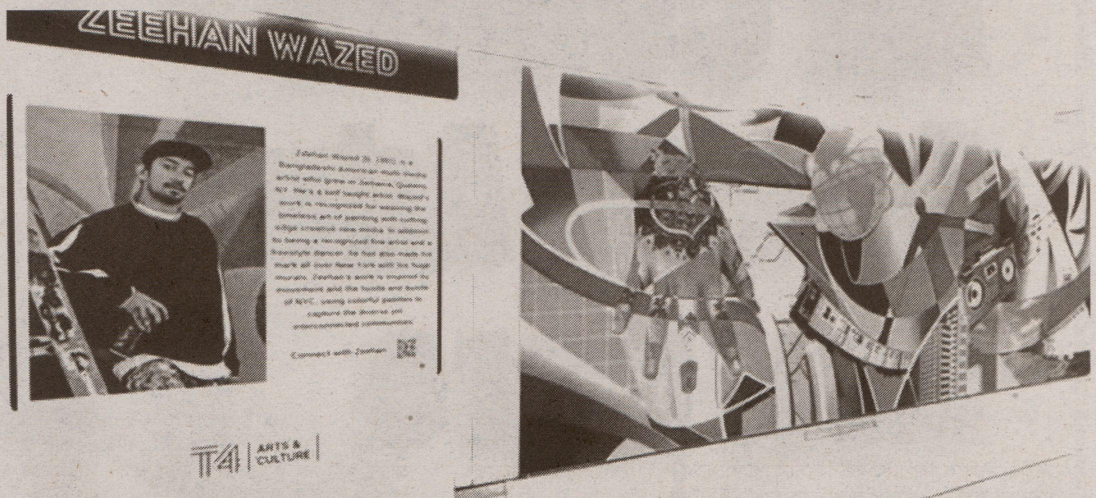

জেএফকে এয়ারপোর্টের ৪ নম্বর টার্মিনালে জিহান ওয়াজেদের চিত্রকর্মটির পাশে শিল্পীর পরিচিতিও রয়েছে ছবি-বাংলা গেজেট।

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] এই মেটলাইফ ওয়ার্ল্ড কাপ স্টেডিয়ামের ভিআইপি লাউঞ্জে বিশাল ম্যুরাল এঁকেছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। লাউঞ্জটির সৌন্দর্য বর্ধনে ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট প্রস্থের চিত্রকর্মটিতে নিউজার্সি, নিউইয়র্কের পাশাপাশি মূর্ত হয়ে উঠেছে আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনগুলো। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভিআইপি দর্শকদের চমকে দিচ্ছে তার এই চিত্রকর্ম। এর আগে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারের মূল ফটকে স্থায়ী একটি বিশাল মুর্যাল এঁকেছেন তিনি। সাড়ে ৮২ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামটি নির্মিত হয়েছে ১.৬ বিলিয়ন ডলারে। বিশ্বকাপ উপলক্ষে অনন্য সাজে সাজানো হয়েছে স্টেডিয়ামটি। ভিআইপি লাউঞ্জকে সজ্জিত করা হয়েছে চোখ ধাধাঁনো সাজে। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি খেলা। শুধু স্টেডিয়াম নয়, শিল্পী জিহান ওয়াজেদের আঁকা ম্যুরাল সৌন্দর্য্য বর্ধন করে চলেছে বিশ্বের রাজধানী-খ্যাত নিউইয়র্ক মহানগরীসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে।

আমেরিকার মূলধারার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ম্যুরাল এঁকে সম্প্রতি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন জিহান। বাংলাদেশের চিরায়ত ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও স্থান পাচ্ছে তার আঁকা ম্যুরালে। জিহানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের প্রকৃত এবং প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। যার মধ্য দিয়ে মূল শেকড়, ঐতিহ্য ও ভাষাগত পরিচিতির সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

চিত্রাঙ্কন ছাড়াও ভাস্কর্য, কোরিওগ্রাফি এবং সৃজনশীল নতুন মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত জিহান ওয়াজেদ। তার শিল্পকর্ম দেয়াল চিত্র ও নৃত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তিনিই প্রথম অগ্রবর্তী বাস্তববাদী শিল্পী। ম্যানহাটানের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিশাল স্টুডিও রয়েছে জিহান ওয়াজেদের। তার অন্যতম শিল্পকর্মের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্কের জনএফ কেনেডি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল-ফোর, নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, কুইন্স হাসপাতালে সাড়ে বারোশ বর্গফুটের বিশালকায় ম্যুরাল, এস্টোরিয়ায় ৭০০ ফুট দীর্ঘ এ্যায়ুগমেন্টেড রিয়্যালিটি ম্যুরাল, নিউজার্সির মেটলাইফ ওয়ার্ল্ডকাপ স্টেডিয়াম ও এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফুট দীর্ঘ 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' ম্যুরালটি অন্যতম।

জিহান ওয়াজেদের বিমূর্ত ম্যুরালগুলোর অণুপ্রেরণা মানবিক যোগসূত্রের সেই শক্তি থেকে, যা সকল প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় শান্তির। তার একান্ত ইচ্ছা সিটিতে যেখানে তার নিজের আবাস, সেই কুইন্সকে আরও নান্দনিক করে তোলা। সম্প্রতি তাঁকে 'আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়াম' এ 'ইউএস ওপেন' এর জন্য একটি স্থায়ী ম্যুরাল আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, যেটি তিনি সম্পন্ন করেছেন। জিহান ওয়াজেদের ওঐঁংঃষব ধহফ ইঁংঃষব্ধ (ব্যস্ততা ও কোলাহল) মুর্যালটি সিটির কুইন্স বরোর বহুমুখী ও প্রাণবন্ত শক্তিকে ধারণ করেছে। কুইন্সকে সাধারণভাবে দৃশ্যত কোলাহলপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল মনে হতে পারে। কিন্তু বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে, সবকিছু কীভাবে একতালে ঘড়ির কাঁটার মতো বিরামহীনভাবে চলছে। বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় তার আঁকা মুর্যাল প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান ওয়াজেদ। নিউইয়র্কের ম্যানহাটানস্থ গ্যালারিতে তার বেশ কয়েকটি একক চিত্র প্রদর্শনী মূলধারার দর্শকের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। ২০২৫ সালের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতেও অংশ নেন জিহান। স্টুডিওতে ছবি আঁকার পাশাপাশি তার নিজস্ব স্টাইলে ম্যুরাল আঁকছেন। জিহানের প্রাথমিক আগ্রহ ছিল গ্রাফিতি আঁকায়। গ্রাফিতি থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন ম্যুরালের নিজস্ব ও নূতন ধারা। তার এই ধারাকে পছন্দ করছে শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শহর নিউইয়র্কের শিল্পবোদ্ধারা। জিহানের শিল্পকর্ম চোখ ধাঁধায়, হৃদয়ে দেয় প্রশান্তি, নানাভাবে দোলা দেয় চেতনায়। তার চিত্রকর্ম সৃষ্টি করে নিরাময় ও দৃষ্টিসুখের পরিবেশ। জিহানের শিল্পকর্মে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের পতাকার লাল ও সবুজ রং। জিহান তার শিল্পকর্ম দিয়ে গর্বিত করে চলেছেন আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটিকে। কমিউনিটি ম্যুরাল প্রকল্পের অধীনে তার আঁকা চিত্রকর্ম নিউইয়র্ক সিটির হাসপাতালের নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশেও অবদান রাখায় ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে প্রকল্পটি। তার ম্যুরালের রয়েছে নিজস্ব ও নতুন ধারা। সম্প্রতি বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় জিহানের আঁকা বাংলাদেশ ম্যুরাল ব্যাপক সাড়া জাগায় কমিউনিটিতে। ডাইভারসিটি প্লাজার দক্ষিণের ভবনটির প্রশস্ত দেয়ালে স্থান পায় বাংলাদেশ ম্যুরাল।

চিত্রশিল্পী জিহান ওয়াজেদ

জিহান ওয়াজেদের জন্ম চিকিৎসক বাবার কর্মস্থল লিবিয়ার বেনগাজীতে। তার বাবা ডা. ওয়াজেদ এ খান নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র সম্পাদক। নিউইয়র্কেই শিক্ষাজীবন শুরু জিহানের। মেধাবী জিহান পড়াশোনা করেছেন স্টাইভ্যাসেন্ট হাইস্কুলে এবং মিকৌলে অনারি প্রোগ্রামে বারুখ কলেজ থেকে পারসেপচুয়াল সাইকোলজিতে গ্রাজুয়েশন করলেও তার মনোযোগ ছবি আঁকায়। চিত্রকর্মের ওপর তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও শৈশব থেকেই ছবি আঁকার প্রতি প্রবল ঝোঁক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হয়েছেন পুরস্কৃত। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের ওপর তার রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। বাংলাদেশেও চিত্রকর্মের ছাপ রাখতে চান জিহান।

ডা. শফিকুর রহমান

বগলদাবা বিরোধী দলও হব না, আবার জনস্বার্থবিরোধী আচরণও করব না

ঢাকা সংবাদদাতা

জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে 'গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক' থাকার কথা তুলে ধরে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান বলেছেন, তারা 'বগলদাবা' বিরোধী দলও হবেন না, আবার 'জনস্বার্থবিরোধী' আচরণও করবেন না।

১৬ জুন জাতীয় সংসদের এলডি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন তিনি। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "আমরা বগলদাবা বিরোধী দল হব না, আবার সংসদের ভেতরে এমন আচরণও করব না যাতে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়।"

জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, "জনগণ আমাদের পাঠিয়েছে তাদের কথা বলার জন্য। আমরা 'রিজনেবল অ্যান্ড লজিক্যাল' থাকব। সংসদে কথা বলার অধিকার সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের থাকলেও সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি স্পিকারের এখতিয়ার।"

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ৬৮ আসন পেয়ে বিরোধী দলের আসনে বসে। আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে এই নির্বাচনে ২১০ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে।

এর আগে বিএনপির সঙ্গে সরকারে থাকলেও এই প্রথম সংসদের প্রধান বিরোধী দল হওয়া জামায়াতের আমিরের মতে, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের সংসদে কার্যকর বিরোধী দল ছিল না।

"সরকারি দলই কার্যত বিরোধী দলের ভূমিকায় ছিল। এমনকি বিরোধী দলের নেতা নির্ধারণের বিষয়টিও সরকারি দলের ওপর নির্ভর করত। অন্যদিকে আরেক ধরনের বিরোধী দল ছিল যারা সংসদে ফাইল ছোড়াছুড়ি, উত্তেজনাকর আচরণ করে দীর্ঘদিন সংসদ বর্জন করত। জামায়াত এ দুই ধরনের রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে।"

তিনি বলেন, তারা সংসদে 'অকারণ হট্টগোল-ওয়াকআউটনির্ভর বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকবেন না। "জনগণের স্বার্থের বাইরে সংসদে এক মিনিটও ব্যয় করতে চাই না।"

> জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "আমরা সংসদে বেশ কয়েকটি নোটিস দিয়েছি। প্রথম নোটিস ছিল গণভোটে জনগণের দেওয়া রায়ের ভিত্তিতে অধিবেশন আহ্বানের দাবি নিয়ে। এ বিষয়ে সংসদে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরার পর দেশের সচেতন মহলও জনরায়কে সম্মান করার পক্ষে মত দিয়েছে। "দ্বিতীয় নোটিস ছিল ব্যাংকিং খাত নিয়ে। দেশের স্টক মার্কেট প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ব্যাংকিং খাতও ভেঙে পড়ার মুখে।"

তৃতীয় হচ্ছে, প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে দেওয়া নোটিস, বলেন জামায়াতের আমির। তিনি বলেন, "এই নোটিস নিয়ে এ বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী উভয় পক্ষই গঠনমূলক আলোচনা করেছে। তবে শুধু আলোচনা নয়, বাস্তবায়ন জরুরি। এজন্য তারা সংসদীয় টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি।"

ভারত সীমান্তে 'পুশ ইন' নিয়ে সংসদে আলোচনার জন্য নোটিসের বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, "বিষয়টিকে সংবেদনশীল উল্লেখ করে নোটিস প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হলেও তাদের (সরকারি দল) সদস্য তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরে কার্যসূচি থেকে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে বিষয়টি সংসদে আলোচনা হওয়া উচিত।" সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নে শফিকুর রহমান বলেন, সংবিধান 'সংশোধন' নয়, 'সংস্কার' ছিল জনগণের দাবি এবং গণভোটেরও মূল বিষয়। সংবিধান সংস্কারের জন্য কমিটি গঠন করা হলে তারা বিবেচনা করবেন। "তবে সংশোধনের জন্য আলাদা কমিটির প্রয়োজন নেই, " বলেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, "আমরা অকারণে সংঘাতে যাব না। আবার দীর্ঘ সময় সংসদ বর্জনও করব না। কোনো যৌক্তিক দাবি উপেক্ষিত হলে তারা ওয়াকআউট করতে পারেন, তবে সেটি দীর্ঘমেয়াদি হবে না।" মতবনিমিয়কালে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিরোধীদলীয় উপনেতা সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম।

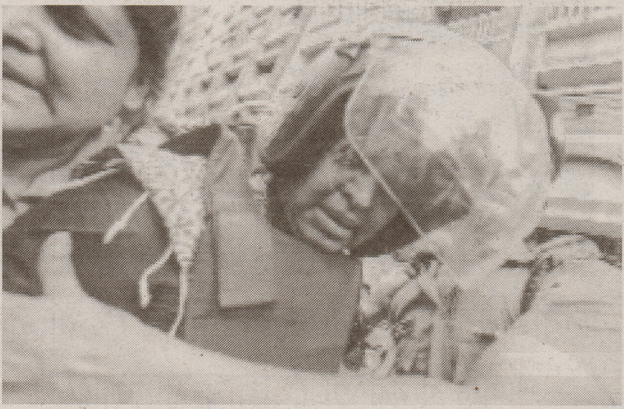

জুলাইয়ের দুই হত্যা মামলায় জামিন পাননি দীপু মনি

ঢাকা সংবাদদাতা

জুলাই আন্দোলনের সময় ঢাকার শাহবাগে ব্যবসায়ী মো. মনির এবং রিয়াজুল তালুকদার হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী দীপু মনির জামিন মেলেনি। ১৬ জুন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফুল হকের আদালতে দীপু মনির জামিন চেয়ে শুনানি করেন তার আইনজীবী রাশিদা আক্তার জুঁথি। শুনানি শেষে বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে আদেশ দেন বলে প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই শাহ আলম জানান।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন শাহবাগ থানার চানখারপুল এলাকায় ছাত্র জনতার সঙ্গে আন্দোলনে অংশ নেন ঝুট ব্যবসায়ী মো. মনির। ওইদিন দুপুরে গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রোজিনা আক্তার গত বছরের ১৪ মার্চ শাহবাগ থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় ৩৫১ জনকে এজাহারনামীয় ও ৫০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। অন্যদিকে আর ৪ অগাস্ট পল্টনের তোপখানা এলাকায় গুলিতে নিহত হন রিয়াজুল। এ ঘটনায় তার সহকর্মী বিল্লাল হোসেন ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৬৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

২০২৪ সালের ১৯ অগাস্ট রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে দীপু মনিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সাবেক পররাষ্ট্র ও শিক্ষামন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনের আগে ও পরে হত্যা, হত্যাচেষ্টা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধসহ বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় ৭০টি মামলা রয়েছে।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে মিছিলের প্রস্তুতি

ঢাকা সংবাদদাতা

ঢাকার বনানী থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার ছাত্রলীগের ১৪ নেতাকর্মীর মধ্যে ১৩ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। তবে এক আসামি কিশোর হওয়ায় আদালত তাকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে।

মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার এসব নেতাকর্মীদের মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানা এ আদেশ দেন। রিমান্ডে যাওয়া আসামিরা হলেন মোতাহের হোসেন শুভ, মারুফুল ইসলাম, তানভীর আহম্মেদ সানী, ওয়ালিউল্লাহ ফারুক আদর, সামির চৌধুরী ওরফে লিয়ন, ইমন আলী খান, ইয়াছিন আরাফাত আবির, সিফাত রহমান, ইয়াসিন আরাফাত নিহাদ, নাজমুল সরকার, আবির হোসেন, তৌকির তারেক আয়াজ ও হাবিবুর রহমান। প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই মোক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে মিছিলের প্রস্তুতি নেওয়ার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। বিদেশে থাকায় বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। এ ঘটনার প্রায় ছয় বছর পর ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে ফেরেন। সে দিনটিকে আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সন্ত্রাসের অভিযোগে দলটির ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করে। পরে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমেও নিষেধাজ্ঞা আসে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, গেল ১৬ মে ছাত্রলীগের এই নেতাকর্মীরা বনানী এলাকায় মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

> নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ১৩ নেতাকর্মী রিমান্ডে

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই সাইফুল ইসলাম আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। এক আসামিকে শিশু দাবি করে শুনানি করেন তার আইনজীবী সাইফুর রহমান সুমন। অপর আসামিদের পক্ষে এহসান কবীর রিমান্ড বাতিল করে জামিন প্রার্থনা করেন। শুনানিতে এই আইনজীবী বলেন, "তারা একটি মাইক্রোবাসে করে মিরপুর থেকে ৩০০ ফুট সড়ক এলাকায় যায় খেলা দেখতে। ফেরার পথে নেভি হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে গাড়িতে সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণে তারা সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। কোনো পদ-পদবি নেই তাদের।"

রাষ্ট্রপক্ষে মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, "নেভি হেডকোয়ার্টার নিরিবিলি এলাকা। তারা সেই জায়গায় বেছে নিয়েছে। ড. ইউনূস ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ওই জায়গায় মিছিল, মিটিং শুরু করে।

"এ আসামিরা মাইক্রোবাসে থেকে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। তারা কোনো না কোনো এজেন্টের হয়ে এ কাজ করেছে। 'শেখের বেটি' ফিরবে বলেন স্লোগান দেয়। তারা সকলে ছাত্রলীগ কর্মী। রিমান্ডে নিলে সব তথ্য বের হয়ে আসবে।" মামলায় অভিযোগ করা হয়, ঘটনার দিন ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে আসামিরা বনানী থানাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ময়মনসিংহমুখী লেনে নৌবাহিনীর সদর দপ্তরের বিপরীত পাশে বেআইনিভাবে জড়ো হন। এসময় একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় করা মামলায় পরে বাকি ১৩ আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, "গ্রেপ্তারকৃতরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তারা ওই স্থানে অবস্থান নিয়ে সংগঠনের নেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসকে সামনে রেখে মিছিলের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। "একই সঙ্গে তারা পরস্পর যোগসাজশে ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার মাধ্যমে সরকারি ও জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে বর্তমান সরকারকে উৎখাত বা পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারবিরোধী স্লোগান সম্বলিত লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করছিলেন।"

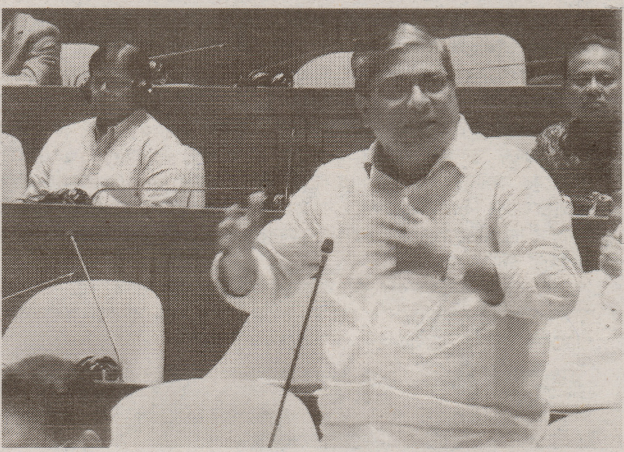

দুই ছেলের নামে ইউনিয়ন গঠন করেছেন প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম!

নাম মিলে যাওয়ার ঘটনাটি অলৌকিক দাবি

ঢাকা সংবাদদাতা

বগুড়ার মোকামতলা উপজেলায় সীমান্ত ও দিগন্ত নামে দুটি নতুন ইউনিয়ন পরিষদ গঠন নিয়ে সংসদে সমালোচনা হয়েছে। বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ নজরে আনেন, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের বড় ছেলের নাম মীর শাকরুল আলম সীমান্ত ও ছোট ছেলের নাম মীর সাকলাইন আলম দিগন্ত। তবে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, নাম মিলে যাওয়ার ঘটনাটি অলৌকিক। ১৫ জুন সংসদ অধিবেশনে তিনি ২৭৪ বিধিতে ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দেন। শাহে আলম বলেন, 'বগুড়ায় আমার নির্বাচনী এলাকা মোকামতলা উপজেলার দূরবর্তী দুটি ইউনিয়ন–সৈয়দপুর ও দেউলি ইউনিয়ন অনেক বড় ছিল। স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক যাচাই-বাছাই করে, গণশুনানি করে। সৈয়দপুর ইউনিয়নটি যেহেতু গাবতলী ও সোনাতলা উপজেলা সীমান্তে, এই কারণে সৈয়দপুরের সাথে নাম মিল করে, সীমান্তবর্তী হওয়ায় নতুন ইউনিয়নের নাম করেছেন সীমান্ত ইউনিয়ন।'

'দেউলি ইউনিয়ন গাইবান্ধার একদম কাছে, (মোকামতলা উপজেলা থেকে) অনেক দূরে। দূরবর্তী হওয়ার কারণে স্থানীয় প্রশাসন জনগণের শুনানিতে সেই ইউনিয়নের নাম রেখেছে দিগন্ত ইউনিয়ন, ' বলেন তিনি।

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন যে, এই দুটি ইউনিয়ন নাকি আমার দুই সন্তানের নামে রাখা হয়েছে। আমি বলতে চাই, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবনগর উপজেলার একটি ইউনিয়নের নাম আছে সীমান্ত ইউনিয়ন; ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ায় রয়েছে সীমান্ত বাজার ও সীমান্ত বন্দর; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় রয়েছে সীমান্ত বাজার; কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলায় রয়েছে সীমান্ত বন্দর; হবিগঞ্জ পৌরসভায় রয়েছে দিগন্ত নামে একটি ওয়ার্ড; সন্দীপ উপজেলায় রয়েছে দিগন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; বান্দরবানের চিম্বুকে রয়েছে দিগন্ত বাজার–সীমান্ত ও দিগন্ত বহু নাম বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে।'

'মিরাকলে আমার সন্তানদের নামের সাথে মিলে গেছে ঠিকই, কিন্তু আমার সন্তানের নাম হচ্ছে মীর সীমান্ত, মীর দিগন্ত। আমার যদি টেনশন থাকতো সন্তানের নামে করার, তাহলে তো আমি প্রশাসনকে বলতাম যে, ইউনিয়নের নাম রাখেন মীর সীমান্ত, না হলে মীর দিগন্ত। কিন্তু নামের আগে তো মীর নাই!' বলেন তিনি।

এর আগে শাহে আলম বলেন, 'বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ দুর্নীতি দমন কমিশনের ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনায় গিয়ে আমাকে ছাঁটাই করেছেন।'

স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আল্লাহ বাঁচাইছে যে, সংসদ সদস্য বলেননি যে, বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) নির্মিত সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড–ওটা আমার ব্যাংক; উনি দয়া করে যে বলেননি, খুলনা থেকে পার্বতীপুরে যে ট্রেন যায় "সীমান্ত এক্সপ্রেস" সেটিও আমার ট্রেন; উনি যে দয়া করে বলেননি, গুলশান-১ এ যে "দিগন্ত টাওয়ার" রয়েছে, সেটিও আমার।'

'দিগন্ত টেলিভিশনও আমার না, ' বলেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, 'আমি অনুরোধ করব যে, কোনো বিষয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে, তথ্য-উপাত্ত না নিয়ে কথা না বলতে।' এ সময় তিনি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। এর জের ধরে স্পিকার জানান, সংসদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে এই বক্তব্য অসংসদীয় কিনা।

পরীমনির সাথে সম্পর্কে চাকরি খোয়ালেন পুলিশ কর্মকর্তা গোলাম সাকলায়েন

ঢাকা সংবাদদাতা

চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে 'সম্পর্কে' জড়িয়ে শেষমেশ চাকরি হারালেন পুলিশের অতিরিক্ত এসপি গোলাম সাকলায়েন শিথিল। বৃহস্পতিবার তাকে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়েছে, 'অসদাচরণের প্রমাণিত অভিযোগের' গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকারি কর্মচারী বিধিমালা মোতাবেক তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর 'গুরুদন্ড' দেওয়া হলো। ২০২১ সালের ১৪ জুন ঢাকা বোট ক্লাবে ধর্ষণ ও হত্যাচেষ্টার শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের বিরুদ্ধে মামলা করেন পরীমনি। সেই মামলা তদন্তের দায়িত্ব পায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। তখন ঢাকা ডিএমপির গোয়েন্দা শাখার এডিসি ছিলেন সাকলায়েন। এই ঘটনার মাস দুয়েক পর ৪ আগস্ট পরীমনির বনানীর বাসায় অভিযান চালায় র‍্যাব। সেদিন এই চিত্রনায়িকা ও তার সহযোগী আশরাফুল ইসলাম দীপুকে আটক করা হয়। সেই রাতেই বনানী থেকে আটক করা হয় চলচ্চিত্র প্রযোজক নজরুল ইসলাম রাজ ও তার ব্যবস্থাপক সবুজ আলীকে। পরদিন তাদের বনানী থানায় হস্তান্তর করে তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইন ও পর্নগ্রাফি আইনে একাধিক মামলা করা হয়।

সেসময় পরীমনির বাসায় অভিযান নিয়ে তুমুল আলোচনার মধ্যে সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, ওই অভিযানের তিন দিন আগে তৎকালীন গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা গোলাম সাকলায়েনের সরকারি বাসায় 'প্রায় ১৮ ঘণ্টা সময় কাটান' পরীমনি।

কয়েকটি টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, ১ আগস্ট সকালে পরীমনি নিজের গাড়ি নিয়ে ওই বাসায় যান এবং গভীর রাতে বেরিয়ে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে তাদের দুজনের ওই বাসায় ঢোকা এবং মধ্যরাতে ভিন্ন পোশাকে নিচে নেমে আসার সিসিটিভি ভিডিও দেখানো হয় টেলিভিশনের সংবাদ প্রতিবেদনে। এরপরই গোলাম সাকলায়েনকে ডিবি থেকে পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পিওএম) পশ্চিম বিভাগে বদলি করার কথা জানানো হয়েছিল ঢাকা মহানগর পুলিশের তরফে। আর পাঁচ বছরের মাথায় এসে তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার। অবসরে পাঠানোর প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গোলাম সাকলায়েন দায়িত্বে থাকা অবস্থায় চিত্রনায়িকা পরীমনির সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়ান। "তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক হওয়া সত্ত্বেও পরীমনির সঙ্গে জন্মদিন উদযাপন ও নিজের সরকারি বাসভবনে স্ত্রীর অবর্তমানে সময় কাটানোর মত ঘটনা ঘটান। এসব ঘটনা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে আসায় সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন হয়।" এতে আরো বলা হয়, ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণের'-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়। এরপর অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী তার কাছে পাঠিয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয়।

তিনমাস পর অভিযোগনামার জবাব দেন সাকলায়েন। একই বছরের ২৩ আগস্ট তার ব্যক্তিগত শুনানি হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সাকলায়েন বর্তমানে পুলিশের ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। তাকে চাকরি থেকে 'বাধ্যতামূলক অবসরের' পাঠানোর 'গুরুদন্ড' বুধবার অনুমোদন করেন রাষ্ট্রপতি।

expert **CDPAP** transition support

your family deserves the best care, hassle-free!

24/7: 929 365 2594.

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

- Income Tax
- Sales Tax
- Payroll
- Business Tax & Audit
- Business Setup
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

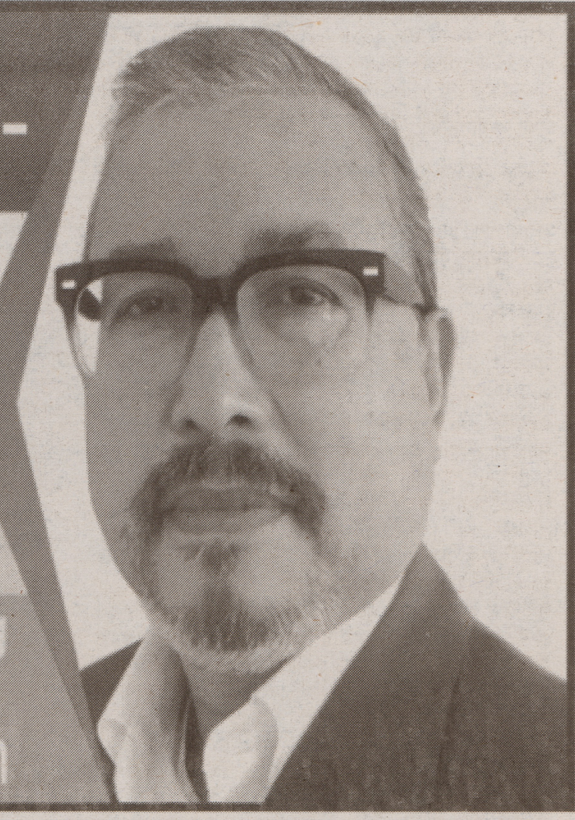

চট্টগ্রাম সমিতির পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

কাউকে চোর বলার আগে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখুন

নিজস্ব প্রতিনিধি

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মাকসুদ চৌধুরী ছবি-বাংলা গেজেট।

চিটাগাং এসোসিয়েশনের নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নিয়ে আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন পরাজিত সভাপতি প্রার্থী মাকসুদ এইচ চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন বিজয়ী প্রার্থী। মাননীয় আদালতের রায় পাননি। ফলে এসোসিয়েশনের ভবনের দখলও ছাড়তে হয়েছে। ভবনের দখলে রয়েছেন নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিজয়ী আবু তাহের ও আরিফুল ইসলামরা। এ অবস্থায় চট্টগ্রাম এসোসিয়েশনের নামে ১৫ জুন জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে সংবাদ সম্মেলন করে মাকসুদ চৌধুরী অভিযোগ করেন যে, আজ হয়তো গায়ের জোরে ভবন দখল করে সমিতির মালিক বনে যেতে পারেন, ইতিহাস কিন্তু কাউকে ক্ষমা করবে না। সব কিছুর হিসাব চট্টগ্রামবাসী আদায় করবে ইনশাআল্লাহ। কাউকে চোর বলার আগে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখুন। মাকসুদ চৌধুরীর এ সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলে পরাজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মাসুদ হোসেন সিরাজি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ এবং সভাপতিত্ব করেন মাকসুদ চৌধুরী। এ সংবাদদাতার প্রশ্নের জবাবে মাকসুদ চৌধুরী জানান যে, তারা মেহেবুবুর রহমানের কাছে শপথ নিয়েছেন। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান শাহজাহান সিরাজি, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হাসান চৌধুরী, উপদেষ্টা মোহাম্মদ দিদার, তারিখ চৌধুরী দীপু, সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ, সহ-সভাপতি আকবর আলী বাপ্পি, সহ-সভাপতি আইফুর আনসারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ভূইয়া, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ সুমন উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ, দপ্তর সম্পাদক শিমুল বড়ুয়া, সহ-দপ্তর সম্পাদক জয়নাল আবেদীন আতিক, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল অদুদ, ক্রীড়া সম্পাদক জাহেদুল আজম, কার্যকরি সদস্য নূরুস সোফা, মোহাম্মদ শওকত আলী, খাইরুল বাসার, অমল বড়ুয়া, বিধান বড়ুয়া প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে মাকসুদুল হক চৌধুরী বলেন, চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা এই প্রবাসের অন্যতম একটি বৃহৎ সংগঠন, যা মৃতের সৎকারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, তখন এ সংগঠনের নাম ছিল চট্টগ্রাম সমিতি যা পরবর্তী সময়ে চিটাগং অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর কোনো সমস্যা না থাকলেও ১৯৯৭ সালে ভবন কেনার পর থেকেই একটি মহল এ সংগঠনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় কোনো রূপ সহযোগিতা না করলেও ভবন কেনার পর ওই লোকগুলো সংগঠনটির মালিক বনার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তারা বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের পক্ষে সমর্থনের নামে সংগঠনটিকে দফায় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ২০০৯ সালে সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ কেন্দ্র করে তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ তার বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের ওপর দেশীয় স্টাইলে সিকিউরিটি লেলিয়ে দিয়ে চরম নির্যাতন করে সংগঠনটিতে পেশিশক্তি ব্যবহারের সূচনা করেছিলেন, যা আজও অব্যাহত। ২০০৯ সালের সেদিনের নির্যাতনে আহত হয়ে সৈয়দ মোশাররফ হোসেন বাবর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, আরো আহত হয়েছিল কামাল হোসেন মিঠু, এনাম চৌধুরী, তরিকুল হায়দার চৌধুরী, ফোরকান উদ্দিন, এহতেশামুল হক শিমুলসহ অনেকে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কোনো এক জাদুর বলে বর্তমানে মোহাম্মদ হানিফের পাশের চেয়ারে বসে থাকে, উদ্দেশ্য একটাই চিটাগং অ্যাসোসিয়েশনের স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাধা দেওয়া।

তিনি আরো বলেন, চিটাগং অ্যাসোসিয়েশনের আর্থিক হিসাবের সমস্যা শুরু ২০১৪ সাল থেকে। তখন মো. তাহের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, সভাপতি আকবর আলী এবং কোষাধ্যক্ষ মো. মোক্তাদির বিল্লাহর বিপরীত প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার কারণে তিনি কার্যকরি পরিষদের সব কাজে তখন উল্টো পথে হাঁটতেন। তার নিজের কোনো মতামত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। সে তার মুরুব্বি কাজী আজম, মনির আহমদ, শামসু, এনাম প্রমুখের পরামর্শ নিয়ে কার্যকরি পরিষদের সভায় উপস্থিত হতেন। ফলে আজও মোহাম্মদ তাহের তার সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সময়ের হিসাব দেয়নি, জানতে চাইলে বলে তার কাছে কোনো হিসাব নেই। একইভাবে এ গ্রুপটি ২০১৭ সালে নির্বাচনের ছয় মাস পার হতে না হতে তৎকালীন সভাপতি মরহুম আবদুল হাই জিয়ার কমিটি থেকে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, কামাল হোসেন মিঠু, আরিফুল ইসলামসহ বেশ কয়েকজন কার্যকরি পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিল, উদ্দেশ্য একটাই যেন সংগঠনটির মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়, মরহুম জিয়াকে সঠিকভাবে সংগঠনটি পরিচালনা করতে দেয়নি তারা, তিনি নির্বাচন দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও তথাকথিত মুরুব্বি এবং তার কমিটির কয়েকজন সদস্যের অসহযোগিতার কারণে নির্বাচন দিতে পারেননি। হিসাবের কাগজপত্র নিয়ে অনেকের দ্বারে দ্বারে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক একই কারণে তা দিতে পারেননি।

তিনি আরো বলেন, আপনারা যারা দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে সাংবাদিকতা করছেন চিটাগং অ্যাসোসিয়েশনের কম বেশি ইতিহাস আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছরের কোন্দল নিরসন করে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে দুটি বিদ্যমান গ্রুপ এক হয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করলে এনাম, শামসু, মিঠুরা বিরোধিতা করেছিল। অথচ এরা এখন সংবাদ সম্মেলনের নামে মানুষের চরিত্র হনন করছে, এরা জানে না থুথু উপরে মারলে নিজের গায়ে পড়ে। যা হোক ২০২২ গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ২৩ মাস দায়িত্ব পালন করে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে গেলে তাদের পছন্দের নির্বাচন কমিশন যখন ভোটে হেরে যায় তখন মো. আবু তাহের ও তার গ্রুপ নির্বাচন বয়কটের হুমকি দেয়। তখন আমরা সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে ভোটাভুটিতে হেরে যাওয়া দুই কমিশনার মোহাম্মদ সেলিম হারুন ও শাহাবুদ্দিন সাগরকে মেনে নিয়েছিলাম। সে দিনের সে আপসের ভুল আজ পুরো চট্টগ্রামবাসী ভোগ করছে। এ সেলিম হারুন, শাহাবুদ্দিন সাগর এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার শেখ খালেদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয় দেখিয়ে অপর দুই কমিশনার রুহুল আমীন হোসেন ও হান্নান চৌধুরীকে নিজেদের বসে নিয়ে সংগঠনের ৬০ হাজার ডলার খরচ করে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মূল ফলাফল ঘোষণার এক সপ্তাহ পরে আমাদের কাউকে না জানিয়ে সংগঠনের নিজস্ব ভবন থাকা সত্ত্বেও একজন কমিশনারের বাড়ির কাছে লং আইল্যান্ডের একটি ডানকিন ডোনাটে বসে ফেসবুকের মাধ্যমে পূর্ব ঘোষিত ফলাফল, যা নির্বাচনের দিন সব গণমাধ্যমের সামনে ঘোষণা করা হয়েছিল তা পরিবর্তন করে নতুন ফলাফল ঘোষণা করেন এবং তখন-ই আমরা মাকসুদ- মাসুদ পরিষদ এবং স্বতন্ত্র সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মহিউদ্দিন চৌধুরী তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত বানানো জাল ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছি।

ভবনের ভাড়া উত্তোলনের পর তা ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ খন্ডন করে মাকসুদ চৌধুরী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি দায়িত্বকালীন চট্টগ্রাম ভবনের ভাড়া উত্তোলনের জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, নুরুল আনোয়ার এবং মনির আহমদের যোগসাজশে সে ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিও মাইনোরিটি সদস্যদের পক্ষকে হস্তান্তর করে দেয়। আমরা বারবার বিভিন্নভাবে নুরল আনোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সে কোনো রকম সহযোগিতা না করে মাইনরিটিদের পক্ষে অবস্থান নেয়। যার ফলশ্রুতিতে আমরা বাধ্য হয়ে এপ্রিল ২০২৫-এ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করি এবং পাশাপাশি তা ভাড়াটিয়াদের জানিয়ে দিয়েছি, যেন তারা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কোনো রকম লেনদেন না করেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা মে ২০২৫ থেকে ভবনের ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে ভাড়া উত্তোলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোক্তাদির বিল্লাহকে ভাড়া উত্তোলনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যদিও ৬ জন ভাড়াটিয়ার মধ্যে তিনজন আমাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েছেন, বাকি তিনজন আমাদের সঙ্গে কো-অপারেশন করেনি। ফলে মে ২০২৫ থেকে আমরা তিনজন ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া উত্তোলন করে আসছি। পুরো ভবনের ছয় ভাড়াটিয়া থেকে মোট ভাড়া প্রতি মাসে প্রায় ৯ হাজার ডলারের মতো, তার মধ্যে আমরা প্রায় ৪ হাজার ৮০০ ডলারের কাছাকাছি পাচ্ছি। অন্যদিকে নির্বাচনে হেরে যাওয়া তাহের-আরিফ গ্রুপ অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি থেকে নেওয়া ১ লাখ ৭৫ হাজার ডলার (নির্বাচন কমিশনের অর্থসহ) এবং অক্টোবর ২০২৪ থেকে অদ্যাবধি প্রায় ২২ মাসের মধ্যে প্রথম আট মাস ছয় ফ্যামিলির ভাড়া নিয়েছেন এবং গত ১ বছর তিনজন ভাড়াটিয়া থেকে ভাড়া উত্তোলন করেছে। অথচ সংবাদ সম্মেলনে তাদের কাছে কোনো অর্থ নেই বলে কান্নাকাটি করে চট্টগ্রামবাসীকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য, ৮ জুন একইস্থানে চিটাগাং এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলামসহ কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তারা সংবাদ সম্মেলনে মাকসুদ-সিরাজসহ অন্যদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতাসহ চট্টগ্রাম সমিতির ঐতিহ্যকে ধ্বংসের কর্মকান্ডে লিপ্ত বলে অভিযোগ করা হয়। মাকসুদ চৌধুরী ইতিপূর্বে সমিতির দায়িত্বে থাকাবস্থায় বিপুল অর্থ তছরুপ এবং ভবনের ভাড়াটের কাছে বেআইনিভাবে আদায়কৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়। সে সবের জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদানের অভিপ্রায়ে এ সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে আরো উল্লেখ করা হয়, আপনাদের মাধ্যমে আজ সমগ্র চট্টগ্রামবাসীকে জানাতে চাই যে, চট্টগ্রাম ভবনের দরজা ভাঙা কিংবা তালা পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৭/১৮ সাল থেকে মোহাম্মদ হানিফের হাত ধরে, যা আজও তারা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে মো. হানিফ, এনাম, শামসু গ্রু, কাজী আজম, সেলিম, আরিফ ও মিঠু গ্রুপের মিলাদুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য ভবনের প্রধান ফটকে বিশাল চেইন দিয়ে ভবনের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়, যদিও তার পূর্বে বেশ কয়েকবার পাল্টাপাল্টিভাবে উভয় গ্রুপ অফিসের দরজা ভেঙেছে। তাদের মন মতো কোনো কিছু না হলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে সমিতির দরজা ভেঙে চর দখলের মতো সংগঠনের ভবন দখল করে রাখে, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি আমরা রমজানের ইফতার পার্টির প্রস্তুতি সভা করতে গেলে দেখি কে বা কারা সংগঠনের অফিসের দরজার তালা পরিবর্তন করেছে। তখন আমরা লোক ডেকে দরজা খুলে আমাদের সভা করি এবং তার পরের সপ্তাহেও পুনরায় সভা করেছি এবং মার্চের ৮ তারিখ ইফতার পার্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। মার্চের ৭ তারিখ তাহের-আরিফের নেতৃত্বে পুরোনো কায়দায় ভবনের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পুলিশ কল করে আমাদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ব্রুকলিনের ৬৬ প্রেসিঙ্কটে এবং ভবনের প্রবেশপথে কয়েকজন সিকিউরিটি ২৪ ঘণ্টার জন্য বসিয়ে দেয়, যা আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারি। তারপরের দিন অর্থাৎ ৮ মার্চ আমরা পাশের ভবনে আমাদের ইফতার পার্টি যথারীতি সম্পন্ন করি। সংগঠনের বৃহৎ স্বার্থে আমরা কোনো রকম গন্ডগোল করতে চাইনি। কিন্তু তারা ঠিকই তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে মার্চের ১৯ তারিখ ভোররাতে সাহরি খাওয়ার সময় পরিবারের সদস্যদের সামনে থেকে সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আহসান হাবিবকে বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপরের দিন ঠিক একই সময় চট্টগ্রামবাসীর ভোটে নির্বাচিত সভাপতি মাকসুদ চৌধুরীর বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে তার পুরো পরিবারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে। তার আরো কয়েকদিন পর ঠিক ভোর রাতেই সবচেয়ে বেশি ভোটে নির্বাচিত সিনিয়র সহ-সভাপতি মোক্তাদির বিল্লাহ ও সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হারুন মিয়ার বাসায়ও পুলিশ পাঠায়। এভাবে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ চলতে থাকে, পরে মোক্তাদির বিল্লাহর চাকরিস্থলে তার মালিকের কাছে যায় এবং মোক্তাদির বিল্লাহকে চাকরি থেকে বের করে দেওয়ার অনুরোধ করে। ফলে আমরা আমাদের আইনজীবীর পরামর্শে ৬৬ প্রেসিঙ্কটে গিয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিই। ওই প্রেসিঙ্কট প্রায় ১৬ ঘণ্টা পর অর্থাৎ রাত প্রায় ১১টায় আমাদের ব্রুকলিনের সেন্ট্রাল বুকিংয়ে নিয়ে গেলে তারপরের দিন আদালত কোনো রকম জামানত ছাড়া আমাদের জামিন প্রদান করেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসে আমাদের তিনজনকে মাদক কোর্টে হাজির হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। যদিও আমাদের কারো সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসও নেই, অভিযোগ আমরা নাকি সমিতির ভবনে ড্রাগ ডিলিং করেছি। এ দেশের আইনি কাঠামো অনুযায়ী পুলিশ, গোয়েন্দা এবং তাদের অন্যান্য এজেন্সিসমূহ দীর্ঘ ছয় মাস তদন্ত করেছে এবং কোনো রূপ অপরাধের প্রমাণ আদালতে হাজির করতে ব্যর্থ হওয়ায় গত বছরের অক্টোবরের ১০ তারিখ আমাদের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ আদালত খারিজ করে দেয়। খারিজ হওয়ার পর আমরা ভুক্তভোগীরা নিউইয়র্ক স্টেট পুলিশ ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছি এবং পাশাপাশি মামলার বাদীর বিরুদ্ধেও ক্ষতিপূরণ মামলা প্রক্রিয়াধীন।

আরো বলা হয়, নির্বাচনের মামলাসহ মোট তিনটি মামলার মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলায় নির্দোষ প্রমাণ হওয়ার পরে আরো দুটি মামলা বর্তমানে চলমান। নির্বাচনি মামলা এবং ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে করা মামলা। সংগত কারণে ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি। কারণ তারা নির্দোষ, তাদের ভাড়া মে ২০২৬ পর্যন্ত পরিশোধ করা আছে। তাদের বক্তব্যে কয়েকটি বিষয়ে গঠনতন্ত্রের ধারা উল্লেখ করলেও কো-অপ্টের ক্ষেত্রে কোন ধারা ব্যবহার করেছে তা উল্লেখ করেনি। আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই কোরামহীনভাবে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পূর্ণ বেআইনি। আজ হয়তো গায়ের জোরে ভবন দখল করে সমিতির মালিক বনে যেতে পারেন, ইতিহাস কিন্তু কাউকে ক্ষমা করবে না। সব কিছুর হিসাব চট্টগ্রামবাসী আদায় করবে ইনশাআল্লাহ। কাউকে চোর বলার আগে আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখুন।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, শাহজাহান সিরাজি, মাসুদ হোসেন সিরাজি, মোক্তাদির বিল্লাহ, আহসান হাবিব প্রমুখ।

‘দুবাইয়ে একসময়ের সহযোগীরাই’

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] মল থেকে বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পেছনে সক্রিয় ব্যক্তিরা দুবাই পুলিশকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ ও বেনজীরের ওপর যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি ব্যবহার করেছে। খবর প্রথম আলো। বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ১২ জুন দুবাইয়ে গ্রেপ্তার হন। দেশটির সরকার ই-মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ রোববার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ খবর দেন। তিনি বলেন, বেনজীরকে ফিরিয়ে আনতে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে।

দুর্নীতির অনুসন্ধানের মুখে ২০২৪ সালের ৪ মে সপরিবার দেশ ছেড়েছিলেন বেনজীর আহমেদ। তাঁর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ‘রেড নোটিশ’ জারি করা হয়েছিল। দুবাইয়ের সূত্রটি বলছে, শহরটিতে বেনজীরের আবাসন খাত ও সোনার ব্যবসায় বিনিয়োগ রয়েছে।

সূত্রটি আরও বলছে, সপ্তাহ দুয়েক আগে বেনজীর আহমেদ দুবাইয়ে আসেন। এ সুযোগে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকা ব্যক্তিরা সক্রিয় হন এবং ইন্টারপোলের রেড নোটিশের বিষয়টিকে সামনে রেখে দুবাই পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে গ্রেপ্তার করাতে সক্ষম হন। বেনজীর আহমেদ পুলিশে থাকার সময়ই দুবাইয়ের আবাসন ও সোনার ব্যবসায় ‘পাচার করা টাকা’ লগ্নি করেন বলে দাবি করেছে ওই সূত্র। সূত্রটি আরও বলেছে, দুবাইয়ে পাচার করা টাকা বিনিয়োগ করা সহজ নয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অথবা সেখানে আগে থেকে বিনিয়োগ আছে, এমন বাংলাদেশিদের সহযোগিতার দরকার হয়। হতে পারে, বেনজীর যাঁদের সহযোগিতা নিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গেই তাঁর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে।

বেনজীর আহমেদকে কোথা থেকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দুবাই পুলিশ এবং বাংলাদেশের পুলিশের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দুবাই পুলিশকে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে গতকাল সোমবার ই-মেইল করা হয়। তবে আজ মঙ্গলবার রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যায়নি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তারের খবরটি প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে। আরব নিউজও এ খবর এএফপির বরাতে প্রকাশ করে।

এদিকে ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে ‘রেড নোটিশের’ তালিকায় এখন ৫৯ বাংলাদেশির নাম আছে। তাঁদের মধ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসী, হত্যা মামলার আসামি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার পলাতক দণ্ডিত ও নানা মামলার পলাতক আসামিরা আছেন। রেড নোটিশের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করে আসামিদের ফিরিয়ে আনার নজির খুব বেশি নয়।

বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে মঙ্গলবার রাতে প্রথম আলোকে বলেন, শুধু রেড নোটিশের কারণে বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা তিনি মনে করেন না। তাঁরও ধারণা, এর নেপথ্যে কেউ আছে।

অনুরোধপত্র স্বরাষ্ট্রে : এদিকে বেনজীর আহমেদকে দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুতের কাজ শেষ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার একটি অনুরোধপত্র চূড়ান্ত করে সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মো. হাফিজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, অনুরোধপত্র তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। সেটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। তদন্তসংশ্লিষ্ট একটি সূত্র বলেছে, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অবৈধ সম্পদ অর্জন, মানি লন্ডারিং ও পাসপোর্ট জালিয়াতিসহ বিভিন্ন মামলার তথ্যপ্রমাণসহ একটি অনুরোধপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবে। পরে কূটনৈতিক চ্যানেলে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের কাছে পাঠানো হবে। দুদক সূত্রে জানা গেছে, বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ছয়টি দুর্নীতি ও জালিয়াতির মামলা রয়েছে। এর মধ্যে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের একটি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বেনজীর আহমেদ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার (২০১০-১৫) এবং র‍্যাবের মহাপরিচালকের (২০১৫-২০) দায়িত্ব পালন করেন। ২০২০ সালের এপ্রিলে তাঁকে আইজিপি করা হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। বেনজীর আহমেদের বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাব ও এর সাত সাবেক ও তৎকালীন কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই তালিকায় বেনজীর আহমেদের নাম ছিল। তখন তিনি আইজিপি ছিলেন। ২০২২ সালে অবসর নেন বেনজীর। তখন তাঁকে আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি। দুবাই বিমানবন্দরে এআই ক্যামেরায় শনাক্তের পর গ্রেপ্তার : লন্ডন থেকে এশিয়ার একটি দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ। পরিকল্পনা ছিল দুবাইয়ে ট্রানজিট শেষে গন্তব্যে পৌঁছানোর। তবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ক্যামেরায় ধরা পড়ে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই হয়ে যায় তার যাত্রার শেষ গন্তব্য। বিমানবন্দরের অত্যাধুনিক এআইভিত্তিক ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তিতে শনাক্ত হওয়ার পর ইন্টারপোলের তথ্যভান্ডার মিলিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে দুবাই পুলিশ। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

দুবাই পুলিশের বরাতে বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের এক কর্মকর্তা ঢাকার একটি অনলাইন গণমাধ্যমকে বলেন, সম্প্রতি তিনি (বেনজীর) লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হন। নির্ধারিত ফ্লাইটে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রানজিটে নামার পর অন্য যাত্রীর মতোই ইমিগ্রেশন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আসেন তিনি। পুলিশের ওই কর্মকর্তার দাবি, বিমানবন্দরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ক্যামেরা তার মুখমণ্ডল স্ক্যান করে। স্ক্যানের তথ্য আন্তর্জাতিক অপরাধীদের তথ্যভান্ডারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলে বেনজীর আহমেদের নামে থাকা ইন্টারপোল সতর্কতা সংকেত (নোটিশ) সামনে আসে। এরপর দুবাই পুলিশের ইন্টারপোল সমন্বয় শাখা বিষয়টি যাচাই করে এবং কিছু সময়ের মধ্যেই তাকে আটক করে। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

যদিও দুবাই পুলিশ, ইন্টারপোল বা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ ১৪ জুন বিকেলে সংসদ অধিবেশনের শুরুতে ৩০০ বিধিতে দেওয়া বক্তব্যে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি অবগত করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পুলিশের সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদকে গ্রেপ্তারের জন্য ইন্টারপোলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ শুরু করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি) ঢাকা কর্তৃক ইন্টারপোলে আবেদন করা হয়। গত ১১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে এটি পাঠানো হয়েছিল এবং আমরা বিষয়টি মনিটর করেছি। ইন্টারপোল ২০২৫/২৩৯ নম্বর ফাইল ও ৫৭৪/২০২৫ কন্ট্রোল নম্বরের মাধ্যমে বেনজীর আহমেদের প্রতি রেড নোটিশ জারি করে। ওই রেড নোটিশের মাধ্যমে ইন্টারপোল কর্তৃক সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ করা হয়।

একসময় দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর পুলিশ কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন বেনজীর আহমেদ। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পুলিশের মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি র‍্যাবের মহাপরিচালক ও ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৪ সালের শুরুতে তার বিপুল সম্পদ নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিষয়টি ব্যাপক আলোচনায় আসে। পরে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই সময়ে হাইকোর্টও অভিযোগগুলো তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন।

সেমিনারে উদীচীর কর্মকর্তারা
ছবি-বাংলা গেজেট।

'সংস্কৃতিতে ধর্মীয় আস্ফালন' শীর্ষক সেমিনারে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক বিরুপাক্ষ পাল বক্তব্য রাখেন
ছবি-বাংলা গেজেট।

'সংস্কৃতিতে ধর্মীয় আস্ফালন' শীর্ষক সেমিনারে সুধীর একাংশ
ছবি-বাংলা গেজেট।

'মব সন্ত্রাসে' নোবেল

[শেষ পৃষ্ঠার পর] জাতির মুখ উজ্জ্বল করতেন। ড. ইউনূস বাঙালির সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য-এই সব কিছুতে আগুন লাগিয়ে বনে গেছেন অগ্নিসভ্যতার মহাপুরুষ। তাঁর সরকারকে অনেকেই চট্টগ্রাম সমিতি বা এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত 'এনজিওগ্রাম' সরকার বললেও তিনি আসলে বাংলাদেশকে এক নতুন সভ্যতা উপহার দিতে পেরেছেন, যার নাম ইউনূসীয় বা অগ্নিসভ্যতা, যা ছায়ানট, উদীচী বা শিল্পকলায় দিয়েছে ভাঙন আর আগুন।

হোস্ট সংগঠনের সভাপতি ক্ল্যারা রোজারিওর সভাপতিত্ব এবং সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাশের সঞ্চালনায় জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শিক্ষক ও সাংবাদিক আনিস আহমেদের লেখা মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সৈয়দ জাকির আহমেদ রনি। প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ এবং সমসাময়িক বাস্তবতায় ধর্মের অপব্যবহারের নানা দিক বিশ্লেষণ করা হয়।

আলোচনায় আরো অংশ নেন সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব খোরশেদুল ইসলাম এবং লেখক ও সাংবাদিক সাগর লোহানী। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং ড. মুহম্মদ ইউনূসের ভক্ত ড. বিরূপাক্ষ পাল উল্লেখ করেন, 'এই সেমিনারটি যদি হত ১৯৫০-এ, তাহলে মেনে নেয়া যেত। কারণ ১৯৪৭-এর পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান চেয়েছে তাদের সংস্কৃতি ও ভাষা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে। ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতির বাহন। তাইতো ১৯৫২ সালে আমাদের ভাষা আন্দোলন। এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিকতার প্রথম বিস্ফোরণ। সংস্কৃতির ওপর মৌলবাদী আগ্রাসন সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই কম-বেশি প্রচলিত থাকলেও ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের পর তা সুনামির আকার ধারণ করে। উগ্রবাদী অপশক্তির এই আকস্মিক উত্থানের মহানায়ক মবযুগের অগ্নিপুরুষ হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

দেশ ও প্রবাসে বাঙালি সমাজে সাদামনের বাঙালি হিসেবে পরিচিত অধাপক বিরূপাক্ষ পাল প্রচন্ড ক্ষোভের সাথে আরো বলেন, 'বাংলাদেশে স্বাধীনতার শীর্ষ নেতা কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যেমন ভাবতে হয়না-ঠিক তেমনি বাঙালির জীবনে সর্বোচ্চ অশান্তি বিধায়ক নেতা কে-এই প্রশ্নের উত্তরও ইতিহাস জনাব ইউনূসের নামে বরাদ্দ দিয়ে গেছে। পুরানো সিনেমা কিংবা ছোটদের গল্পে ভিলেনকে একেবারে প্রথম দৃশ্য থেকেই পরিচিত করা হয়। কিন্তু আধুনিক সিনেমায় ভিলেনকে চিনতে বেশ কিছু দৃশ্য পাড়ি দিতে হয়।'

সমাজ-সচেতন শিক্ষক বিরূপাক্ষ পাল উল্লেখ করেন, '২০২৪-এর পর আমরা এরকম কয়েকজন আধুনিক ধাঁচের ভিলেনকে চিনেছি যারা ধর্মান্ধতার প্রশ্রয়ে দেশের সংস্কৃতির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করে গেলেন। অনেক পরে চেনা গেছে যে, এরা হলেন 'উল্ফ ইন শিপ'স ক্লোথিং।' আমি যখন ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে ড. ইউনূসকে নিয়ে দু-একটি লেখা লিখেছি, তখন ঢাবির একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক আমাকে একাধিকবার সর্তক করেছিলেন। তাঁর কথার সত্যতা আমি পাই ড. ইউনূস ক্ষমতা নেওয়ার পর যখন তিনি স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ওপর 'রিসেট বাটন' টিপে দিলেন। নিজের নামে অজস্র সুবিধা নিলেন ও পররাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষায় বাণিজ্য চুক্তি করলেন।'

বিরুপাক্ষ পাল বলেন, এই উগ্রবাদীদের চোখে আফগানিস্তান হচ্ছে আদর্শ। কিন্তু আফগানিস্তানের জাতীয় সংগীতে যে সুর আর যন্ত্র বাজে সেখানে আক্রমণ নেই তাদের। ১৯২৬ সন থেকে মোট নয় বার জাতীয় সংগীত বদলিয়েছে আফগানিস্তান। কিন্তু খতম করেনি। যন্ত্রও বাজিয়েছে। ওরা যন্ত্রের অনুমোদন দিতে পারলে বঙ্গদেশীয় উগ্রবাদীদের যন্ত্রের ওপর এত রাগ কেন? এতো দেখছি উনবিংশ শতকে লাডাইট শ্রমিকদের যন্ত্র ভাঙার আন্দোলন। লাডাইটদের ভয় ছিল যন্ত্র ওদের কাজ কেড়ে নেবে। উগ্রবাদীদের ভয় সংগীতের যন্ত্র মানুষের বন্ধন রচনা করবে। তাহলে তো বিপদ! সহিংসতা দিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ ও দাঙ্গার বানিয়াবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ইউনূসীয় সভ্যতায় উগ্রবাদীদের এত আস্ফালন, এত তান্ডব।' এ ধরনের তান্ডব রোধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান উচ্চারিত হয় সেমিনার থেকে। মুক্তচিন্তা, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আয়োজিত এ সেমিনারে বক্তারা বলেন, সংস্কৃতির ওপর ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সংকীর্ণতার ক্রমবর্ধমান প্রভাব শুধু শিল্প-সাহিত্য নয়, একটি জাতির গণতান্ত্রিক চেতনাকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সেমিনারে বিশিষ্টজনদের মধ্যে আরো ছিলেন অধ্যাপক হুসনে আরা, সিনিয়র সাংবাদিক এম ফজলুর রহমান, সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আহ্বায়ক মিথুন আহমেদ, কলামিস্ট বিজয় ঘোষ, সাংবাদিক ও কলামিস্ট সাজ্জাদ হোসেন সবুজ, সাংবাদিক-লেখক দীপক কুমার আচার্য, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কবি মিনহাজ আহমেদ, প্রগ্রেসিভ ফোরাম প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মীয় আস্ফালন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নাটক, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা, লোকজ ঐতিহ্য, উৎসব এবং মুক্তচিন্তার বিভিন্ন প্রকাশকে ধর্মীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতা সমাজে অসহিষ্ণুতা ও বিভাজন সৃষ্টি করছে। এর ফলে সৃজনশীলতা, শিল্পচর্চা এবং ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, সংস্কৃতি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, গোষ্ঠী বা মতবাদের সম্পত্তি নয়; বরং এটি একটি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, লোকজ ঐতিহ্য এবং মানবিক অভিজ্ঞতার সম্মিলিত প্রকাশ। তাই সংস্কৃতিকে সংকীর্ণ ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্যে আবদ্ধ করার যেকোনো প্রচেষ্টা জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

বিরুপাক্ষ পাল বলেন, "যে সমাজে সংস্কৃতি সংকুচিত হয়, সেখানে গণতন্ত্র, যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধির বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। তাই সংস্কৃতিকে রক্ষার সংগ্রাম মূলতঃ মানবিক সমাজ রক্ষার সংগ্রাম।" তিনি আরও বলেন, প্রায় প্রতিটি ধর্মের কিছু মানুষ ধর্মকে ব্যবহার করে অধর্মের চর্চা করছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে কাজে লাগাচ্ছে। এই অপপ্রবণতা বন্ধ করতে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

খোরশেদুল ইসলাম বলেন, "মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, গণমাধ্যমকর্মী এবং তরুণ প্রজন্মকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। সাংস্কৃতিক চর্চাই পারে সমাজে সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে।"

সাগর লোহানী বলেন, "ধর্ম ব্যক্তির বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু সংস্কৃতি একটি জাতির সম্মিলিত পরিচয়। এই দুইকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা সমাজের জন্য অকল্যাণকর এবং কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।" বক্তারা আরও বলেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে সমাজে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে উগ্রবাদ, বৈষম্য ও সহিংসতার বিস্তার ঘটেছে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক চর্চা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, যুক্তিবোধ, মানবিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে। তাই ধর্মীয় উগ্রবাদ মোকাবিলায় কেবল প্রতিবাদ বা নিন্দা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নিয়মিত সেমিনার, গবেষণা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তচিন্তার চর্চা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরা।

আলোচকরা অভিমত ব্যক্ত করেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বাংলাদেশের অন্যতম শক্তি। এই ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে রাষ্ট্র, সমাজ, সাংস্কৃতিক সংগঠন, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। একই সঙ্গে তারা সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায় দেশ-বিদেশে বসবাসরত বাঙালিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

সেমিনারের শেষ পর্বে উপস্থিত বক্তা ও অতিথিরা অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের আলোচনা ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

'জয় বাংলা' সংগঠনের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] শুরু করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নাসিম আহমেদ, বাশিরুল হক, মাহমুদ আহমেদ, গোপন দাশ, মোহাম্মদ আহমেদ জিলানী ঠাকুর, মোহাম্মদ রফিকুল, মোহাম্মদ বাকের, আহমেদ গনি নাসিম, তরুণ চৌধুরী, শিরিন আক্তার, শামীম আহমেদ প্রমুখ। **আলোচনার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরা এবং নতুন প্রজন্মকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা। সভায় উপস্থিত সবার সম্মতিতে এক বছরের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পাশাপাশি আগামী ১৫ আগস্ট উদযাপনের সিদ্ধান্ত হয়।** 'জয় বাংলা' নামে নবগঠিত সংগঠনের নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেন আহবায়ক নাসিম আহমেদ, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ রফিকুল, সদস্য-সচিব গোপন দাশ, সহ সদস্য-সচিব আহমেদ গনি নাসিম, প্রচার সম্পাদক তরুণ চৌধুরী। আর সংগঠনের সদস্যরা হলেন মাহমুদ আহমেদ, মোহাম্মদ আহমেদ জিলানী ঠাকুর, মোহাম্মদ বাকের, শিরিন আক্তার, শামীম আহমেদ প্রমুখ। এদিকে সংগঠনের উপদেষ্টা হয়েছেন বাশিরুল হক।

সভায় প্রবাসীরা
ছবি-বাংলা গেজেট।

ইসলামিক সেন্টারের ফ্যামিলি নাইট

আটলান্টিক সিটি প্রতিনিধি

নিউজার্সি স্টেটের আটলান্টিক সিটিতে গত ১১ জুন ফ্যামিলি নাইট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির ১৬, উওর ফ্লোরিডা এভিনিউতে অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির উদ্যোগে তাদের নিজস্ব ভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল সুধী সমাবেশ, কথামালা, ইসলামী আলোচনা, নৈশভোজ ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন। অতিথি আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম জাওয়াদ রসুল।
আটলান্টিক সিটি ও পার্শ্ববর্তী শহর থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্প্রীতির মেলবন্ধনে কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিনত হয়। মো. ইকবাল হোসেন ফ্যামিলি নাইটের আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ

[শেষ পৃষ্ঠার পর] কেন্দ্রে সবার জন্য রয়েছে নামাজের বিশেষ ব্যবস্থা। এভাবেই দিন গড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলে অনুষ্ঠিত হবে আকর্ষণীয় পুরস্কারের র‍্যাফেল ড্রসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের পালা। এই আমেজের মধ্যেই দেওয়া হবে বিকালের নাস্তা।

স্টেডিয়ামে বসে খেলা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] বিশ্বকাপে ভালো খেলেছে, সেমিফাইনালে ফ্রান্সের কাছে হেরে বাদ পড়ে। এদিন খেলায় প্রথম দিকে মরক্কো ভালোই শুরু করে, ২৪ মিনিটে প্রথম গোল। ৩১ মিনিটে ব্রাজিল চমৎকার একটি গোল দেয়, খেলা ১-১।
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে, তবে গোল দিতে ব্যর্থ হয়। খেলা পরিচ্ছন্ন ছিল, তবে স্লো, আমার কাছে মনে হয়েছে প্র্যাকটিস ম্যাচ। নেইমার মাঠে নামেনি। খেলার বিশ্লেষণ ইন্টারনেটে আছে, সেদিকে যাচ্ছি না, শুধু বলে রাখি, এভাবে খেললে ব্রাজিল 'সুপার এইটে' পৌঁছতে পারবে না। আমি ব্রাজিল বা মরক্কোর ফ্যান নই, আমি মাঠে যাই বিশ্বকাপের অংশীদার হতে! কথায় বলে, 'ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম' ইভেন্ট! কাশেম মাঝারি সাইজের একটি বাংলাদেশের পতাকা সাথে নিয়েছিল, ড্রোন-ক্যামেরা আমাদের দিকে আসলেই কাশেম দাঁড়িয়ে পতাকা ওড়াতে সচেষ্ট হয়, ক'বার আমরা দু'জনে ধরে দাঁড়িয়েছি, যদি 'লাইগ্যা' যায়? সিলেটের সঞ্জয় দেব বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছে, আমরাও চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশি চোখে পড়েনি, এক দম্পতি ও বিক্ষিপ্ত ২/১ জন। মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, স্ক্রিনে দেখলাম মোট ৮০,৬৬৩ জন।

মেটলাইফ স্টেডিয়ামে সাংবাদিক আবুল কাশেমের সাথে লেখক-সাংবাদিক শিতাংশু গুহ ছবি-বাংলা গেজেট।

এত বড় একটি আয়োজন কোনো অঘটন ছাড়াই সম্পন্ন হল। আমাদের সিট বেশ উপরে ছিল, অনেকে দূরবীন নেয়ার পরামর্শ দেয়, আসলে সবকিছু স্পষ্ট ছিল, সম্ভবত স্টেডিয়াম এমনভাবে তৈরী হয়েছে যেন সবাই যে যার আসন থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। আমরা যেখানে বসেছি সেখানে প্রায় সবাই ব্রাজিল, কিছু লাল ছিল। এ এক মজার ব্যাপার, পাশাপাশি বসে লাল-হলুদ খেলা দেখছে, যার দল এগিয়ে যাচ্ছে তারা চিল্লাচ্ছে, কেউ কাউকে মারতে উদ্যত হচ্ছে না। সব হলুদ দেখে কাশেম ব্রাজিল হয়ে যায়, দু'একবার হৈহৈ করে ওঠে। এ দেখে আমাদের উপরের সিটের এক মহিলা কাশেমকে একটি ব্রাজিলিয়ান হলুদ স্কার্ফ দেয়, কাশেম তখন পুরোপুরি ব্রাজিলিয়ান। পরে কাশেম স্কার্ফ ফেরত দিতে চাইলে মহিলা বলেন, ফেরত দিতে হবে না, ওটা তোমার। যদিও খেলা শেষে কাশেম সেটি অনেকটা জোর করে ফেরত দেয়।
আমরা মেয়রের দেয়া শাটলে যাই। সে এক এলাহী ব্যাপার। গাড়ি ম্যানহাটানের এক গ্যারেজে রেখে আমরা মাইল খানেক লম্বা লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ি। লাইন দ্রুত এগুচ্ছিল, আমরা ৪০মিনিটে বাসে উঠে পড়ি, চমৎকার সার্ভিস। স্কুলবাস। কিছুটা ট্রাফিক থাকা সত্ত্বেও ৪৫ মিনিটে আমরা মেটলাইফ স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাই, নেমে পড়ি, সময় তখন সাড়ে ৪টা। সর্বত্র লোকে-লোকারণ্য। সবাই হাঁটছে, কেউ কেউ বিভিন্ন স্টলে দাঁড়াচ্ছে। অনেকটা হাঁটতে হবে, সবাই হাঁটছে, খেলা ৬টায়। প্রচন্ড ভিড়, তবে সুশৃঙ্খল, ভিড় ঠেলে সিটে পৌঁছে যাই, এর মধ্যে ১ ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। আবার বেরিয়ে যাই, খাবারের স্টলগুলোতে প্রচন্ড ভিড় ও লাইন। অপেক্ষাকৃত কম লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ২টি জলের বোতল, ১টি বিয়ার, একটি সল্টেড বাদাম কিনি, প্রতিটি ১০ ডলার, প্লাস ট্যাক্স ও টিপস।
সেদিন তাপমাত্রা ছিল ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি। শাটলে ওঠার লাইন থেকে শুরু করে খোলা আকাশের নিচে রোস্ট হয়ে খেলা দেখা একেবারে মন্দ নয়! আর্দ্রতা কম থাকায় কিছুটা রক্ষা, পড়ন্ত বিকালে মৃদুমন্দ হাওয়ায় মাথার ঘাম পায়ে পড়েনি। এ অবস্থায় হাইড্রেটেড থাকতে হয়, বেশি করে জল বা অন্য পানীয় পান করতে হয়। সমস্যা আরো আছে, বেশি জল খেলে ঘনঘন প্রস্রাব চাপলে বাথরুমে যেতে হয়। যথেষ্ট টয়লেট ছিল, তবু বলা তো যায় না, এদেশে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা অপরাধ। খেলা শেষ হয় ৮:০৫ মিনিটে। ঝামেলা শুরু এরপর। স্টেডিয়ামশুদ্ধ মানুষ একসাথে নামতে শুরু করে, চারিদিকে হলুদের সমারোহ, মাঝেমধ্যে লাল, জনতার কাফেলা বেশ উপভোগ্য ছিল। বেরিয়ে খোলা আকাশে আসতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। এবার ফেরার পালা, বাস অনেকটা দূর, হাঁটা শুরু।
বাসে উঠতে বিশাল লাইন, উপায় নাই গোলাম হোসেন, লাইন ছাড়া চলে না বাস-গাড়ি। বাসে উঠলাম ১০:১৫ মিনিটে। স্বস্তি, এবার ঘওে ফেরা। বাস ছাড়লো, ভালোই চলছিল। টানেলে এসে জ্যামে পড়লো বাস। তখনো কেউ কিছু বুঝিনি। ধীরলয়ে বাস টানেল পার হলো, এরপর ১০ এভিনিউ, কোনোমতে ৯ এভিনিউ পর্যন্ত এসে বাস থমকে গেলো, সামনে যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ। রাত তখন ১১টা ৩০মিনিট। কি ব্যাপার? নিক্স এনবিএ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, নিক্স সমর্থকরা উল্লাস করছে, পুরো নিউইয়র্ক সিটি ম্যানহাটানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাস থেকে নেমে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ৪২ স্ট্রিট ধরে ৯ থেকে ৩ এভিনিউ পর্যন্ত লম্বা হাঁটা। অসম্ভব ভিড়, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে হলো, লেক্সিংটন এসে হালকা হলাম। আমাদের গাড়ি ছিল থার্ড এভিনিউতে।
আমরা তখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত। রাত ১২টা ৪০ মিনিট। একটি খাবার দোকান খোলা পেলাম। ঢুকলাম। ভেজিটেবল স্যান্ডুইচ ও জিনযারেল খেলাম, হাত-মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে ফ্রেশ হলাম। গ্যারেজ সামনেই, এত রাতে লোক পেতে সামান্য সময় নিল, গাড়িতে উঠলাম, ঘড়িতে তখন ১টা পার হয়ে গেছে। গাড়ির ঠান্ডায় বসে দু'জনে আলোচনা করছিলাম, এই বয়সে খেলা দেখতে যাওয়াটা বেশ রিস্কের, আর যাব না। সত্যিই তো, খেলার মাঠে দর্শক প্রায় সবাই তো ইয়ং, সিনিয়র সিটিজেন তেমন একটা চোঁখে পড়েনি, কশ্চিৎ দু'একজন। ভাবলাম, 'এখন যৌবন যার, বিশ্বকাপ খেলা দেখার সময় তাঁর'। এতকিছুর পরও বলা যায়, স্টেডিয়ামে বসে বিশ্বকাপ খেলা দেখার আনন্দই আলাদা, টিকিট পেলে হয়তো আবারো যাবো! (guhasb@gmail.com)

চ্যান্সেলরসহ অতিথিদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছবি-বাংলা গেজেট।

সদ্য স্নাতক সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা। ছবি-বাংলা গেজেট।

ভবিষ্যৎ তাদেরই যারা

[শেষ পৃষ্ঠার পর] আমি পেরেছি'-এই তিনটি শব্দ যেন পুরো অনুষ্ঠানের আবেগকে ধারণ করেছিল। শিক্ষার্থীর নাম জানা হয়নি, কিন্তু তার এই বার্তা মনে করিয়ে দেয়, একটি ডিগ্রি শুধু একজন শিক্ষার্থীর অর্জন নয়, এর পেছনে থাকে পরিবার, ত্যাগ, সংগ্রাম এবং অজস্র স্বপ্ন।
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি-আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপের মালিকানাধীন এই ভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৩ জুন ফেয়ারফ্যাক্সে এক বিশাল অডিটোরিয়ামে। এবারের সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯০ জন শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এর মধ্যে স্কুল অব ইনফরমেশন টেকনোলজি থেকে ১৮৩ জন, আর স্কুল অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ১০৭ শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি পান।
কালো গাউন আর হ্যাটের উপর সোনালি ট্যাসেল ঝুলিয়ে শিক্ষার্থীরা সমাবর্তন আয়োজনে আসেন। তাদের পদচারণায় পুরো অডিটোরিয়াম উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। পরিবার-পরিজন, বন্ধু, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্বের সঙ্গে ছবি তোলা ও আনন্দ ভাগাভাগিতে মুখর ছিল পুরো পরিবেশ।
সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবুবকর হানিপ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "আজ শুধু ডিগ্রি অর্জনের দিন নয়, এটি অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং সম্ভাবনার উদযাপন।" তিনি দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার্থীদের আজীবন শেখার মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ইঞ্জিনিয়ার হানিপের ভাষায়, "ভবিষ্যৎ তাদেরই যারা পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে শেখে, মানিয়ে নেয় এবং এগিয়ে যায়।"
অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য দেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ড. খালিদ এইচ. আরার। টেক্সস স্টেট ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক ড. খালিদ ডব্লিউইউএসটির গ্রাজুয়েটদের স্মরণ করিয়ে দেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগেও মানবিক গুণাবলিই মানুষের প্রকৃত শক্তি। ড. খালিদ বলেন, "এআই স্রেফ তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, উত্তর দিতে পারে; কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং মানবিক সংযোগ তৈরি করা শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব।"
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটর সাদ্দাম আসলান সেলিম, উদ্যোক্তা রফিক হাওলাদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএফও ফারহানা হানিপ। তাঁরা শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়, মানবিক মূল্যবোধ এবং পেশাগত উৎকর্ষতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ তার বক্তৃতায় আরও বলেন, স্নাতক ডিগ্রি অর্জন কেবল একটি একাডেমিক সাফল্য নয়, বরং বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি। তিনি শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা এমন এক সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, যখন প্রযুক্তি, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্বকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। "পরিবর্তনকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভবিষ্যৎ তাদের জন্য, যারা শিখতে জানে, পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং প্রতিনিয়ত বিকশিত হতে থাকে, " বলেন চ্যান্সেলর হানিপ।
নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কুমিল্লা থেকে আমেরিকায় এসে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার আলোকে আবুবকর হানিপ আরো বলেন, ধারাবাহিকভাবে শেখার মানসিকতাই তাঁকে নতুন নতুন সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের আজীবন শিক্ষার্থী হিসেবে থাকার আহ্বান জানান এবং বলেন, শিক্ষা কখনোই ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে শেষ হয় না।
চ্যান্সেলর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়াইজ এঞ্জিলেটরের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যোক্তা হওয়ার, নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গ্র্যাজুয়েশনের দিনেই শেষ হয়ে যায় না; বরং এটি আজীবনের একটি বন্ধন। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে চ্যান্সেলর হানিপ বলেন, "ডব্লিউইউএসটিকে স্রেফ তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয় বরং প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সারা জীবনের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।
মূল বক্তা ড. খালিদ আরার তার দীর্ঘ বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের আত্মপরিচয় জানার, নিজের শক্তি চিহ্নিত করার এবং অন্যদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "সফলতা শুধু নিজের অর্জনেই নিহিত নয়; বরং অন্যদের অর্জনে সহায়তা করার মধ্য দিয়েও সফলতা পরিমাপ করতে হবে।"
নিজের জীবনের গল্প তুলে ধরে ড. আরার বলেন, একজন চতুর্থ প্রজন্মের বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি হিসেবে তিনি শৈশবে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। অনেকেই তাঁকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই বাধাকেই শক্তিতে পরিণত করেছেন। তাঁর ভাষায়, জীবনের চ্যালেঞ্জগুলোই মানুষকে তার প্রকৃত সামর্থ্য আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। ড. আরার বলেন, "প্রত্যেকের গল্পটি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দৃঢ়তা এবং সংগ্রামের চেতনা এক ও অভিন্ন।" ড. আরার শিক্ষার্থীদের কৌতুহলী, সৎ, সহানুভূতিশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি মানবিক নেতৃত্ব, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি এবং সহযোগিতার মানসিকতাই একজন মানুষকে এগিয়ে রাখবে। বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য তিনটি দিক-নির্দেশনা দেন-নিজেকে জানো, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে চিনতে শেখো এবং নিজের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি কর। তিনি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দিয়ে নেতৃত্ব দিতে, বিনয়ের সঙ্গে সেবা করতে এবং সাহসের সঙ্গে উদ্ভাবনের পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সিএফও ফারহানা হানিপ বলেন, "আজ আপনারা আমাদের ক্যাম্পাস ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা সবসময়ই ডব্লিউইউএসটি'র পরিবারের অংশ হয়ে থাকবেন। "অধ্যবসায় এমন একটি শক্তি, যা কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না, "বলেন সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম। আর রফিক হাওলাদার বলেন, "প্রযুক্তি শুধু আমাদের ব্যবহৃত সরঞ্জাম বদলে দেয়, কিন্তু পৃথিবীকে বদলে দেয় মানুষ।" শিক্ষার্থীদের সেই মানব সম্পদ হয়ে ওঠার আহ্বান জানান তিনি।
শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন ভ্যালেডিক্টোরিয়ান রিথিন সাইন মানাপতি। শিক্ষা শেষে এরই মধ্যে গুগলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিয়েছেন ডব্লিউইউএসটির এই শিক্ষার্থী। রিথিন সাইন মানাপতি বলেন, "ডব্লিউইউএসটি আমাকে যে ভিত্তি দিয়েছে, তার ওপর দাঁড়িয়েই আমি আজকের এই অর্জনে নিশ্চিত করতে পেরেছি।"
এমবিএ গ্র্যাজুয়েট বিলগেন আতালেই বলেন, ডব্লিউইউএসটি-তে পড়াশোনা তাঁকে শুধু একাডেমিক জ্ঞানই দেয়নি, বরং দল পরিচালনা ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। বিএসবিএ গ্র্যাজুয়েট মাহা সাজিদ ভবিষ্যৎকে ভয়ের নয়, সম্ভাবনার চোখে দেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমার ডিগ্রি আমাকে শুধু একাডেমিক জ্ঞান দেয়নি; এটি আমাকে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং শিল্পখাতে কাজের জন্য প্রস্তুত একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।"
অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কে. বার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে স্নাতকদের ডিগ্রি প্রদান ঘোষণা করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা তাদের ট্যাসেল ঘুরিয়ে ছাত্রজীবন থেকে অ্যালামনাই জীবনে প্রবেশের প্রতীকী মুহূর্ত উদযাপন করেন। মুহূর্তের মধ্যেই শত শত গ্র্যাজুয়েশন ক্যাপ আকাশে উড়ে যায়, করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো অডিটোরিয়াম। এ প্রসঙ্গে ভার্সিটির সহকারি অধ্যাপক মাহমুদ মেনন খান এ সংবাদদাতাকে বলেন, অনুষ্ঠান শেষে আবারও মনে পড়ে সেই ক্যাপে লেখা তিনটি শব্দ-"মা, আমি পেরেছি।" তিনটি শব্দ, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে একটি পরিবারের স্বপ্ন, বছরের পর বছর পরিশ্রম এবং নতুন এক যাত্রার সূচনা। আর এভাবেই শেষ হয় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ২০২৬ সালের সমাবর্তন।

সাপ্তাহিক
বাংলা গেজেট
শেকড় থেকে শিখরে

New York ■ Issue 43 ■ Friday, 19 JUNE 2026

ময়নু জামান চৌধুরী: একজন অন্তঃপ্রাণ বঙ্গবন্ধু অনুরাগী

সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

ময়নু জামান চৌধুরী, নিউইয়র্কের একজন অন্তঃপ্রাণ বঙ্গবন্ধু অনুরাগী এবং যার নাম প্রবাসী বাংলাদেশিদর মধ্যে এখন বিপুলভাবে আলোচিত। বাংলাদেশে বা প্রবাসে আওয়ামী লীগের কোনো পদে না থেকেও কিভাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর [এরপর পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১]

‘মব সন্ত্রাসে’ নোবেল পেতেন ইউনূস

‘মবের জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার থাকলে ড. ইউনূস দ্বিতীয়বার নোবেল পেয়ে এই হতভাগ্য জাতির মুখ উজ্জ্বল করতেন’ বলে নিউইয়র্কে উদীচীর সেমিনারে অভিমত

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, যুক্তরাষ্ট্র সংসদের উদ্যোগে ১৪ জুন নিউইয়র্কে ‘সংস্কৃতিতে ধর্মীয় আস্ফালন’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান আলোচক হিসেবে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও লেখক এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অর্থনীতি ও অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক বিরুপাক্ষ পাল বলেন, আমি ২০২৪-এর স্বঘোষিত বিপ্লবীদের ব্যাপারে কৌতূহল দমনের জন্য গুগলে সার্চ দিলাম “ফ্যাসিবাদের জনক কে?”। আসলো বেনিতো মুসোলিনির নাম। এবার আমি কৌতূহলবশতঃ আরেকটি গুগল সার্চ দিলাম “মবের জনক কে? “লক্ষ করবেন আমি এখানে ‘বাংলাদেশে’ শব্দটিও যুক্ত করিনি। একেবারে প্রথমেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উত্তরটি ছিল এরকম, “বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আলোচিত ‘মবের জনক’ বলতে মূলত বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নির্দেশ করা হয়। ‘তবে এআই এরপরই সতর্ক করে বলেছে যে ‘তবে এটি কোনো আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক উপাধি নয়।’ কথা ঠিক, কারণ মব ঘটানোর জন্য কোনো আন্তর্জাতিক পুরস্কার নেই। থাকলে ড. ইউনূস দ্বিতীয়বার নোবেল পেয়ে এই হতভাগ্য [এরপর পৃষ্ঠা ৩৮ কলাম ১]

ডব্লিউইউএসটির সমাবর্তনে ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ

ভবিষ্যৎ তাদেরই যারা পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে শেখে, মানিয়ে নেয় এবং এগিয়ে যায়

ওয়াশিংটন ডিসি প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি-সংলগ্ন ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে অবস্থিত ‘ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) ২০২৬ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবর্তনে এক শিক্ষার্থীর গ্র্যাজুয়েশন ক্যাপে লেখা ‘মা [এরপর পৃষ্ঠা ৩৯ কলাম ৩]

হাসান

হৃদয়

যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

সভাপতি হাসান, সাধারণ সম্পাদক হৃদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, যুক্তরাষ্ট্র শাখার ৫৯ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য অনুমোদিত এই কমিটিতে মাহমুদুল হাসানকে সভাপতি এবং হৃদয় মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি [এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ১]

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নাগরিক শোকসভা ২৬ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের মহানায়ক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, ডাকসুর সাবেক ভিপি, নয়বারের সংসদ সদস্য, সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য তোফায়েল আহমেদ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের [এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৪]

তোফায়েল-মোশাররফ-রহমতুল্লাহকে স্মরণ

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেশবরেণ্য রাজনীতিক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তোফায়েল আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং এ কে এম রহমতুল্লাহর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় ১৪ জুন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে নবান্ন পার্টি হলে এক শোকসভা ও দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত প্রবাসীরাও ছিলেন। বিশেষ করে বহুদিন পর যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ এবং যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের কমিটি আসায় এ দুটি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগানে গোটা এলাকা প্রকম্পিত করে সমাবেশস্থলে প্রবেশকালে ভিন্ন এক আমেজ তৈরী হয়। উল্লেখ্য, [এরপর পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ১]

সন্দ্বীপ এসোসিয়েশনের স্থবিরতা কাটানোর প্রয়াস

নতুন কমিটির আহবায়ক সিরাজুল, সদস্য-সচিব কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তর আমেরিকাস্থ সন্দ্বীপবাসীর প্রাচীনতম সংগঠন ‘সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন’র স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে আবারো আর্ত-মানবতার কল্যাণে সরব হওয়ার অভিপ্রায়ে বিশিষ্ট নির্মাণ ব্যবসায়ী ও নীরব সমাজকর্মী সিরাজুল মাওলাকে আহবায়ক এবং সমাজ-সংগঠক মো. আব্দুল কাদের মিয়াকে সদস্য-সচিব করে ৯ সদস্যের একটি আহবায়ক [এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১]

জামালপুর সোসাইটির অভিষেক উৎসব ২১ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি

জামালপুর জেলা সোসাইটির নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান ২১ জুন সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউতে অবস্থিত ‘আল আকসা’ পার্টি (সাবেক তাজমহল) হলে অনুষ্ঠিত হবে। এতে জামালপুরবাসীকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অভিষেক উপলক্ষে গঠিত কমিটির আহবায়ক জহুরুল ইসলাম এবং সদস্য-সচিব আশাফুদৌলাহ লিটন। অভিষেক অনুষ্ঠানে নবউদ্যমে কাজের সংকল্প ব্যক্ত করার পর বিশিষ্টজনদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান আয়োজকরা। অনুষ্ঠানের সবশেষে থাকবে প্রবাসের গুণী শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির বনভোজন শনিবার

অজিৎ ভৌমিক

সন্দ্বীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ২০ জুন শনিবার বেল্টমন্ট লেক স্টেট পার্কের ওউক প্যাভিলিয়নে এক বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে। বনভোজন স্পটে পৌছানোর আগেই বাসে নাস্তা পরিবেশন করা হবে। এরপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বনভোজন কেন্দ্রে পৌছার পরই সবাইকে তরমুজসহ নানা ফল দেওয়া হবে। একইসাথে শুরু হবে শিশু-কিশোর থেকে সকল বয়সীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পরিবেশন করা হবে দুপুরের খাবার। বনভোজন [এরপর পৃষ্ঠা ৩৯ কলাম ১]

Editorial Board Chairman: **Muhammad Kader**, Editor: **Lovlu Ansar**, Managing Editor: **Manwar Hossain**, Publisher: **Sifa Amin**,
Published by Communicate Technology LLC. 72-28 Broadway, Jackson Heights, NY 11372. Email: press@weeklybanglagazette.com
Mobile: +1 917-834-0238, Website: https://weeklybanglagazette.com